

দীক্ষা-তত্ত্ব ।

(প্রথম খণ্ড)

বারেন্দ্রব্রাহ্ম-কুল-গুরু

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্বরত্ন প্রণীত ।

(শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর লিখিত

ভূমিকা সম্বলিত ।)

কাশীধাম

ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার আনুকূল্যে

তত্ত্বপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ কার্য্যালয়ের

ত্রিশূল মুদ্রাযন্ত্রে

শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৩২৯

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঠাকুর তত্ত্ব-রত্ন



MAHAMANDAL PRESS, BENARES.

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৫	বামেরু	বামোরু।
৮	১৫	বহ্নি	বহ্বি।
৯	৫	নিত্য	নিত্যা।
১৩	১৩	সাধ্যস্তু হোমতঃ	সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
২৮	৬	অনেক	অনেকে।
২৮	১১	মহাত্ম্যে	মাহাত্ম্য।
৩২	১৩	হইল	হইলে।
৩৫	৬	কৰ্ম্মোচ	কৰ্ম্মায়।
৪৬	১১	বিজ্ঞানুমোদিত	বিজ্ঞানানুমোদিত।
৪৯	১৩	ব্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ।
৫৮	১১	না করিতে	করিতে।
৬২	৮	নিত্যোৎপন্ন	নিত্যলগ্ন।
৬৯	৯	বরণ করিবে	গুরুকে বরণ করিবে।
৮১	১০	নিত্বৈব	নিত্যৈব।

ভূমিকা

দীক্ষাশব্দের অর্থে—অনেকে কেবল শক্তি-উপাসনা-মূলক ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ বুঝিয়া থাকেন। তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতিও যে বেদমূলক, এ ধারণা অনেকেরই নাই। কেবল ইহাই নহে, তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদ-বহির্ভূত এবং বেদবিরুদ্ধ, এমন কি উহা যে বৌদ্ধ-নাস্তিকদের প্রবর্ত্তিত একটা আধুনিক উপাসনা-পদ্ধতি মাত্র, এরূপ ভ্রমাত্মক ধারণাও, নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে অনেককে পোষণ করিতে দেখা যায়। সাধক-প্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী-নিঃসৃত বহু গবেষণা-পূর্ণ "দীক্ষাতত্ত্ব" পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে; কিন্তু উহার প্রয়োজনতা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার পথে, উল্লিখিত ভ্রমসঙ্কুল ধারণাগুলি, আবর্জ্জনা স্থানীয় হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্গাপূজার সময় সমাগত হইলে, দীনগৃহস্থের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা-স্থাপন জন্য, যেমন ঐগৃহখানি গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কার করা একান্তই প্রয়োজন, সেইরূপ, এক্ষেত্রেও এই সকল ভ্রম-ধারণার জঞ্জালরাশি অগ্রে দূর করিতে যত্ন করা অত্যাবশ্যক। নতুবা আবর্জ্জনা মাড়াইয়া "ছি ছি" বলিতে বলিতে যেমন অনেকে মন্দিরের পরিবর্ত্তে পুষ্করিণী অভিমুখে রুদ্ধশ্বাসে

দৌড়াইতে বাধ্য হয়েন, এক্ষেত্রেও সেরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা কোন অবস্থাতেই ত' সুখকর কার্য্য নহে। কুসংস্কারের আবর্জ্জনা—বিশেষতঃ তাহা যখন আবার শিক্ষিতজনগণের হৃদয়ের এককোণে বহুকাল ধরিয়া নিরুপদ্রবে জমিতে দেওয়া হইয়াছে, তখন ঐ সকলকে পরিষ্কার করিবার জন্য অগ্রসর হওয়া নিতান্তই দুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু পুরোহিত ঠাকুরকে গৃহমার্জ্জনা কার্য্যে নামাইবার সময় এখনও এদেশে আইসে নাই, কাজেই নিম্নশ্রেণীর সমাজভৃত্যকে একাজে হাত দিতে হইবে। এ অবস্থায় গত্যন্তর-হীনের 'কিংকর্ত্তব্য' চিন্তায় কালক্ষেপণ নিষ্প্রয়োজন। সম্মার্জ্জনী হাতে লইয়া গৃহ-জঞ্জাল দূর করিতেই হইবে। কীট, পতঙ্গ, মাকড়সা, পিপীলিকার প্রাণে আঘাত লাগিবে, চিন্তায় চিন্তাকুল হইবার সময় এখন নহে।

প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক,—তন্ত্রশাস্ত্র বেদের অন্তর্ভূত, কিম্বা উহার বহির্ভূত? প্রতিপক্ষের প্রধান যুক্তি,—তন্ত্র যদি বেদ-অন্তর্ভূতই হইবে, তাহা হইলে উহাকে বেদ বলিলেই ত' হয়, সেস্থলে তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া উহার পৃথক একটা নাম দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়া তাঁহারা বলেন "অতএব নিশ্চয় বুঝিতে পারা যাইতেছে,—তন্ত্র বেদ-বহির্ভূত।" এসকল কথার অতি সহজ উত্তর এই যে,—স্মৃতিশাস্ত্র যে শ্রুতি-সমুদ্ভূত, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

তথাপি স্মৃতিশাস্ত্রকে "স্মৃতিশাস্ত্র" বলিয়া একটা পৃথক নাম দিয়া যে রাখা হইয়াছে, ইহা ত' আমরা চক্ষুর উপরেই দেখিতে পাইতেছি। ফলতঃ স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব যেমন বেদে বিন্যস্ত রহিয়াছে, পুরাণের মূলতত্ত্ব যেমন বেদে নিহিত রহিয়াছে, তন্ত্র বা মন্ত্র-শাস্ত্রের মূলতত্ত্বও তেমনই বেদে ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যেমন সজীব মানবের দেহ হইতে তাহার হৃদয়, পাকস্থলী ও শ্বাসযন্ত্রকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার কাহারও শক্তি নাই, তেমনি এ তিনেরও একেকে অন্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া বাহিরে আনিবার কোনই উপায় নাই। তন্ত্রের উপাসনা-পদ্ধতি, বেদে ও পুরাণে এতই পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে যে,—তাহা দেখিয়া, উহা যে এই দুই হইতে পৃথক্ আর কিছু বস্তু হইতে পারে, আদৌ এরূপ চিন্তা—আমাদের পরমপূজ্য পূর্ব্বপুরুষগণের পবিত্রচিত্তে কখনও এক নিমিষের জন্যও স্থান পাইতে পারে নাই। তাঁহারা, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত, মন্ত্রমূলক দেবদেবীর উপাসনা-পদ্ধতিকে বেদেরই অন্তর্ভূত জানিয়া,—ইহ-লৌকিক ইষ্টসাধন-জন্য যখনই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তাঁহারা এই উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে ইহলৌকিক মঙ্গলার্থে এবম্বিধ উপাসনা-পদ্ধতির অনুষ্ঠান সদা সর্ব্বদাই করিতেন—বিশেষতঃ আপৎকালে এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করা এদেশের সাধারণ প্রথা ছিল, ইহার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ বেদ এবং উপনিষদে বিদ্যমান রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের অসংখ্যস্থানে অসংখ্য আখ্যায়িকার মধ্যে এবিষয়ের ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়,—এদেশে বেদাধ্যয়ন এখন বিলুপ্তপ্রায়, বেদোক্ত মন্ত্রমূলক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ইদানীং এদেশে নাই বলিলেই হয়, দুর্ব্বোধ্য যোগ এবং মন্ত্র শাস্ত্রের চর্চ্চা ত' বহু দূরের কথা, পুরাণ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রের যথাবিধি পঠন-পাঠন কার্য্যও কদাচিৎ কোথাও হইতে দেখা যায়। ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রকাশের কৃপায় পল্লবগ্রাহী বিদ্যার ধূলিরাশিতে দশ দিশা ক্রমেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মতত্ত্ববোধ-বিহীন রুদ্ধ-দৃষ্টি উপদেষ্টার দল, সর্ব্বত্রই দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। ইহার উপরে আবার ইয়োরোপীয়ান্ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উৎকট্ ও উদ্ভট্ সিদ্ধান্ত সকল এদেশে অবাধে আমদানী হইতে থাকিয়া আমাদের অবস্থাকে সমধিক শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। চারিদিক হইতে এই সকল আপৎ আসিয়া পড়িয়া আমাদের সকল শাস্ত্রকেই ধূলিধূসরিত এবং ঘোর রূপান্তরিত করিয়া উঠাইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আক্রমণটা অতিমাত্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র যে কিরূপে আক্রান্ত হইয়াছে, এখন তাহাই দেখাইতেছি।

যে দেশে অর্থলোলুপ দোকানদার, রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার ছবি বলিয়া, স্ত্রীপুরুষের বিকট বীভৎস ভাব ব্যঞ্জক চিত্র সকল

বিক্রয়ার্থ দোকানে খুলিয়া রাখিতে পারে, সেখানে কামো-দ্দীপক-কথাপূর্ণ কল্পিত কোন পুস্তককে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথি বলিয়া, কোন পুস্তক-সংগ্রাহকের পক্ষে তাহা সাধারণে উপস্থিত করা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে। এইরূপ দুই একখানি মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তক হয় ত' আয়ত্ত করিয়া কোন ইয়োরোপীয়ান্ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাহাকেই ধরিয়া এবং তাহার ভাষা ও লিখনভঙ্গী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থকিবেন,—তন্ত্রশাস্ত্রটা সম্পূর্ণই অতি আধুনিক। কোন কোন স্থলে এইরূপ যুক্তিজালও উপস্থিত করা হয় যে—তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতির ছায়া চীন তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধান দেশে যখন বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ সেই সকল দেশে যখন এখনও তন্ত্রোক্ত তারাদেবী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং পূজিত হইতেছে, তখন চীনে ও তিব্বতে,—ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম যাইয়া পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে উহাও তথায় যাইয়া থাকা সম্ভব *। আবার কেহ কেহ ইহার

* "Turning to the god Siva, we may note that he was adopted by latter Buddhism in his character of Yogi, or Maha yogi. Then, as the Buddhism of the North very soon became corrupted with Saivism and its accompaniments, Saktism, Tantrism, and Magic, so in Northern countries various forms of Siva—such as

বিপরীত সিদ্ধান্তও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চীনাদি দেশ হইতেই তন্ত্রের উপাসনা-পদ্ধতি এদেশে আনীত হইয়াছে †। যাহাই হউক, এই সকল যুক্তি দেখাইয়াই সিদ্ধান্ত করা হয় যে—বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের কোনরূপ একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই হতভাগ্য দেশে পর-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবার লোকের অপ্রতুল নাই। চিন্তন কার্য্যেও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে অনেকে কষ্টবোধ করেন না, বরং ইহাতেই তাঁহাদের পরমানন্দ। স্বয়ং চিন্তা করিয়া কোনরূপ মীমাংসাতে উপনীত হইতে অনভ্যস্ত এদেশের অনেক ইংরাজী শিক্ষিত যুবক এই সকল অনায়াস-

---

Maha-Kala, Bhairava, Bhima—and of his wife (Parvati, Durga, etc.), are honoured, and their images are found in temples. Sometimes bloody sacrifices are offered to them."

মিঃ বরনেট লিখিত ANTIQUITIES OF INDIA দ্রষ্টব্য।

"Among the female deities, forms of Tara are chiefly worshipped, and regarded as Saktis of the Buddhas."

শ্যর মনিয়র উইলিয়ম কৃত BUDDHISM দ্রষ্টব্য।

† "The Mongoloid races of the North East are responsible for much of the Tantric cults."

মিঃ বরনেট লিখিত ANTIQUITIES OF INDIA দ্রষ্টব্য।

লব্ধ সিদ্ধান্তকেই অকাট্য সত্য বলিয়া এখন মানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন *। গোলাপ ফুলের ডালিতে নিক্ষিপ্ত শুভ্র হীরকখণ্ড যেমন স্বীয় স্বাভাবিক উজ্জ্বল প্রভা হারাইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গোলাপ ফুলের গোলাপী রংকেই নিজ-অঙ্গে প্রতিফলিত করিতে থাকে, দুঃখের বিষয়, এই ব্যাপারে কোন

---

* "চীনের বৌদ্ধগণ যেমন বুদ্ধদেবের সহিত নিজদেশের দেবদেবী বা ভূতপ্রেতের পূজা করে, এদেশেও একদিন সেইরূপ পূজা চলিত। * * * বৌদ্ধতন্ত্রের উৎপত্তি—মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান। * * * বীভৎস রস উপভোগের ক্ষমতা রাখেন ত' এই সকল তন্ত্র পড়িয়া দেখুন।"

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
"ধর্ম্মপূজাবিধান" দ্রষ্টব্য।

ঐ পুস্তকের আর একস্থানে লিখিত হইয়াছে—

"আরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি কত কত বাঙ্গালার বৌদ্ধ পণ্ডিত, তিব্বতে—নিজে গিয়া বা মিশন পাঠাইয়া, তিব্বতের ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়া, আজ যে তিব্বতে "grossly idolatrous Boodhism" চলিতেছে, তাহারই প্রচার করেন, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আপনারাই বলুন কি মনে হয়?"

কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও এই দশা প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই; কারণ—কুজ্ঝটিকা-সমাগমে সুদূর-দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষকেও জাত্যন্ধের ন্যায় হস্তস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব-বোধ হারাইয়া "হায় হায়" করিতে হয়। যাঁহারা পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব-পুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মকেই নিজেদের রক্ষা-দুর্গ জ্ঞানে ঐ রক্ষাদুর্গের স্ফাটিক-কক্ষে বসিয়া আত্মরক্ষা করেন, তাঁহারা বাহিরের কুজ্ঝটিকাতে গৃহত্যাগীদের ন্যায় তাদৃশ ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন না, কাজেই তাঁহাদের সত্যদর্শী দৃষ্টিও এসময়ে একেবারে নষ্ট হইতে পারে নাই। তাঁহারা তন্ত্র শাস্ত্রকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, ও যে ভাবে বুঝিয়া থাকেন, তাহাই আশ্রয় করিয়া, অতঃপর তন্ত্র সম্বন্ধীয় দুই একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিব।

তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদের মন্ত্রভাগ হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না। বেদের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য অতি অল্পেরই আছে; কিন্তু বেদে যে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্ম-কাণ্ড বলিয়া দুইটা বিষয় আছে, এ কথা অনেকেই অবগত আছেন। কর্ম্মকাণ্ডে ত' মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিয়া দেবদেবীর পূজা-উপাসনার কথা আছেই, পরন্তু জ্ঞানকাণ্ডের উপনিষৎ হইতেও পূজা উপাসনা তথা মন্ত্র-তন্ত্রের অনেক তত্ত্ব আমরা পাইতে পারি। অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের খনি স্বরূপ বৃহদারণ্যকো-পনিষদের একস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—দধীচ-

মুনির নিকট মধুবিদ্যা জানিবার জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইলে, মুনিবর বলিলেন—মধুবিদ্যা অতি গোপনে রক্ষা করিবার সামগ্রী। ইহা প্রকাশ করিলে—ইন্দ্রদেব, মাথা কাটিয়া ফেলিবেন বলিয়া তাঁহাকে শাসন করিয়াছেন। এজন্য মধুবিদ্যা দান করিতে তিনি অসমর্থ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুনয়-বিনয়ে পরে তিনি তাহাদিগকে ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে ঐ সময়েও যে কোন কোন মন্ত্রবিদ্যা গোপন রাখিবার ব্যবহার ছিল, ইহা বুঝা যাইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রগোপন রাখিবার কথা লইয়া যাহারা কৌতুক করেন, তাঁহারা এ ক্ষেত্রে কি বলিতে চাহেন? উপনিষৎ হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার অর্থবোধে অসুবিধা হইতে পারে, আশঙ্কায় বৃহদারণ্যকোপনিষদুক্ত এই অংশের সায়নভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল *। ইহার পরেও

প্রয়াগের পাণিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বৃহদারণ্যকোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত—

* "If thou wilt teach this Vidya to any one else, I shall cut off thy head" thus said Indra to Dadhicha Risi. So Dadhicha was under this pledge. Therefore when Asvins asked him to teach them this vidya, true to his pledge, Dadhicha refused at first, reminding them of the penalty which he would incur."

নিতান্ত নিরুপায় স্থলে, সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত না করিয়া যতদূর পারা যায়, এইরূপ ইংরাজী অনুবাদই উদ্ধৃত করিতে থাকিব। ইংরাজী অক্ষরের চিত্তাকর্ষক-শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও শাস্ত্রীয় কথার আলোচনাতেও এই হাস্যোদ্দীপক পথ আমাকে অবলম্বন করিতে হইতেছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের এই উক্তির নিকটেই আর একস্থানে "অতিগোপ্য নারায়ণ কবচের" উল্লেখ আছে *। সাধারণের জানা আছে—তন্ত্রেই কবচাদির কথা থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে "অতিগোপ্য" নারায়ণ কবচের উল্লেখ দেখিয়া, অনেক শিক্ষিত যুবকেরই চক্ষুঃস্থির হইবে! বৃহদারণ্যকোপনিষদের আরও অনেক স্থানে এবং অন্যান্য উপনিষদেরও অনেক স্থানে ও তাহার ভাষ্যাদিতে এই শ্রেণীর কথা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলের সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইলেও বৃহদায়তনের একখানি

প্রয়াগের পাণিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বৃহদারণ্যকোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত—

* "A Risi seeing this (Mantra Rig Veda 1. 117. 22) sang :—'Oh, Asvins, Killers of enimies ! you placed a horse's head on Dadhyan the son of Atharvan. In order to keep his promise, he said to you the Science of Madhu (Madhu Vidya) which was spoken by Visvarupa, the son of Tvastri to Indra and even the secret Narayana Kavacha."

পুস্তক হইয়া পড়ে। ঋগ্বেদের শ্রীসূক্তে শ্রীদেবীর বা মহা-লক্ষ্মী দেবীর স্তবের মধ্যে স্থান বিশেষে যে সকল কথা লিখা আছে, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া রুদ্র-যামল তন্ত্রে মহা-লক্ষ্মীর ধ্যান ও গায়ত্রী কথিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু লইয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, বেদোক্ত দেবদেবীর স্তবের সহিত তন্ত্রোক্ত ধ্যান, গায়ত্রী ও স্তবের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। অনেকের চিত্তে এরূপ একটা ভ্রম ধারণা আছে যে—কেবল তন্ত্রেই ছাগ বলিদানের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদোক্ত দেব-দেবীর পূজা উপাসনা কার্য্যে একটি ছাগ নহে, পরন্তু বহু ছাগ ছেদনের ব্যবস্থা আছে। কেবল ছাগ নহে, ছাগ অপেক্ষা বৃহদাকারের পশুও ছেদনের যে পদ্ধতি ছিল, তাহাও দেখা যায় *। বৃহৎ

---

* "Agni shtoma, or Jyotir-agni-shtoma, is the simplest of the Soma liturgies," * * * "On the last of the upasad days a buck goat was sacrificed to Agni-Soma, and during the day of pressing, cattle were offered to Agni (kratu-pasu or savaniya-pasu), besides which one or three barren young cows were immolated after the sacrificer's bath. A hut was built, in which the householder conducting the sacrifice lived for several days, sometimes even for a year, performing the diksha, or consecration;

যাগযজ্ঞের কথা অলোচনার প্রয়োজন নাই, বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ অতি ক্ষুদ্র ও সাধারণ। এই ক্ষুদ্র যাগেই পশু ছেদনের জন্য সাতটা পৃথক্ যূপকাষ্ঠ মাটিতে প্রোথিত করিবার প্রয়োজন হইত। এই যজ্ঞে ন্যূনকল্পে ১১টা পশুছেদনের আবশ্যক। এই যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা পদ্ধতি গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া বারনেট সাহেব তাঁহার কৃত ভারতের পুরাতত্ত্ব পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ পাদটীকাতে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা পড়িলে একটা ক্ষুদ্র বৈদিক যজ্ঞেও যে কি বিরাট আয়োজন করিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এই উদ্ধৃত অংশে "দীক্ষা", "দীক্ষিত" প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া ইহাও নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যাইবে যে—"দীক্ষা" শব্দ তান্ত্রিকদেরই কেবল নিজস্ব সামগ্রী নহে, বেদেও ইহার ব্যবহার আছে। আধুনিক তান্ত্রিক দীক্ষার ন্যায় এক

---

his hair and nails were cut, his food and drink were limited, he carried a staff and the skin of a black antelope, and clasped his hands; no one might pronounce his name or touch him; in various respects he was under strict restraint, and he was debarred from connubial relations with his wife, who was lodged in an adjacent hut under similar conditions."

মিঃ বরনেট লিখিত ANTIQUITIES OF INDIA দ্রষ্টব্য।

দিনেই ইহার কার্য্য শেষ হয় না। বহুদিন যাবৎ দীক্ষিতদের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় এবং স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় শয়ন হইতে বিরত থাকিতে হয়। বৈদিক যাগাদি অনুষ্ঠান সম্বলিত দীক্ষাকার্য্যে দীক্ষিতগণকে এতই কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় যে—ঐ কার্য্যে উত্তীর্ণ ব্রাহ্মণগণ "দীক্ষিত" বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং বহুশত বর্ষ পরে আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ,—কান্যকুব্জে রাজপুতনায়, নেপালে এবং কাশ্মীরে, "দীক্ষিত" উপাধি নামের সহিত ধারণ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বেদ ও উপনিষদের বহুস্থানে দীক্ষার যেরূপ গুণকীর্ত্তন রহিয়াছে, তাহাতে দীক্ষিত, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে নাই বা করিবেন কেন * ?

মিঃ বরনেট লিখিত ভারত পুরাতত্ত্বের উদ্ধৃত অংশ হইতে আর একটি বিষয়ও আমরা বুঝিতে পারি। তাহা এই—অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদিক-যজ্ঞাদিতেও বিপুল আয়োজন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। এই সকল কার্য্যে এতই অর্থবল লোকবল ও এতই বলির পশু ইত্যাদি সংগ্রহের আবশ্যক হয় যে,

* "সঃ সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, দীক্ষায়ামিতি, কস্মিন্ নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা—সত্যে হেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা"—ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।)

"দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে"—ইত্যাদি। (মুণ্ডকোপনিষৎ।)

"অমাবস্যায়াং দীক্ষিত্বা"—ইত্যাদি। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ।)

তাহা সকলের পক্ষে সহজ-সাধ্য নহে। গ্রাম নগর হইতে মুনি-ঋষিগণ যখন অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে এই সকল আয়োজন অনুষ্ঠানের সুলভ ও সহজ-সাধ্য অনুকল্প অবলম্বন করিতে যে হইয়াছিল, তাহা বেদের 'আরণ্যক' অংশ হইতে আমরা অতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অরণ্যবাসী সাধকগণ মনে মনে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ও বলিদানের চিন্তামাত্র করিয়াই তাহার সম্পূর্ণ ফল আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইতেন *। তন্ত্রোক্ত বাহ্যিক আয়োজন পরিশূন্য মানস-পূজার মূলতত্ত্ব এখান হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছে, মনে করিতে বাধা কি? এই

* "Next follow the ARANYAKAS which, not only by the position which they occupy at the end of the BRAHMANAS, but also by their character seem to be of a later age again. There object is to show how sacrifices may be performed by people living in the forest, without any of the pomp described in the BRAHMANAS and the later SUTRAS—by a mere mental effort. The worshipper had only to imagine the sacrifice, to go through it in his memory, and he thus acquired the same merit as the performer of tedious rites."

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ম্যাক্সমুলার কৃত ORIGIN of "RELIGION" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উৎস হইতে আর একটি অতি গুরুতর এবং অতীব প্রয়োজনীয় তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তাহা এই—স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে উপাসনা-পদ্ধতির এবং অনুষ্ঠানের সঙ্কোচ-সাধন বেদ-বিধির অনুমোদিত। কলিযুগের প্রারম্ভে, ঋষিগণের বৈঠকে, মহাপুরুষ পরাশর ঋষি কর্ত্তৃক ইহা আরও পরিষ্কারভাবে বিবৃত হইয়াছে *।

স্মৃতিশাস্ত্রের সংহিতা গ্রন্থগুলি, সকল সময়ের সকল অবস্থার সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুরই যে মান্যের সামগ্রী, একথা সকলকেই নত-মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি এক একযুগে এক একটি ঋষির সঙ্কলিত ধর্ম্মশাস্ত্র, সেই যুগের দ্বিজ-জাতিদের জন্য বিশেষরূপে, ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। পরাশর সংহিতা কলিযুগের জন্য প্রশস্ত। কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ ক্ষীণদেহ ও হীনবীর্য্য হইয়া, কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ন প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠানের যোগ্যতা হারাইয়াছেন, কাজেই পরাশর ঋষি তাঁহার সংহিতাতে এই কালের ব্রাহ্মণদের জন্য অনেক লঘু

* "অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥"
"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥"
"কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পতন্তি কর্ম্মণা॥"
(পরাশর-সংহিতা।)

প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংসর্গের পাতিত্য-দোষ বাঁচাইয়া চলা এসময়ে একরূপ অসম্ভব, এজন্য কলিতে সংসর্গ দ্বারায় পাতিত্য ঘটিবার ব্যবস্থা বিদূরিত করিয়া কেবল কর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন, এরূপ তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কলির প্রাবল্য ঘটিলে, পরাশরের ব্যবস্থা অনুসারে চলিতে পারাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইবে জানিয়া, আমাদের অবলম্বিত উপাসনা-পদ্ধতিকে আরও কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল ও সহজ-সাধ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে— ইহা তন্ত্রে দেখা যাইতেছে *। কলিযুগে হীনবীর্য্য লোকের জন্য কেবল আমাদের শাস্ত্রকারেরাই যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি-ব্যবস্থা কতকটা সংক্ষিপ্ত এবং সহজসাধ্য করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এরূপ নহে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাচীন চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতাদিতে ঔষধের যে মাত্রা উক্ত হইয়াছে, একালের লোকের জন্য তাহা উপযোগী নহে, এজন্য বাধ্য হইয়াই তাহার পরিমাণও অনেক হ্রাস করিতে

"কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্য বিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌত-কর্ম্মণা॥
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ॥
* * * * *
বিনা হ্যাগম-মার্গেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।)

হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, একালের অনেক রোগী, আয়ুর্ব্বেদোক্ত বনৌষধি-ঘটিত চিকিৎসার জন্য দীর্ঘকাল অবকাশ না পাওয়ায়, তন্ত্রোক্ত রস-চিকিৎসার আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। যে কালের—অলক্ষিত প্রভাবে, আমাদের দিনমানকেও কখনও প্রসারিত, কখন বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়, মানবের কর্ম্মশক্তিকে কখনও প্রবর্দ্ধিত কভু বা ক্ষীণতর করে, সেই কালের প্রভাবে সত্য-যুগের বৈদিকী ক্রিয়াকে কলিযুগের সংক্ষিপ্ত তান্ত্রিকী পূজাতে পরিণত হইয়া পড়িতে হইয়াছে দেখিয়া, বিস্মিত বা দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। স্থান, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া তন্ত্রোক্ত, উপাসনা-পদ্ধতি কেনই যে এসময়ের উপযোগী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে এ পর্য্যন্ত তাহারই আলোচনা করা হইল, এক্ষণে উহার ব্যবস্থিত কয়েকটি বিশেষ কথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

তান্ত্রিকী পূজা-পদ্ধতিতে যে পাঁচটি উপকরণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অপকৃষ্ট বস্তু বলিয়া অনেকের ধারণা। সাধারণতঃ ইহাকে "পঞ্চ-মকার" বলিয়া অভিহিত করা হয়। তন্ত্র-শাস্ত্রের ভাষাতে ইহাকে "পঞ্চতত্ত্ব" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে *। তন্ত্রোক্ত পঞ্চতত্ত্বের

* মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণ-মুক্তি-হেতবে ॥"
(শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত—গুপ্তসাধন তন্ত্রের বচন।)

সাধারণ অর্থ এই—(১) মদ্য, (২) মাংস, (৩) মৎস্য, (৪) মুদ্রা এবং (৫) "ম" আদি-অক্ষর-যুক্ত স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত আচরণ বিশেষ। সাধারণ ভাবে দেখিতে উপস্থিত হইলে, এই সকল বস্তুর সহিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চ্চনার সংমিশ্রণ নিতান্তই দৃষ্টি-কটু সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূজা-পদ্ধতির মধ্যে এই সকল বিষয়ের সমাবেশ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা একটু নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, এসকল কথার প্রতি আমাদের নাসিকা-ভঙ্গী করিবার প্রবৃত্তির অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে। আমাদের সম্মুখে হঠাৎ কোন স্ত্রী বা পুরুষ আসিয়া বস্ত্রত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইলে, লজ্জায় আমাদিগকে মুখ ফিরাইতে হয় এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ আচরণ করে, তাহাকে আমরা তিরস্কার করিয়া থাকি। কিন্তু শারীর-বিদ্যা অনুশীলনকারী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, উপদেষ্টার সম্মুখে বসিয়া, উলঙ্গ স্ত্রী বা পুরুষের দেহের লজ্জা-জনক স্থান বিশেষকে যখন পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে থাকেন, তখন—অন্য একরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। জগৎসংসারে এইরূপ সকল কার্য্যেই স্থান, কাল, পাত্রের পার্থক্য অনুসারে দোষ-গুণের বিচার করা হইয়া থাকে। যাহা এক অবস্থায় কাহারও পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়, তাহাই আবার অন্য অবস্থায় আর একজনের পক্ষে অতিশয় প্রশংসনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক

ক্রিয়াকাণ্ড লুপ্ত হইবার পরে—কোন্ সময়ে কি কারণে তান্ত্রিক পূজা প্রকরণের প্রচার-বৃদ্ধি এদেশে করিতে হইয়াছিল, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। দ্বাপর যুগের অবসান কাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় রাজাদেরই আশ্রয়ে থাকিয়া এদেশের সাধক ব্রাহ্মণগণ নিরুপদ্রবে যাগযজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন। তাঁহাদের সেই কার্য্যে, সকল সময়েই, ক্ষত্রিয় রাজগণ যথোচিত সহায়তা করিতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণাম-ফলে এদেশে ক্ষত্রিয়-শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। উহার কয়েক শত বৎসর পরে, শূদ্র নন্দরাজার সময়ে, ব্রাহ্মণ-রক্ষক ক্ষত্রিয়ের আর একবার বিনাশসাধন আরম্ভ হইল। দেশে বিলুপ্তপ্রায় যাহা কিছু ক্ষত্রিয়শক্তি ছিল, তাহাও নির্ব্বাপিত হইল। ইহার কিছুকাল পরে, রাজা অশোকের সময়ে—বৌদ্ধমতের উত্থান সময়ে, এদেশবাসিগণের প্রকৃতি হইতে রজোগুণকে স্খালিত করিয়া মানুষমাত্রকেই অহিংসা-পরায়ণ বুদ্ধে পরিণত করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা আরম্ভ হইল। এই সময় হইতে রজোগুণ এবং তাহারই বিকাশ—বীরভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে এদেশের পুরুষগণ ক্রমে ঘোর "কাপুরুষ" ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে, এই দুর্দ্দশারই প্রতিকার সাধনার্থে, সাধকগণ, ঋষিগণ এবং তাঁহাদের অনুগত ব্রাহ্মণগণ, এদেশে তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতির বহুলভাবে প্রচার করিবার একান্ত প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন। সেই হইতেই এদেশে হিন্দুর

ঘরে ঘরে শক্তি-পূজার একটা প্রবল নবোত্থিত প্রবাহ আসিয়া ঢালিয়া পড়িল। যে সময়ে এ দেশের অবসাদগ্রস্ত মানুষের প্রকৃতিতে রজোগুণ বৃদ্ধি করিয়া বীরভাব জাগাইয়া তুলিবার আবশ্যক হইয়াছিল, যে সময়ে দেশের কাপুরুষ-ভাবাপন্ন পুরুষকে সত্য সত্য পুরুষে পরিণত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময়ে—এদেশবাসিগণকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-যাজকদিগের প্রদত্ত ভাতের ফেনের পরিবর্ত্তে "ছাগমাংস", গুড়ের সরবতের পরিবর্ত্তে "সুরা,"—আর পুঁই শাকের পরিবর্ত্তে "রুইমাছে"র দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া, তান্ত্রিক সাধকগণ যে বড়ই একটা গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না; বরং ইহাতে তাঁহাদের বিচার-শক্তির প্রশংসাই করিতে হয়। যাঁহারা বলিয়া থাকেন—"বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকদের দ্বারা তান্ত্রিক মত এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে," তাঁহারা যে কেবল বাহ্য-দৃষ্টিহীন. তাহাই নহে,—তাঁহারা চিন্তাহীন, বিচারহীন এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানে দীনাতিদীন। কেন না; যে পাঁচটি বস্তু বর্জ্জন করাই, শাক্যসিংহের অনুগত বৌদ্ধদের প্রধান ধর্ম্ম, সেই পাঁচটি বস্তুই তান্ত্রিক পূজা-অর্চ্চনার প্রধান উপকরণ। ইহা চক্ষুর উপর দেখিয়াও যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে তান্ত্রিক-সাধনার উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদিগকে দৃষ্টিশক্তিহীন ভিন্ন আর কি বলিব? কেবল একপক্ষে এই পাঁচটি বস্তুর বর্জ্জন এবং অপর পক্ষে এই পাঁচটি বস্তুর অতিশয় প্রশংসাবাদ-কীর্ত্তন দেখিয়াই

যে, বৌদ্ধমতের সহিত তান্ত্রিক উপাসনা-পদ্ধতির ঘোর বিরোধ জানিতে পারা যাইতেছে, তাহাই নহে,—এমন তন্ত্রগ্রন্থ অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহার মধ্যে শাক্যসিংহ-প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধমতের প্রতিকূল বাক্য বহুল পরিমাণে দেখিতে না পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয় শঙ্করাচার্য্য দার্শনিক বিচার দ্বারা বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া তৎকালের ভ্রষ্ট হিন্দু-সমাজে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বৌদ্ধগণকে হিন্দু করিতে পারেন নাই— এই তন্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতিই সেই অসাধারণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিল। কেবল এদেশে নহে—তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশেও এই তন্ত্রশাস্ত্র সে সময়ে একটা মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছিল। সে দেশবাসিগণ যখন, বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারের প্রভাবে অহিংসা-পরায়ণ হইয়া আমাদের ন্যায় গো-বেচারী নিরীহ মানুষে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাই দেখিয়া মুসলমানেরা চীন, তিব্বতে যাইয়া সে সকল দেশেও রাজ্য বিস্তার করিয়া ফেলিল, তখন এই তান্ত্রিক উপাসনা-পদ্ধতিই চীনে এবং তিব্বতে প্রবিষ্ট হইয়া, চীন এবং তিব্বতকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল *। চীনে, জাপানে,

* ১২১১ খৃঃ জঙ্গীজ্ খাঁ চীন-রাজ্য কবলিত করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পরে কুবলাই খাঁ চীনে যে অসাধারণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, চীন-ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ১৩৬৮ খৃঃ তারাদেবীর

ব্রহ্মদেশে, শ্যামদেশে, সাইবিরিয়ায় রুষিয়ায়, এমন কি—আমেরিকার উত্তরদিকের খানিকটা অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগে, তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনমূলক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল *। প্রাচীন গ্রীসেও যে এক সময়ে শিব-শক্তি-উপাসনামূলক তান্ত্রিক সাধনা সমাদৃত হইয়াছিল এবং গ্রীসদেশবাসীরা তান্ত্রিক বিধানে দীক্ষিত হইতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় †। এই প্রবর্ত্তনের পথ-প্রদর্শক বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকগণ ছিলেন

উপাসক চু-চুয়ান-চ্যাং নামক জনৈক যুবক সন্ন্যাসী কতকগুলি শিষ্যসহ চীনে আবির্ভূত হইয়া দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণকে চীন হইতে বিতাড়িত করেন। এই শাক্ত সন্ন্যাসীর প্রকৃত নাম কি ছিল এবং ইনি কোনও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ছিলেন কিম্বা চীন দেশীয় ছিলেন, তাহা এখন স্থির করিবার কোনও উপায় নাই। এই শাক্ত সাধকের প্রতিষ্ঠিত বহু তারাদেবীর মন্দির আজিও চীনের এবং তিব্বতের বহুস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে; এসম্বন্ধে আরও বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইলে—মিঃ রিচথোফেন্ কৃত CHINA এবং মিঃ লিড্‌ডেল লিখিত CHINA its Marvel and Mystery গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* "The phallic symbolism of India is also known in North America and in Yucatan" মিঃ সি, আর, কন্‌ডার কৃত THE RISE of MAN দ্রষ্টব্য।

† "In Greece we have the same mingling of original Aryan mythology with legends borrowed from Asia; the same early super-

না, পরন্তু ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালার শাক্ত ব্রাহ্মণগণকেই উহার মূল-প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিতে পারা যায়। আজিও এই সকল স্থানে তান্ত্রিক সাধনা-মার্গের আচার-অনুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, পরন্তু অনেক স্থানে এখনও আকারভেদে উহার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কবি-কল্পনার উদ্ভট সিদ্ধান্ত নহে,—ইহা একটি অকাট্য ঐতিহাসিক সত্য *। যাঁহারা বিলাতী নীল রংএর কাচের

stitions and later belief in a supreme god and same secret rites. * * * We do not know certainly what the secret teaching at these rites really was. Christians who were initiated say that the emblem shown was a phallus, and it seems probable that the initiated renounced all popular belief in old Gods and were taught that the only realities were the male and female principles in nature, in which the Hindu Chinese and Japanese philosopers equally believed."

ডাক্তার সি, আর, কন্‌ভার কৃত—

THE RISE OF MAN দ্রষ্টব্য।

* মিঃ জে, ডি, হুকার কৃত HIMALAYAN JOURNALS গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়—বৌদ্ধধর্ম্মের শুষ্কখাদে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার বন্যার প্রবাহ প্রপূরিত হইয়াছিল। উহা কেবল

চশমা কিছুক্ষণের জন্ত চক্ষু হইতে খুলিয়া রাখিয়া নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের আশ্রয় লইয়া, চীনের, তিব্বতের ও ভারতের সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারাই অতি পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইবেন,—মুসলমান-পদ-দলিত চীন দেশ হইতে মুসলমান-রাজশক্তিকে নিপাতিত করিবার জন্তই বীরভাবোদ্দীপক শক্তি-উপাসনা-পদ্ধতি চীনাদি দেশে এদেশের ব্রাহ্মণ সাধকগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল! "তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি, এদেশের মুসলমান-আধিপত্যকে নিষ্কাশিত করিতে সমর্থ হইল না কেন?"—এমন প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে উদিত হইতে পারে। একথার উত্তরে আর অধিক কিছু না বলিয়া কেবল মহারাষ্ট্র-বীর শিবজী, বাঙ্গালী-বীর রাজা কংশ, রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাঁরা সকলেই তন্ত্রোক্ত বিধানের শক্তি-সাধক ছিলেন। ইঁহাদের এবং এইরূপ আর আর মহাপুরুষগণের সমবেত চেষ্টা, এক সময়ে একস্থানে কেন্দ্রিত হইতে পারিলে, তাহার

চীনে নহে, এসিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডে এখনও একটু রূপান্তরিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। যথা—

"Boodhhism in some form is the predomenating creed, from Siberia and Kamaschatka to Ceylon, from the Caspian steppes to Japan, throughout China, Burma, Ava, and a part of the Malayan Archipelago."

পরিণাম ফল কি হইত, তাহার আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু পৃথকভাবে ইঁহাদের এক এক জনের অভ্যুদয়ের সময়ে—প্রত্যেকের পৃথক হুঙ্কার-শব্দে প্রাদেশিক মুসলমান রাজ-সিংহাসনগুলি কিরূপ প্রকম্পিত হইতেছিল, দিল্লীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, ইতিহাস তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অবসন্ন মুসলমান রাজ-শক্তির সহিত হিন্দু-প্রজাশক্তির সংঘর্ষণ সময়ে, অভাবনীয় ঘটনাচক্রে আর এক নব-বেশধারী অভিনব শক্তি, আর এক দিক হইতে আসিয়া ভারতের রঙ্গভূমে অবতীর্ণ না হইলে—এদেশের ইতিহাস হয় ত' আজ আর এক মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া উঠিত। তান্ত্রিক উপাসনা-পদ্ধতি এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে, কিছুমাত্র চিহ্ন রাখিতে পারে নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, অর্থঘটিত অবস্থা এবং রাজকীয় শাসন-পদ্ধতি, যেমন দেশের লোকাচরিত ধর্ম্মকে ক্রমে রূপান্তরিত করিয়া উঠায়, তেমনি আবার প্রবল ধর্ম্মবিপ্লব দ্বারা রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থা ইত্যাদিরও বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। জগতের প্রত্যেক দেশের ইতিহাসই এই মহান্ তত্ত্ব ঘোষণা করে। নির্জ্জীব হিন্দু জাতিকে সজীব এবং জাগ্রত করিবার জন্য যে সময়ে তান্ত্রিক উপাসনা-পদ্ধতি এদেশে বিস্তৃতরূপে প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন কেবল লোকের রজোগুণ বৃদ্ধি করিবার

উদ্দেশ্যে তাহার অনুকূল খাদ্য-সামগ্রী উপাস্য দেবদেবীকে নিবেদন করিয়া দিবার ব্যবস্থা এদেশে পুনঃ প্রচলন * করিয়াই দেশ-মঙ্গলকামী সাধকগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, পরন্তু চিত্তের দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিবার জন্য এবং সাহস বৃদ্ধি করিবার জন্য গভীর নিশীথে শ্মশানে যাইয়া অথবা পরিত্যক্ত গৃহে বসিয়া অথবা ভগ্ন মন্দিরে আসন স্থাপন করিয়া ইষ্টদেবতার উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের চিত্তবল সঞ্চয়েরও অপরূপ সুব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ-জার্ম্মাণ-ফরাসী যুদ্ধের ইতিহাস পড়িবার সময়—স্মরণ হয়, কোথায়

---

* "পুনঃ প্রচলন" কথাটি এই কারণে ব্যবহার করা হইল যে, অতি প্রাচীনকালে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে সুরা নিবেদন করিয়া দিবার প্রথা এদেশে বহুল পরিমাণেই প্রচলিত ছিল। আদি কবি বাল্মীকি ঋষির রচিত রামায়ণে গঙ্গাদেবীর প্রতি সীতার উক্তি—ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে—

"মধ্যন্তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথ্যাস্ত্বনিন্দিতা।
বৈদেহী প্রাঞ্জলীর্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ॥
পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ।
নিদেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ॥
চতুর্দ্দশানি বর্ষাণি সমগ্রাণ্যুষ্য কাননে।
ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি॥
ততস্ত্বাং দেবি সুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা।
যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধিনি॥

পড়িয়াছিলাম—আহতের দেহ-পরিস্রুত রক্তধারা দেখিয়া কোন কোন সৈনিক পুরুষ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন! আমাদের একটি আত্মীয়কে ডাক্তারী অস্ত্রচিকিৎসার কষ্টভোগ করিবার সময়ে, তাহার দেহ-নিঃসৃত রক্তধারা দেখিয়া আমাদের একটি বন্ধু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এ ঘটনা নিজ-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দীর্ঘকাল-ব্যাপী বৌদ্ধ রাজাদের অহিংসা-সমর্থক কঠোর শাসনে যখন এদেশের লোক নিতান্ত ভীরু এবং কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছিল, সে সময়ে রক্ত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হওয়া এদেশবাসী সাধারণ লোকদের পক্ষে কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। দেশব্যাপী এই চিত্ত-দৌর্ব্বল্য পীড়ার

ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।
ভার্য্যা চ চেদিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সম্প্রদৃশ্যসে॥
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্ত-রাজ্যে নর-ব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে॥
গবাং শত-সহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো প্রদাস্যামি তব প্রিয়-চিকীর্ষয়া॥
সুরাঘট সহস্রেণ মাংসভূতোদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা॥
যানি ত্বত্তীর-বাসিনি দৈবতানি চ সন্তি হি।
তানি সর্ব্বানি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ॥
পুনরেব মহাবাহুর্ম্ময়া ভ্রাত্রা চ সঙ্গতঃ।
অযোধ্যাং বনবাসাত্তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে॥"

প্রতিকারের ঔষধ নিত্য পূজার উপাদান রক্তচন্দনের মধ্যে যদি তান্ত্রিক সাধকগণ আবিষ্কার করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে—আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেই বাধ্য। রক্তচন্দন, রক্তপুষ্পাদি, পূজার উপাদান এবং রক্তবর্ণের বসন ও আসন ব্যবহার এবং উপাস্য দেবীকে রক্তবর্ণে বা সিন্দূরে রঞ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া তান্ত্রিক সাধকগণ অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। এ সমস্তই তমোভাবাক্রান্ত মানুষকে রজো-ভাবাপন্ন করিয়া উঠাইবার পক্ষে,—কাপুরুষকে পুরুষে পরিণত করিয়া তুলিবার পক্ষে প্রচুর সহায়তা করে। এইরূপ চিন্তার দীপালোক হস্তে লইয়া তন্ত্র-রহস্যের গভীর গুহাতে প্রবিষ্ট হইতে উপস্থিত হইলে, তন্ত্রের আরও অনেক বিষয় আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলিয়া পড়িতে পারে। তন্ত্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর "যন্ত্র" বলিয়া যে সকল চিত্র দেখা যায়, এসকল চিত্রের অন্তরালে যে যুদ্ধ-সময়ের দুর্গ প্রস্তুত করিবার কৌশল লুক্কায়িত করিয়া রাখা হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারেন? তন্ত্রোক্ত "মুদ্রা" আর একটি অতি গূঢ়-রহস্য-পূর্ণ ব্যাপার। দুই হস্তের অঙ্গুলি-সঞ্চালন-ক্রম বিশেষ দ্বারা কেবল যে উপাস্য দেবতার আবাহন, বিসর্জ্জন এবং ঘটাদি আধারে স্থাপন কার্য্যই সুসম্পন্ন করা হয়,—ইহার ভিতরে আর কোন অভিপ্রায় যে লুক্কায়িত রাখা হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারেন? ফ্রীমেশন সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিরা নূতন

পরিচয় স্থলে পরস্পর সেক্‌হ্যাণ্ড (কর মর্দ্দন) করিবার সময়ে, সাঙ্কেতিক অঙ্গুলি-কম্পন দ্বারা নিজ সম্প্রদায়ের পরিচয় অন্যকে দিয়া থাকেন। চীন দেশে—তন্ত্রোক্ত ভৈরবী-চক্রের রূপান্তরিত অসংখ্য গুপ্তসমিতি (সিক্রেট সোসাইটি) যে কার্য্য সংসাধন-জন্য সৃষ্ট হইয়া, আজিও চীন দেশের প্রায় প্রতি পল্লীগ্রামে বিরাজিত রহিয়াছে, তাহাতেও তান্ত্রিক মুদ্রা বা নানারূপ অঙ্গুলীর ভাষা ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিজ সম্প্রদায়ের বুঝিবার সুবিধার্থ সাধারণের অবোধ্য সেরূপ কোন অঙ্গুলির সঙ্কেত, এদেশের তন্ত্রোক্ত মুদ্রাকে আশ্রয় করিয়া যে রহে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারেন? অনেকে তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকারের মুদ্রাকে 'টাকা পয়সা' অর্থ-ব্যঞ্জক মুদ্রা মনে করিয়া থাকেন। কেহ কেহ পূজার অঙ্গীয় চাউল ভাজা, ছোলা ভাজা, পিষ্টকাদিকেও মুদ্রা বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অঙ্গুলি-সঙ্কেত মূলক চিহ্ন বিশেষকেই "মুদ্রা" শব্দের তান্ত্রিক অর্থে এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। বেদ ও উপনিষদেও এই অর্থেই অনেক স্থানে মুদ্রা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে *। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকারের—পঞ্চম-স্থানীয় বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা, বর্ত্তমান সভ্যতামূলক বিধিব্যবস্থার প্রতি-

---

* স্বাস্তাম্ভোজাদ্দেবমাবাহ্য মুদ্রাং দর্শয়িত্বা দেবস্য সকলী-করণাঙ্গুষ্ঠ হৃদয়ার্পিণ্যা স্বাস্তে মুদ্রাং নিবেদ্য পাত্রাণি চ মূলেন দত্বা রিক্তে পঞ্চামৃতং সংযোজ্য তেন পঞ্চবারং সকৃদ্ বাভিষিচ্য নিত্যেন সন্তর্প্য কল্প-স্তবনাদি-পুরুষসূক্ত-রুদ্রাধ্যায়োদ্‌ঘোষণা-

বন্ধকে এখানে করিতে না পারিলেও এপর্য্যন্ত যে সকল কথার আলোচনা করা হইল, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গুরুতর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এক সময়ে এদেশে তান্ত্রিক-পূজা-পদ্ধতির পুনঃ প্রচার করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

এস্থলে একথাও বলা আবশ্যক বোধ করি যে,—তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির ইহাই একমাত্র লক্ষীভূত বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত হইবে না। দেশবাসী জন-সাধারণের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন, তন্ত্রোক্ত সাধনা-পদ্ধতির একটি গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত হইবে। হিন্দুর সাধনামার্গ ত্রিমুখ-গামী। ১ম—ইহলৌকিক সুখ-সম্পৎ সম্প্রাপ্তি। ২য়—পারলৌকিক সদ্‌গতিলাভ; যথা—স্বর্গাদিগমনে যোগ্যতা লাভ। ৩য়—মুক্তি। তান্ত্রিক উপাসনাতে, সাধকের অধিকার-ভেদে, আকাঙ্ক্ষা-ভেদে এবং উপাসনার পদ্ধতি-ভেদে এই ত্রিবিধ অভিলষিত বস্তুই সাধক পাইতে পারেন। এই বাক্যের সত্যতা মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্যে ঘোষণা করিতেছে। এই দেবী মাহাত্ম্যকে বাঙ্গলা দেশে "চণ্ডী," পশ্চিম প্রদেশে "সপ্তসতী," কোথাও বা "দুর্গা" বলিয়া অভিহিত করা হয়। দেবী-মাহাত্ম্য ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যহ পঠিত হইয়া থাকে। এই দেবী-

দিন্যা মূলেন চাভিষিচ্য সর্ব্বপূজাং নিবেদ্য দীপং ত্রিভ্রা'ম্য সব্যেনাপ্লাব্য মহানৈবেদ্যপিঠাবরণাদ্যুপসংহৃত্য দর্শয়েৎ।

(বরদোত্তর-তাপনী-উপনিষৎ।)

মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—"স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। সমাধি নামক এক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; বৈশ্যের স্ত্রী-পুত্রগণ তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া, তাঁহাকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিল। রাজা এবং সমাধি বৈশ্য, মেধস-মুনির নিকট যাইয়া স্ব স্ব দুঃখ জানাইলেন। মুনি, তাঁহাদের নিকট দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া, তাঁহাদিগকে দেবীর উপাসনা করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা মুনির উপদেশ মত এক নদীতীরে যাইয়া দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা এবং নিজেদের শরীরের রক্তদ্বারা সংযত-চিত্ত হইয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরব্যাপী পূজার পরে দেবী প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিলেন। বৈশ্য জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইলেন। রাজা শত্রু জয় করিয়া নিজ রাজ্য আবার অধিকার করিলেন। অধিকার এবং আকাঙ্ক্ষা-ভেদে একই দেবীর উপাসনা করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত দুই বন্ধুর মধ্যে একজন মুক্তি পাইলেন, আর জনে ইহলৌকিক সুখ-সম্পদ্ ও অপহৃত রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন।

একটী দেশের সাধারণ প্রজাপুঞ্জ মুক্তিকামী হইতে পারে না। মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে যাইয়া সুখী হইবার বাসনাও অল্পলোকেই হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে। সাধারণের আকাঙ্ক্ষা, ইহলৌকিক সুখ-সম্পৎ লাভ। তান্ত্রিক সাধনা-পদ্ধতিতে, উপরি বর্ণিত ত্রিবিধ বস্তু লাভের সহজ ও সুগম-মার্গ

প্রদর্শিত হইলেও সাধারণের আকাঙ্ক্ষিত ইহলৌকিক সুখ-সম্পৎ সুবিধা প্রাপ্তির কথাই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় অবস্থা-ঘটিত সুবিধাকর পরিবর্ত্তন—সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। এজন্য উহার অনুকূল চিত্তের অবস্থা, যাহাতে জন সাধারণে আয়ত্ত করিতে পারেন, তান্ত্রিক সাধকগণ তাহার সুব্যবস্থা—তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথির পৃষ্ঠার মধ্যে অতি সুকৌশলে সমাবেশ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধ রাজগণের এবং তৎপরে মুসলমান পাতসা ও নবাবগণের দৌরাত্ম্য-ভয়ে অনেক অতি প্রয়োজনীয় কথাই রহস্যজালে জড়াইয়া তন্ত্রশাস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণে, তন্ত্রের অনেক স্থলের অনেক কথার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা বাহিরের লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়। কেবল অভিধান এবং ব্যাকরণের সাহায্য লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে, অনেক সময় তন্ত্রের কথার মূল তাৎপর্য্য কিছুই উপলব্ধি হয় না। এই সকল অসুবিধা দূরের জন্যই অভিজ্ঞ গুরুর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক। তান্ত্রিক দীক্ষাকে, তান্ত্রিক সাধনা-মার্গের পথিকের পক্ষে—উপরি কথিত অধ্যয়ন আরম্ভ এবং তান্ত্রিকতত্ত্ব অনুশীলনের একটা প্রারম্ভিক কার্য্য বিশেষ বলিয়াই মনে করা উচিত। উপরি বর্ণিত ত্রিবিধ পথিকের ন্যায় এবং ত্রিবিধ গন্তব্য পথের ন্যায়, পথ-প্রদর্শক গুরুও প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। এজন্য মুক্তি-

কামী সাধককে মুক্তিমার্গ-প্রদর্শক গুরুর অনুসন্ধান করিতে হইবে, স্বর্গকামী সাধককে স্বর্গাদি পারলৌকিক সদ্গতিদাতা গুরুর অন্বেষণ করিতে হইবে,—আর ইহলৌকিক সুখ-সম্পদ্-উন্নতিকামী সাধককে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সমাজধর্ম্ম-নীতিজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হইবে।

একদিকে যেমন তান্ত্রিক সাধনা-মার্গের শিষ্যের পক্ষে নিজ-অভিলষিত পথের গুরুর অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন, অন্যদিকে আবার তেমনি গুরুর পক্ষ হইতেও শিষ্য-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক বিচার ও চিন্তা করিবার আবশ্যক রহিয়াছে। দীক্ষা-গ্রহণার্থীর—কাহার কোন্ বিষয়ে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষিত পথে গমনের স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে, না আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার করিয়া দেখিয়া তবেই যথাযোগ্য ব্যক্তিকে যথাযোগ্য গন্তব্যপথ বা ইষ্টমন্ত্র, গুরু প্রদান করিবেন; ইহাই হইল তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থা। লোক-ব্যবহার অন্যরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার কুফলও চারিদিকে যথেষ্ট পরিমাণে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার আংশিক প্রতিকার-উদ্দেশ্যে দীক্ষাতত্ত্ব পুস্তকে গ্রন্থকার সংক্ষেপে গুরু-শিষ্যের অধিকারিতা ও অনধিকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে পূর্ব্ব-কথিত তিনটি পথের মধ্যে কেবল প্রধান পথের অর্থাৎ মুক্তিমার্গের সাধনাপ্রয়াসী গুরুশিষ্যের কথা লইয়াই আলোচনা করা হইয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের ভাষায় পশ্বাচার, বীরাচার এবং দিব্যাচার নামে যে তিনটি সাধনা-মার্গ পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা দ্বারা তান্ত্রিক সাধকের তিনটি গন্তব্য পথ আমরা বুঝিতে পারিতেছি। দিব্যাচার মার্গের সাধনা-পদ্ধতি মুক্তিকামীদের জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। মানব-সমাজের মঙ্গলার্থে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন উচ্চাঙ্গের সাধকের সর্ব্বদাই জগতে অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য যুগের ঋষিদের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাঁহাদের অভাবে এ সময়ে দিব্যাচার-মার্গাবলম্বী সাধকদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কতকটা সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু এসময়ে সমগ্র হিন্দুজাতি শূদ্রত্বের নিম্নস্তরে আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছে, এমন কি—অনেকে মানবত্ব হারাইয়া পশুত্বে আসিয়া পৌছিয়াছে। সেই সকল পশুভাবাপন্ন ব্রাহ্মণকে যদি আবার সাত্ত্বিকভাবাপন্ন দিব্যাচার-সম্পন্ন সাধক ব্রাহ্মণে উন্নীত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে রজোগুণপ্রধান ক্ষাত্রভাবের মধ্য দিয়া,—বীরাচার-মার্গ অতিক্রম করিয়া, দিব্যাচার-সাধন অনুষ্ঠানে আনিয়া পৌছাইতে হইবে। ইহা বড়ই কঠিন কার্য্য এবং অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্ন গুরুর উপদেশেই কেবল ইহা সম্ভব হইতে পারে। এজন্য দিব্যাচার-সাধনার সহায়ক গুরুর কথা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া "দীক্ষাতত্ত্ব" গ্রন্থলেখক সুদূর-দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এখন দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তন্ত্রোক্ত অপর দুইটি

সাধনা-মার্গকেও এ সময়ে আমরা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। মুক্তিকামীদের জীবনব্যাপী সাধনার জন্য যেরূপ দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজন, ইহলৌকিক—সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মঙ্গলাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সে ভাবে দীক্ষিত হইবার বা মন্ত্রগ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। গ্রামে ভেদ-বমি ইত্যাদি মারীভয় উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিকারের জন্য শ্মশানকালী কিম্বা বনদুর্গা পূজার অনুষ্ঠান বাঙ্গালা দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই করা হইয়া থাকে। বারোয়ারী কালীপূজা এখনও বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। এই সকল তান্ত্রিক পূজা-অনুষ্ঠানে, বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের ন্যায় যজমানের সংখ্যা একটি মাত্র থাকে না, পরন্তু গ্রামবাসী শত শত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা এমন কি—অনেক স্থানে গ্রামের মুসলমান অধিবাসীরাও এরূপ পূজা কার্য্যের যজমান স্থানীয় হইয়া, মহা আনন্দে ও সমারোহে এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক সঙ্ঘশক্তি সম্বর্দ্ধনের বীজ, এই সকল তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে উপস্থিত হইলে, তান্ত্রিক সাধনার তৃতীয় মার্গকে আমরা এ সময়ে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না। এ সময়ে এ সকল বিষয়ের আলোচনা নিরাপদ নহে, মনে করিয়াই হয় ত' গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে আদৌ ইহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তাহা না করিলেও তিনি যে তন্ত্রোক্ত সাধনারূপ মহাবৃক্ষের অত্যুচ্চ শাখাতে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিমুখী

পারলৌকিক সদ্গতিরূপ উপাদেয় ফলের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া জনসাধারণের চিত্ত উহাতে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ফলে আমাদের ন্যায় নিম্ন-শ্রেণীর মানুষেরা ঐ দিকে যাইয়া ঐরূপ উচ্চস্থানের ফল হাতে পাইতে না পারিলেও, ইহলৌকিক ইষ্টসিদ্ধিরূপ নীচের ডালের দুই চারিটা ফুল বা পাতা যদি করায়ত্ত করিতে পারে, তাহাই বা মন্দ কি? অন্ততঃ এ কারণেও—"তান্ত্রিক সাধনা-মার্গ কি?" "দীক্ষা কি?" "ইষ্ট মন্ত্রাদি-গ্রহণ কার্য্য কি?" এ সকল বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব জানিবার জন্য আমাদের এ সময়ে একটু যত্নশীল হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

শ্রীশশিশেখরেশ্বর শর্ম্মা।

দীক্ষা-তত্ত্ব



দীক্ষাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। যথা—

১ম। দীক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য্যার্থ। ২য়। দীক্ষার আবশ্যকতা। ৩য়। মন্ত্রশক্তি। ৪র্থ। দীক্ষাধিকারী। ৫ম। গুরুতত্ত্ব। ৬ষ্ঠ। দীক্ষাপদ্ধতি। ৭ম। সাধনতত্ত্ব। ৮ম। বাহ্যপূজা। ৯ম। আচারভেদ প্রভৃতি—

দীক্ষা—(স্ত্রী) দীক্ষ+ভাবে+অ, স্ত্রিয়া টাপ্। দীক্ষা শব্দের সাধারণ অর্থ—উপনয়ন সংস্কার ও গুরুর নিকট হইতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ। দীক্ষার তাৎপর্য্যার্থ, যথা,—

"দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা।
তেন দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥"

যাহাতে বিমল জ্ঞান প্রদান করে ও যদ্দ্বারা কর্ম্ম-বাসনা সকল ক্ষয় হয়, তন্ত্রজ্ঞ মুনিগণ তাহাকে দীক্ষা সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

অপিচ—

"দদাতি দিব্যতাং তাবৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিং।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥"

যদ্দ্বারা দিব্যত্ব লাভ ও পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তন্ত্র-পারদর্শী মুনিগণকর্ত্তৃক তাহা দীক্ষা সংজ্ঞায় বিখ্যাতা হইয়াছে।

অপিচ—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সঙ্ক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥"

যাহাতে দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং পাপ ক্ষয় করে, তন্ত্রজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক তাহা দীক্ষা নামে উক্ত হইয়াছে।

অতএব বুঝিতে হইবে—দীক্ষাই পাপ-ক্ষয়ের এবং দিব্য-জ্ঞান লাভের একমাত্র সহায়। দীক্ষা যে কেবল পাপসংক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে, তাহা নহে; দীক্ষাগ্রহণ দ্বারা মানব ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল লাভ করিয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণ কালীন যে (কামনা করিয়া) সংকল্প করিতে হয়, তন্ত্রোক্ত সেই সংকল্প মন্ত্রেই আছে—"ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-লাভ কামঃ (অমুক) দেবস্য (ঈয়ৎ) সংখ্যক-মন্ত্রোপদেশ-(দীক্ষা) কর্ম্মাহং করিষ্যে"। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে, মানবের যাহা কিছু প্রার্থনীয় দীক্ষা দ্বারা তৎ সমস্তই লাভ হয় অর্থাৎ "ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ" চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা—

"সর্ব্বাশ্রমেষু দীক্ষায়ামাবশ্যকত্বং"।

সকল আশ্রমেই দীক্ষাগ্রহণ আবশ্যক।

যথা—

"দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেৎ যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥"

দীক্ষাই সমস্ত জপের মূল অর্থাৎ দীক্ষিত না হইয়া কোন মন্ত্রই জপ করিবে না। তপশ্চরণ কার্য্যেও দীক্ষা মূল, অর্থাৎ অদীক্ষিতের পক্ষে তপস্যা নিষ্ফল। পুরাণে লিখিত আছে, উত্তানপাদী বালক—ধ্রুব যখন বিমাতার দুর্ব্বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন, তখন ভগবান্ হরি, ধ্রুবের উগ্র তপস্যায় দয়ার্দ্র হইয়াও অদীক্ষিত ধ্রুবকে দর্শন দিতে সমর্থ হন না। পরে ভগবানের আজ্ঞায় দেবর্ষি নারদ, ধ্রুবকে বিষ্ণুর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলে অল্পায়াসেই ধ্রুব, ভগবান্ শ্রীহরির দর্শন লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। অতএব যে ব্যক্তি যে কোন আশ্রমেই বাস করুক, দীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক তত্তৎ আশ্রমে বাস করিবে।

অপরঞ্চ—

"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ-পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি ফলং তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥

অদীক্ষিত ব্যক্তি জপ পূজাদি যে কোন ক্রিয়া করে, তাহার সেই ক্রিয়া প্রস্তরের উপরে বপণ করা বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

অপরঞ্চ—

"দেবি! দীক্ষা-বিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥"

হে দেবি! দীক্ষাহীন ব্যক্তির মন্ত্রসিদ্ধি অথবা সদ্গতি কিছুই হয় না। অতএব গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে যথাবিহিত দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

অপরঞ্চ—

"অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকাৎ॥"

দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া মৃত্যু হইলে তাহার রৌরব নামক নরক প্রাপ্তি হয়, এবং তাহার পিশাচত্ব মোচন হয় না। (এই জন্য যদি কেহ অদীক্ষিত অবস্থায় অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সম্ভব থাকিলে—মুমূর্ষ ব্যক্তির কর্ণে গুরু দ্বারা মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করা হইয়া থাকে।) অতএব যথাসময়ে যত্ন সহকারে তন্ত্রজ্ঞ গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে।

তথাচ—(মৎস্য-সূক্তে)*

"অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্॥
তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিম্॥"

হে বরাননে! অদীক্ষিত মানবগণের দোষ শ্রবণ কর। দীক্ষাহীন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রতুল্য।

তাহাদের কৃত শ্রাদ্ধ ও তদীয় শ্রাদ্ধ সমস্তই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বমনর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাহীনো নরো মৃতঃ॥"

বামেরু! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত সমস্ত কার্য্যই পণ্ড হয়। দীক্ষাহীন নর মরণের পর পশু যোনি লাভ করে।

"সদ্‌গুরোরাহিতা দীক্ষা সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।"

সদ্‌গুরু-প্রদত্তা দীক্ষা সর্ব্ব কর্ম্ম সাধন করে। অর্থাৎ দীক্ষা-কামী ব্যক্তি শুভদিনে পবিত্রস্থলে সংযমী হইয়া তন্ত্রোক্ত বিধানে সদাচার-সম্পন্ন জ্ঞানী গুরু হইতে ভক্তিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সকল কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয়।

তথাচ—(নবরত্নেশ্বরে)

"সর্ব্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতং।
অবিরোধাত্তবন্ত্যেব প্রাসঙ্গিক্যস্ত ভুক্তয়ঃ॥
উপপাতক-লক্ষাণি মহাপাতক-কোটয়ঃ।
ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি! দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা॥"

সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাতেই মুক্তি ফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। তৎপ্রসঙ্গাধীন মুক্তিফলের অবিরোধে অন্য প্রকার ফলভোগও দীক্ষিত ব্যক্তির হইয়া থাকে। হে দেবেশি! বিধি-পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ বহুলক্ষ উপপাতক এবং বহুকোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হয়।

এস্থলে যে বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে—স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি, বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক দীক্ষিত হইলে তদ্দ্বারা সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল জন্মিয়া থাকে।

যথা—"কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্ণাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তর সহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে॥"

যে নরাধম গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া গ্রন্থদৃষ্টে মন্ত্র গ্রহণ করে, সে সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

আজ কাল মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে মুদি বাখারী দ্বারাও আলোচিত হইয়া থাকে। এক দিকে ধর্ম্মগ্রন্থের বহুল প্রচারে যেমন ধর্ম্মগ্রন্থাদির রক্ষা বিধান হইতেছে, তেমনি আবার সেই অমূল্য রত্নগুলি অনধিকারী অজ্ঞ লোকের হস্তে পড়ায় যোগ, যাগ, তন্ত্র, মন্ত্র, প্রভৃতি উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। স্থান, কাল, পাত্রানুসারে উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা যথাবিধি প্রযুক্ত না হইলে মহামন্ত্রও কার্য্যকর হয় না। যথা—

"গবাং সর্পিঃ শরীরস্থ ন করোত্যঙ্গ-পোষণং।
নিস্সৃতে কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্।"

গাভীর শরীরস্থ সর্পি দ্বারা তাহার অঙ্গ পোষণ হয় না। বৎস-সংযোগে দুগ্ধ দোহন করিয়া যথাবিহিত মন্থনাদি ক্রিয়া দ্বারা ঘৃত বাহির করিলে সেই ঘৃতই আবার সেই গাভীরও পুষ্টিকর ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই বৈধ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রয়োজন। যদি কেহ বৎস-সংযোগে গাভী দোহন না করিয়া অস্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধ বাহির করিতে চেষ্টা করে, তবে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শোণিত নির্গত হইবে। সুতরাং দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধেও যথাবিধি কার্য্য না করিয়া যদি কেহ তন্ত্রাদি গ্রন্থ হইতে মন্ত্র বাছিয়া লইয়া স্বয়ং দীক্ষিত হয়, তবে তাহাকে মন্ত্রসিদ্ধি লাভের পরিবর্ত্তে নিরয়গামী হইতে হইবে। অন্যান্য শাস্ত্রাদির উপদেশেও গুরুর প্রয়োজন, গুরূপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। তথাপি ভাষার উপর অধিকার জন্মিলে অন্যান্য গ্রন্থের বিষয় কতকটা নিজেও বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তন্ত্র, জ্যোতিষ, যোগশাস্ত্র প্রভৃতি সঙ্কেতিক গ্রন্থ কখনও গুরূপদেশ ভিন্ন বুঝিবার উপায় নাই। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সমূহের সংজ্ঞা সাধারণের বোধ্য নহে। ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও তন্ত্রজ্ঞ ভিন্ন, মন্ত্রের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা অন্য কেহ বুঝিতে সমর্থ হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মায়াবীজ, কামবীজ, রমাবীজ ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রোদ্ধার আরও গুহ্যতর। কর্পূরাদি স্তোত্রে কৌশল ক্রমে শ্রীমদ্দক্ষিণা কালীর একাক্ষরী বীজমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—"কর্পূর শব্দের মধ্যম ও অন্ত্যবর্ণ এবং স্বর পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে ইন্দু ও বামাক্ষী বীজ যোগ করিলে এই একাক্ষরী মহামন্ত্র হয়; কালিকার এই একাক্ষরী মহামন্ত্র অতি শক্তিশালী। এইরূপ অন্যান্য, দেবতার বীজ-মন্ত্রও সাঙ্কেতিক নিয়মে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক বীজ-মন্ত্রেরই অর্থ আছে। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র-চৈতন্যে জ্ঞানহীন ব্যক্তি জপ দ্বারা কখনও ফল লাভ করিতে পারে না। যথা—

"মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটি জপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥"

(কুলার্ণবে)

মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্র-চৈতন্য ও যোনিমুদ্রা যে ব্যক্তি পরিজ্ঞাত নহে, শতকোটী জপ দ্বারাও সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এ স্থলে 'যোনিমুদ্রা' অর্থে মন্ত্রোদ্ধার বা মন্ত্রের উৎপত্তি বুঝিতে হইবে।*

কালী, তারাদি দশমহাবিদ্যা, দুর্গা, কৃষ্ণ, গণেশ, শিব প্রভৃতি প্রত্যেক দেবতার বহু মন্ত্র, তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষাত্মক পরমব্রহ্ম এক হইলেও তিনি প্রয়োজনানুসারে দেহ রচনা করিয়া থাকেন। বেদ, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে একবাক্যে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

"অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বি-প্রজা-
সৃজামানা-স্বভাবাং" ইত্যাদি—(শ্রুতিঃ)
"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি তয়া সর্ব্বমিদং ততং।"

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ।)

সেই মহামায়া নিত্যা, এই দৃশ্যমান্ জগৎ তাঁহার প্রকট-মূর্ত্তি, মহামায়া কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।

---

* যোনিরুৎপত্তিরুদ্ভবঃ। ইত্যমর।

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।"

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ।)

সেই মহামায়া নিত্য হইয়াও দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যখন আবির্ভূতা হন, তখন তিনি (কালী দুর্গাদি নানারূপে) উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

যে ভক্ত সর্ব্বদা তোমাতে আশক্ত-চিত্ত হইয়া তোমার সাকার রূপের উপাসনা করে, এবং যে ভক্ত অব্যক্ত অক্ষর নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা করে, তন্মধ্যে কোন্ ভক্ত শ্রেষ্ঠতম?

শ্রীভগবান্ উত্তর করিলেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥"
"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
* * * * *
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত-হিতে রতাঃ।"
"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাশক্ত-চেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

পরম শ্রদ্ধা সহকারে যে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া সতত আমার সাকার রূপের উপাসনা করে, সেই ভক্ত আমার মতে শ্রেষ্ঠতম। যে ব্যক্তি অক্ষর অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার উপাসনা করে, সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয়; তবে দেহাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত হইয়া নিরাকার পরমাত্মার উপাসনা অধিকতর ক্লেশকর।

ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেহধারী মানবের পক্ষে সাকার রূপের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তসারে উপাসনার যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও সগুণ ব্রহ্মের চিন্তাই বুঝাইতেছে। যথা—

"সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক-মানস-ধ্যাপার-রূপানি উপাসনানি।"

অর্থাৎ—সগুণ (সাকার) ব্রহ্মবিষয়ক মানস-ব্যাপারকে উপাসনা কহে।

তন্ত্রমতে—

"নিরাকারাপি সাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।"

ব্রহ্মময়ী আদ্যা প্রকৃতি নিরাকারা হইয়াও সাকারা, তিনি আত্মমায়াদ্বারা বহুরূপ (কালী, তারা প্রভৃতি) ধারণ করিয়াছেন। দর্শনমতেও ঐ তন্ত্রোক্ত বাক্য সমর্থিত হইয়াছে। যথা—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—(শৈবদর্শন)

ভক্ত সাধকগণের হিতার্থে ব্রহ্ম নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন "নিরাকার ঈশ্বর সাধকের

হিতার্থে দেহ ধারণ করিয়া একটি রূপ পরিগ্রহ করিলেই পারিতেন; নানারূপ ধারণ করিয়া মতদ্বৈধের সৃষ্টি করিলেন কেন?"

এই স্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,—বিভিন্ন ধাতু প্রকৃতির পক্ষে যেমন একরূপ খাদ্য রুচিকর হয় না এবং এক শ্রেণীর ঔষধ ফলপ্রদ হয় না, বরং ব্যক্তি বিশেষে অনিষ্টকর হয়, একটি কবিতা বা সঙ্গীত যেমন ব্যক্তিভেদে প্রীতিপ্রদ বা অপ্রিয় হয়, তদ্রূপ ভগবানের একমাত্র সাকাররূপ সাকার উপাসকদিগের পক্ষে প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই পরমেশ্বর নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। কোন সাধক "ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং" কমনীয় কৃষ্ণরূপে মুগ্ধ, আবার কেহ বা "করালবদনাং ঘোরাং" মহারৌদ্রী কালীরূপে আসক্ত। ইহাও রুচিগত পার্থক্যের ফল। কেহ হয়ত বলিবেন,—মহাভয়ঙ্করী ভীমা কালী-মূর্ত্তি কিরূপে ভক্তের প্রীতিপ্রদা হইবে? ইহার উত্তর এই—সিংহ-শাবকের নিকট তাহার মাতার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণানন কি ভীতিপ্রদ না প্রিয়তর? মাতৃমন্ত্রের বীর সাধকের নিকট করাল-বদনা কালীও তদ্রূপ সুখপ্রসন্ন বদনা বরাভয়ধারিণী দয়াময়ী।

ভগবান্ই সাধকের হিতার্থে বা দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য বহুরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাই জ্ঞানীসাধক—কালী-কৃষ্ণাদিতে ভেদবুদ্ধি পোষণ করেন না। বিশেষতঃ ভেদ-বুদ্ধির সামঞ্জস্য জন্য মহিম্নস্তবে পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

ত্রয়ী (বেদত্রয়), সাংখ্য, যোগ, শৈবমত (তন্ত্রশাস্ত্র), বৈষ্ণব মতাদি প্রথমতঃ পরস্পর প্রভিন্ন পথে প্রস্থান করিয়াছে তাই রুচিভেদ হেতু "এইটি সুপথ," কি "এইটি সুপথ"? বলিয়া মতভেদ ও বিরোধ হয়, কিন্তু হে প্রভো! সরল কুটিল নানাপথে প্রধাবিত নদনদী সমূহের জল যেমন পরিশেষে একমাত্র মহাসাগরে পতিত হয়, তদ্রূপ সাধকগণ রুচি অনুসারে যে পথেই কেন গমন না করুন পরিশেষে একমাত্র অদ্বৈত স্বরূপ তোমাতেই সকলে মিলিত হইবেন অর্থাৎ সকলের গন্তব্য স্থান একমাত্র তুমি। ইহাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত।

"দীপাদ্দীপান্তরমিব" একটি দীপ হইতে অন্য একটি দীপ প্রজ্জলিত হইলে উভয় দীপের মধ্যে যেরূপ কোনরূপ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও প্রত্যেক মূর্ত্তিতে কোনরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। মূলতঃ সমস্ত সাকার মূর্ত্তিই অভেদ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—তন্ত্রে কালী, তারা, শিব প্রভৃতি প্রত্যেক মূর্ত্তিরই একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী, পঞ্চাক্ষরী

ষড়ক্ষরী প্রভৃতি বহুমন্ত্র রহিয়াছে। তন্মধ্যে সাধকের রাশি নক্ষত্র এবং নামাক্ষরানুসারে গুরুদেব, চক্র বিচার করিয়া দীক্ষার্থী শিষ্যকে ষট্চক্র-পরিশোধিত মন্ত্রপ্রদান করেন। ষট্চক্র-সংশুদ্ধ মহামন্ত্রের শক্তি অমোঘ ও অসীম। মন্ত্রগ্রহণ মাত্রই সাধক সিদ্ধত্ব লাভ করে এবং ঐ সিদ্ধমন্ত্র জপ দ্বারা সাধক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের অধিকারী হয়।

সিদ্ধারিচক্র-পরিশোধিত "সুসিদ্ধমন্ত্র" গ্রহণ মাত্রই সাধক সিদ্ধমন্ত্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। সিদ্ধারি-চক্রে চারিপ্রকার মন্ত্রের উল্লেখ আছে যথা—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। এই চতুর্ব্বিধ মন্ত্রমধ্যে অরি-মন্ত্র গ্রহণীয় নহে। অন্য ত্রিবিধ মন্ত্রই গ্রহণীয়। তন্মধ্যে—"সিদ্ধং সিধ্যতি কালেন, সাধ্যস্তু হোমতঃ। সুসিদ্ধং গ্রহণাদেব, রিপুর্মূলং নিকৃন্ততি॥" অর্থাৎ—সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিলে সাধক যথাকালে স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্র জপ হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সাধক সিদ্ধত্ব লাভ করে এবং অরিমন্ত্র গ্রহণ করিলে সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে সিদ্ধ-মন্ত্রের শক্তি ও ষটচক্র-বিচারের বিষয় আলোচনা করিয়া পরে স্থান, কাল, পাত্র গুরুতত্ত্ব এবং দীক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিব।

মন্ত্রশক্তি দ্বারাই সাধকগণ অসাধ্য সাধন ও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হন। এই জন্যই লোকে কোন উৎকট রোগাদি অত্যল্প সময় মধ্যে সহজে আরোগ্য হইলে "মন্ত্র-শক্তির" উপমা দিয়া থাকে। যথা—"মন্ত্র-শক্তির ন্যায় আরোগ্যকর", ইত্যাদি।

মন্ত্রশক্তির উপমা এক্ষণ "তালপুকুর" গ্রামের ন্যায় সংজ্ঞা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোন এক পল্লীগ্রামে বৃহৎ পুষ্করিণীতীরে একটি অত্যুচ্চ তালগাছ ছিল। সেই জন্য ঐ গ্রাম তালপুকুর নামে অভিহিত হইত। এক্ষণ কাল-তরঙ্গে ঐ তালগাছ ও পুকুর কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু পরম্পরাগত পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে লোকে ঐ গ্রামকে এখনও "তালপুকুর" বলে। মন্ত্রশক্তিরও সেই অবস্থা। উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা যথাবিধি প্রয়োগের অভাবে মন্ত্রশক্তির আর সে প্রভাব নাই। আছে কেবল চিরাগত সংস্কারানুসারে মন্ত্রশক্তির উপমা "মন্ত্র-শক্তির ন্যায় ফলপ্রদ"। কথায় কথায় লোকে মন্ত্রশক্তির উপমা দেয় বটে, কিন্তু মন্ত্রশক্তিতে আন্তরিক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই। বরং কেহ মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করিলে "অন্ধবিশ্বাস" বলিয়া উপহসিত হয়। বস্তুত মন্ত্রশক্তি অন্ধ বিশ্বাস নহে। মন্ত্রশক্তির ক্ষমতা অসীম। মারণ, উচ্চাটন বশীকরণ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি, রোগাদি উপশম, ধনলাভ, সৌভাগ্যলাভ, প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ের ত কথাই নাই, মন্ত্রশক্তি বলে সাধক পরম

পদ লাভের অধিকারী হইতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিক্ষার দোষে মন্ত্রশক্তিতে অবিশ্বাস করিতে পারেন বটে, কিন্তু আদিবিদ্বান্ মহর্ষি কপিলদেব যুক্তিদ্বারা নিত্যেশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া থাকিলেও বেদের অপৌরষেয়ত্বে এবং মন্ত্রশক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কপিল, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মনীষিগণ যে মন্ত্রশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, সেই মন্ত্রশক্তিকে "অন্ধবিশ্বাস" বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র কৌশলপূর্ণ অনন্ত গ্রহ নক্ষত্রাদি সমন্বিত বিশাল বিশ্বের নিকট আমরা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রতম কটানুকীট মাত্র। সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় আমরা কি বুঝিব? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি যে বিষয় ধারণা করিতে অক্ষম বা যাহা আমাদের বুদ্ধির অবিষয়, তাহাই আমরা "অন্ধ-বিশ্বাস" বা উপহাসের বিষয় মনে করি। অনেকে আবার প্রত্যক্ষাতিরিক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য স্বীকার করে না; কিন্তু বল দেখি—জগতের কয়টি পদার্থ তোমাদের প্রত্যক্ষ? আবার যাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে করা যায়, তাহাই কি সব অভ্রান্ত? তবে মন্ত্রশক্তিতে অবিশ্বাস কেন? মহাতপা ঋষিগণ অনশনে যোগাসনে বসিয়া যে মহামন্ত্র সাধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতেন; অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন যুক্তিবাদী দার্শনিকগণ যে মন্ত্রশক্তিতে দৃঢ়তর বিশ্বাসী ছিলেন, তাহা কখনও অন্ধবিশ্বাস বা উপহাসের বিষয় নহে। যে মন্ত্রশক্তি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত, আজ সেই মন্ত্রশক্তি

প্রতিপাদনের জন্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি-সম্পন্নকেও যে যুক্তি প্রদর্শন করিতে যাইতে হইবে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, কিন্তু কালানুসারে—যুক্তিবাদীগণের মনস্তুষ্টির জন্য দুই চারিটি যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া উপায় নাই। সেই জন্য মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ
তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।'

যে বর্ণ-সমষ্টির মনন দ্বারা সাধক সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ পান, তাহাই "মন্ত্র" পদবাচ্য।

মন্ত্র জপ তিন প্রকার, মানস, উপাংশু ও বাচিক। এই তিন প্রকার জপের মধ্যে মানস জপকেই মনন বলে। তিন প্রকার জপের মধ্যে মানস জপই শ্রেষ্ঠ। মনন দ্বারা ক্রিয়া সিদ্ধি হয়, ইহা অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু তাহা অবিশ্বাস্য নহে। আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তই মননের ফল। ঘট, পট, অট্টালিকা, যন্ত্রাদি যাহা কেন প্রস্তুত হউক না, তৎসমস্তই মনঃকল্পিত বিষয়ের বহির্ব্বিকাশ মাত্র। নিত্যাবস্থিত আপ্ত-শব্দের (মন্ত্রের) অনুবাদক ধ্বনিও তদ্রূপ মানস জপের বহির্ব্বিকাশ মাত্র। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার অন্তঃকরণেও সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদঙ্কুরস্বরূপ জগচ্চিত্রের সূক্ষ্ম রেখাপাত হইয়াছিল। মনন ভিন্ন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

মন্ত্রশক্তির আলোচনা করিতে হইলে শব্দশক্তি, অধিকারী-ভেদ প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

মন্ত্রসমূহ শব্দময় বা শব্দ-সমষ্টি মাত্র। সুতরাং মন্ত্র-শক্তি ও শব্দ-শক্তি মূলত অভিন্ন। অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষিগণ শব্দসমুদ্র মন্থন করিয়া, যে অসীম-প্রভাব-সম্পন্ন চতুর্ব্বর্গ-সাধক রত্নরাজি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই 'মন্ত্র' সংজ্ঞায় অভিহিত। অতএব অগ্রে শব্দ-শক্তির অলোচনা করিলেই মন্ত্র-শক্তি সম্বন্ধে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিব। মন্ত্র বা শব্দ দুই প্রকার—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দ, অনাদি-নিধন—নিত্য। ঐ বর্ণাত্মক শব্দ দ্বারা বক্তার হৃদ্‌গত ভাব অন্যের জ্ঞানে আহিত করিবার চেষ্টা বিশেষের অভিব্যক্তিই—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কণ্ঠ তালুকাদ্যভিঘাত-জনিত যে ধ্বনি বিশেষ আমরা শ্রবণ করি, তাহা প্রকৃত শব্দ নহে; তাহা নিত্যাবস্থিত বর্ণাত্মক শব্দের অনুবাদ মাত্র। কেহ কেহ শব্দকে উৎপন্ন-প্রধ্বংসী বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। নিত্যাবস্থিত শব্দের সঙ্কেতাত্মক ধ্বনি-বিশেষই উৎপন্ন-প্রধ্বংসী। বস্তুতঃ, শব্দের উৎপত্তিও নাই, ধ্বংসও নাই।

নিত্যাবস্থিত বর্ণাত্মক শব্দ দুই প্রকার,—লৌকিক ও আপ্ত। যে বর্ণাত্মক শব্দ, মনুষ্যগণ কণ্ঠধ্বনিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোহণ করায়, তাহার নাম—"লৌকিক শব্দ।" লৌকিক শব্দ অপ্রমাণ। যাহা অপৌরুষেয়, তাহার নাম "আপ্ত শব্দ।" আপ্ত শব্দ (বেদ ও মন্ত্রাদি) অনাদি-নিধন—নিত্য এবং প্রমাণ-রূপে গণ্য। আপ্ত শব্দ প্রকৃতির সাক্ষাৎ আদেশ। প্রকৃতিতে যে বোধ্য, বোধ ও বোধক—এই তিনটী ভাব স্বতোবিদ্যমান,

তন্মধ্যে বোধক ভাবই আপ্ত শব্দ। যথা "স্বর্গকামো যজেত"—স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগ করিবে। তাৎপর্য্যার্থ এই—স্বর্গ সুখ-বিশেষ, যাগ সৎকার্য্য-বিশেষ, সুখাভিলাষী ব্যক্তি সৎকার্য্য করিবে। আরও স্পষ্টার্থ—সৎকার্য্য করিলে সুখ হয়, ইহাই প্রকৃতির সাক্ষাৎ আদেশ। এই আপ্ত শব্দ (বেদ) মনুষ্য-রচিত নহে। কোন অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষি এই নিত্যাবস্থিত বৈদিক মন্ত্রের প্রকাশক বলিয়া, তিনি এই শ্রুতির ঋষিপদ বাচ্য। সৎকার্য্য করিলে সুখ হয়, অসৎকার্য্য করিলে দুঃখ হয়,—ইহা প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি। সুতরাং আপ্ত শব্দ অপৌরুষেয়; ইহা অন্ধবিশ্বাস নহে। আপ্ত শব্দের অপৌরুষেয়ত্ব ও মন্ত্র-শক্তির প্রবল প্রভাব সম্বন্ধে কপিল, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিক মহর্ষিগণ স্ব স্ব দর্শনে নানারূপ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া যেরূপ চিন্তা-শক্তির ও গভীর গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এস্থলে প্রদান করিব মাত্র।

শব্দের অনুবাদক ধ্বনি বায়ুমণ্ডলে প্রতিহত হইয়া তরঙ্গাকারে দূর দূরান্তরে গমন করে। পরিশেষে বায়বীয় পরমাণুর সহিত অনন্তে মিশিয়া যায়। আবার যেমন হোমিও-প্যাথিক ঔষধের পরমাণু—ব্যথিত অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ক্রিয়া বিকাশ করে, তদ্রূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দও বায়বীয় পরমাণুর সহিত মিলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহায়তায় শ্রোতার স্নায়ু-কেন্দ্র স্পর্শ

করিয়া নানারূপ ক্রিয়া বিকাশ করে। লৌকিক শব্দ যথারীতি উচ্চারিত হইলে, শ্রোতার চিত্তে—হর্ষ, ক্রোধ, কাম, অহঙ্কারাদির ভাব উৎপাদন করিয়া থাকে; এবং ঐ সমস্ত ভাবের উত্তেজনায় স্থূল শরীরে নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কেহ কেহ আপত্তি করিবেন—ইহা শব্দ-শক্তি নহে; শব্দের অর্থবোধ না হইলে হর্ষাদির ভাব প্রকাশ পায় না। এ আপত্তি অসঙ্গত। অর্থ—শব্দের অনুগত; শব্দ দ্বারাই অর্থবোধ হয়। আবার অর্থজ্ঞান না হইলেও কেবল শব্দের উচ্চারণ-শক্তিতেই হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটিয়া থাকে। মনে করুন—আমরা যাহার ভাষা বুঝি না, এমন কেহ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে যদি ক্রন্দন করে,—তবে কি আমাদের হৃদয় সেই ক্রন্দন-ধ্বনিতে করুণার্দ্র হয় না? অধিক কি, একটী মাত্র অর্থহীন "অ" শব্দ তান-লয়-সংযোগে উচ্চারিত হইলে, শ্রোতার হৃদয়-তন্ত্রী তাহার তালে তালে নাচিয়া উঠে। এমন কি তান-লয়-সংযুক্ত শব্দশক্তি দ্বারা শ্রোতা সংজ্ঞাশূন্য পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উৎপন্ন-প্রধ্বংসী লৌকিক শব্দের শক্তিতে যদি এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তবে নিত্যাবস্থিত আপ্ত-শব্দ বা মন্ত্রশক্তি দ্বারা যে কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা আর অধিক বুঝাইতে হইবে না।

কেহ হয় ত বলিতে পারেন, নিরবয়ব শব্দ-শক্তি কি রূপে সাবয়ব পদার্থের দ্বারা ক্রিয়া বিকাশ করিতে পারে? ইহার উত্তর এই,—"ফনোগ্রাফ" (Phonograph) যন্ত্রের নিকট

যে কোনও শব্দ উচ্চারণ করিবে, তাহা বায়ুমণ্ডলে প্রতিহত হইয়া ঐ যন্ত্রের অঙ্গ-বিশেষে তাহার ক্রিয়া বিকাশ করে; অর্থাৎ ফনোগ্রাফের ঘূর্ণায়মান মসৃণ পটে ঐ উচ্চারিত শব্দের প্রতিচিত্র অঙ্কিত হয়। (ক) সুতরাং বুঝিতে হইবে, নিত্যাবস্থিত শব্দ নিরবয়ব হইলেও তাহার অনুবাদক ধ্বনি নিরবয়ব নহে। নিরবয়ব পদার্থের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু ধ্বন্যাত্মক শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। (খ) আবার যখন ইচ্ছা, ফনোগ্রাফ-যন্ত্র পরিচালনা করিলে, ঐ পরিগৃহীত শব্দের অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়। (গ) তদ্রূপ সমস্ত শব্দই বায়ুমণ্ডলে প্রতিহত হইয়া শ্রুতিযন্ত্রের সহায়তায় শ্রোতার মানস-পটে (মস্তিষ্কে) তাহার প্রতিচিত্র অঙ্কিত করে, এবং যে যে শব্দ-শক্তি যে যে ভাবোদ্দীপক, সেই সেই শব্দ-শক্তি মনুষ্যের সেই সেই ভাবোৎপাদক যন্ত্রের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিয়া ঈর্ষা, অমর্ষ, কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষাদি উৎপাদন করে। শব্দ-শক্তির প্রভাব জড়-পদার্থের উপরেও কম আধিপত্য বিস্তার করে না।

কবিতা এবং সঙ্গীত—শব্দের ছন্দানুগত রচনা-পারিপাট্য ও তানলয়াত্মক উচ্চারণ-কৌশল বিশেষ। সুতরাং সঙ্গীত ও কবিতা শব্দ-সমষ্টি মাত্র। ছন্দ এবং তান-লয়-সংযুক্ত স্বরগ্রাম নিত্য এবং জীব-দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। ছন্দ এবং স্বর-গ্রামের সঙ্কেত-বন্ধন মনুষ্যকৃত হইলে, তাহা কখনই মানব হৃদয়ের উপর এতাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে

পারিত না। প্রত্যেক ছন্দ ও তান-লয়-যুক্ত স্বর-সন্ধানের সহিত মানব হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থি যেন পরদায় পরদায় বাঁধা। প্রত্যেক স্বর-ঝঙ্কারে মানব-হৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে; একটু বেসুর বা বেতাল হইলে, অমনি তাহা শ্রুতিকঠোর হয়। প্রত্যেক ছন্দ ও রাগ-রাগিণীর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন এবং তাহাদের শক্তিও মানব-হৃদয়ের উপর বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে। কাব্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশারদগণ ছন্দ রসাদি কাব্যোপকরণের এবং ষড়্‌জ-মধ্যম-ধৈবতাদি স্বরগ্রামযুক্ত রাগরাগিণীর তাল-লয়ের স্রষ্টা নহেন, আবিষ্কর্ত্তা মাত্র। নিত্যাবস্থিত রাগ-রাগিণীর স্বরূপ আলাপনে যদি এক বিন্দু ইতর-বিশেষ হয় বা তাল ভঙ্গ হয়, তবে তাহা নিতান্ত কর্কশ বোধ হইয়া থাকে। সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তির প্রভাব মানব-হৃদয়ের উপর এতই প্রবল যে, বিশুদ্ধ তান-লয়-যুক্ত স্বর-ঝঙ্কারে মানব-চিত্ত তন্ময় হইয়া যায়। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে পশু-পক্ষী এবং বিষধর ভুজঙ্গ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে। ইহা অতিরঞ্জিত বা কবি-কল্পনা নহে।

পশু-পক্ষী আমাদের ভাষা বুঝে না, কিন্তু তান-লয়-যুক্ত শব্দের সহিত জীব-হৃদয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই পিঞ্জরাবদ্ধ বস্ত্রবিমণ্ডিত চিরপরাধীন শ্যামা, দৈয়াল, পাপিয়া, কোকিল প্রভৃতি সুকণ্ঠ পাখীগণ সঙ্গীতের স্বর-ঝঙ্কারে আকুল হইয়া রাত্রিকালেও আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে গায়কের স্বর-লহরীর সহিত কলকণ্ঠ মিলাইয়া কাকলী-লহরীতে শ্রোতার মন মুগ্ধ করে।

জড়পদার্থের উপরেও শব্দ-শক্তির আধিপত্য সাধারণ নহে। প্রসিদ্ধ কিম্বদন্তী আছে, দিল্লীর বাদসাহের দরবারে তানসান্ ও ব্রজবাওরা (বৈজুবাওরা) নামক দুইজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তন্মধ্যে তানসান্‌কে বাদসাহ অধিকতর আদর করিতেন, তুল্য-প্রতিদ্বন্দী ব্রজবাওরার পক্ষে তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজবাওরা গোপনে গোপনে শত্রুতার ভাব পোষণ করিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। একদিন ব্রজবাওরা বাদসাহের নিকট প্রকাশ করিল,—"তানসান্ দীপক-রাগের আলাপনে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে পারেন।" বাদসাহ অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তানসান্‌কে দীপক-রাগ গাইতে আদেশ করিলেন। তানসান্ অতি বিনীত তাবে বাদসাহের নিকট করজোড়ে বলিলেন—"দীপক-রাগ আলাপনে আমার জীবন রক্ষা হইবে না। দীপকের স্বর-ঝঙ্কারে যে অগ্নি উৎপাদিত হইবে, আমি সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হইব।" বাদসাহের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দৃঢ়ভাবে আদেশ করিলেন,—"দীপক-রাগ তোমাকে গাইতেই হইবে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, আমি তাহা নির্ব্বাপণ করিয়া তোমার জীবন রক্ষা করিব।" তানসান্ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—"খোদাবন্দ! এ অগ্নি সাধারণ জলে নির্ব্বাপিত হইবে না। যদি ব্রজবাওরা মেঘ-মল্লার রাগের আলাপনে বারি বর্ষণ করাইতে পারে, তবে অনল নির্ব্বাপিত হইবে।" বাদসাহ সোৎসুক-নয়নে ব্রজবাওরার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্রজবাওরা বলিল,—"আমি যথাসাধ্য মেঘ-মল্লার গাইয়া অনল নির্ব্বাপণের চেষ্টা করিব।" তখন তানসান্ পঞ্চমে স্বর চড়াইয়া দীপক-রাগের আলাপন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উচ্চকণ্ঠের সপ্তস্বর-ঝঙ্কারে অনল জ্বলিয়া উঠিল। ক্রমে অগ্নি তানসানের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তানসান্ কাতর নয়নে ব্রজবাওরাকে মেঘ-মল্লার গাহিতে ইঙ্গীত করিলেন। ব্রজবাওরা গুরু-গম্ভীর স্বরে মেঘ-মল্লার আলাপ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার বিদ্বেষ-কলুষিত চিত্তের কুটিলতায় মেঘ মল্লার পূর্ণাঙ্গ হইল না। মেঘাড়ম্বর হইল, বর্ষণ হইল না। দেখিতে দেখিতে তানসানের দেহ ভস্মে পরিণত হইল। সভাস্থ সকলে হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অধুনা ইহা অবিশ্বাস্য হইলেও "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" জনশ্রুতি একেবারে অমূলক নহে। সুদূর অতীতের ঘটনা বিশ্বাস করা—না করা, শ্রোতার ইচ্ছা। অল্পকাল পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে মওলাবক্স নামে একজন অতি উচ্চশ্রেণীর গায়ক আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর-মূর্চ্ছনায় "ফুলের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিত।" এ ঘটনা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন।

প্রত্যেক মন্ত্র—বর্ণ, ছন্দ এবং তান-লয়-যুক্ত উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরসংযোগে উচ্চারিত বা গীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অধুনা তাহা কেবল বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া

থাকিলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আজিও বৈদিক-মন্ত্রাদি ছন্দ এবং উদাত্তাদি স্বর-সংযোগে উচ্চারিত হয়। আমরা কেবল দুর্গোৎসবের মহাস্নান মন্ত্রে "হিন্দোল-রাগেন মৃদঙ্গ-বাদ্যেন" ইত্যাদি পাঠ করিয়া "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা" দ্বারা সমস্ত অভাব পূরণ করিয়া থাকি এবং একদিন যে রাগ-রাগিনী সংযোগে ও বাদ্যযন্ত্রের তালে মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইত, তাহা প্রমাণিত করি।

প্রত্যেক একাক্ষরী বীজ মন্ত্রও ছন্দ এবং উদাত্তাদি স্বর-সংযোগে উচ্চারিত হয়। প্রণব মন্ত্রের গায়ত্রী চ্ছন্দ, যথা,—

"প্রণবের ব্রহ্মঋষি. গায়ত্রীচ্ছন্দ" এইরূপে প্রত্যেক মন্ত্র—ছন্দ ও উদাত্তাদি স্বর-সংযোগে উচ্চারণের বিধান আছে। বিস্তৃতি ভয়ে তাহার আলোচনা না করিয়া, এস্থলে কেবল প্রণব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"অ-উ-ম" এই তিনটী বর্ণের সংযোগে প্রণব মহামন্ত্রের বিকাশ। এই প্রণব মন্ত্র ঈশ্বরের বাচক। যথা "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। (পাতঞ্জল সূত্র)

প্রণবের আদি বর্ণ "অ"। অ-কারের নানা অর্থ। এ স্থলে অ-কার অর্থে ব্রহ্মা, অ কার সত্ত্বগুণাত্মক পৃথিবী ও ঋগ্বেদ স্বরূপ, অ-কার হইতে সৃষ্টি হয়। "উকার" অর্থে বিষ্ণু, উ-কার রজোগুণাত্মক, অন্তরীক্ষ ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ, উ-কার হইতে পালন হয়। "ম" কার অর্থে রুদ্র, তমো-গুণাত্মক, স্বর্গ ও সামবেদ স্বরূপ; ম-কার হইতে সংহার

হয়। নাদ সংজ্ঞক লুপ্ত ম-কার অর্দ্ধমাত্রা; ইহার অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ঈশ্বর। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ স্বরূপ প্রণবেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

প্রণবের প্রথম বর্ণ অ-কার—কণ্ঠ্যবর্ণ এবং সকল বর্ণের আদি। ইহা কল্পনা-সম্ভূত নহে, মানব-শিশুর শব্দোচ্চারণের প্রথম চেষ্টাই "অ···অ।" স্বর-যন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া কণ্ঠের নিম্নতম প্রদেশ হইতে "অ" শব্দ প্রথম উদ্গত হয়। এইজন্য ইহাকে কণ্ঠ্য এবং আদিবর্ণ কহে। প্রণবের শেষ বর্ণ "ম কার।" ম-কার ওষ্ঠ্যবর্ণ। অকারাদি বর্ণ—কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত এবং ওষ্ঠ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় বলিয়া অকারাদি বর্ণকে যথাক্রমে কণ্ঠ্য তালব্য, মূর্দ্ধণ্য, দন্ত্য এবং ওষ্ঠ্য বর্ণ কহে। মকার—ওষ্ঠ্য-বর্ণের শেষ বর্ণ। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, প্রণবের এই আদ্যন্ত্যবর্ণ-মধ্যে সমস্ত বর্ণ প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য নানা বর্ণাত্মক ও তাল-লয়-যুক্ত নানা শব্দের একত্র উচ্চারণের পরিণাম—"প্রণব।" বহু বাদ্য-যন্ত্রের স্বরসমষ্টিও প্রণবে পর্য্যবসিত হয়। একটী "তানপুরা" সুর মিল করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহাতে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া দেখ, তাহা হইতে সুমধুর "অ-উ-ম"—"অ উ-ম" ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। নয়ন মুদ্রিত করিয়া ক্রমে অঙ্গুলি-চালনা করিতে থাক, দেখিবে—"অ উ ম" ধ্বনি প্রণবে পর্য্যবসিত হইয়া প্রণবের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রপূরিত হইতেছে। তখন ধ্যান নিমিলিত নেত্রে তন্ময় হইলে মনে হইবে, জল স্থল অন্তরীক্ষ সমস্ত প্রণব-ধ্বনিতে মুখরিত—জগৎ "প্রণবময়।"

নানা ভাষাভাষী নানা দিগ্দেশীয় জন-কোলাহল পূর্ণ কোনও বৃহৎ হাটের দূরে থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে ঐ দূরাগত শব্দ শুনিলে বোধ হইবে, অবিরত "অ-উ-ম" "অ-উ-ম" ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। সুতরাং যেমন বহু জীবগত জ্ঞানের সমষ্টি পরমাত্মা তদ্রূপ নিখিল শব্দের একীভূত ভাব প্রণব।

সত্ত্ব-রজ-স্তম এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব প্রলয়কালে অব্যক্তাবস্থায় প্রকৃতিতে লীন ছিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমপুরুষ পরমেশ্বর "প্রণব" ধ্বনি করিয়া ছিলেন। ঐ প্রণব শব্দ অনাহত মহাচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া প্রকৃতির সাম্য ভঙ্গ করে। প্রকৃতির বৈষম্য হইতেই সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রকৃতির প্রথম উন্মেষে যে তত্ত্ব স্ফুরিত হইয়াছিল. তাহার নাম "মহৎ।" এই মহত্তত্ত্বই শাস্ত্রান্তরের ব্রহ্মা। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রণব ধ্বনি হইয়াছিল তাহাই "শব্দব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত। মতান্তরে পরমাণু-সাগর তরঙ্গায়িত করিবার জন্য একটী স্পন্দন-ক্রিয়ার প্রয়োজন; শব্দই সেই স্পন্দন-ক্রিয়ার নিমিত্ত কারণ, এবং সেই শব্দই "প্রণব"। ভূত-সৃষ্টির পূর্ব্বে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি; তন্মধ্যে আকাশ-তন্মাত্রই সর্ব্বাদি, আকাশ শব্দ-গুণাত্মক। সুতরাং বুঝিতে হইবে—শব্দই জগতের আদি কারণ। যখন বায়ু, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি কিছুই ছিলনা, তখন ছিল—কেবল অনাদি শব্দব্রহ্মরূপ "প্রণব।" প্রণবের অ-উ-ম. এই তিন বর্ণের মধ্যে আদি বর্ণ অকারের উচ্চারণ—অষ্টাদশ প্রকার;—হ্রস্ব,

দীর্ঘ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ, প্লুত, হ্রস্ব উদাত্ত, হ্রস্ব অনুদাত্ত, হ্রস্ব স্বরিৎ, হ্রস্ব প্লুত, দীর্ঘ উদাত্ত, দীর্ঘ অনুদাত্ত, দীর্ঘ-স্বরিৎ, দীর্ঘ প্লুত। ইহা আবার সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক। কিন্তু আমরা অ-কারের উচ্চারণ একরূপ বৈ জানি না।

যথাবিধি প্রণব জপ—যোগ সাধনের প্রধান উপায়। এ স্থলে যোগসাধনের একটী নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। যোগীগণ বলেন, মনের একাগ্রতা সাধন করিতে হইলে প্রথমে একেবারে সমস্ত প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া প্রণবের আদ্য অক্ষর "অ-কার" জপ করিতে হইবে, অর্থাৎ পদ্মাসন-বন্ধন পূর্ব্বক উন্নত অথচ সরলভাবে বসিয়া মস্তক সম্মুখে বক্র করিবে এবং বক্ষের উপর চিবুক সংলগ্ন করিয়া কণ্ঠের নিম্নস্থান হইতে প্লুত-অনুদাত্ত স্বরে "অ-কার" উচ্চারণ করিতে থাকিবে; এবং তরঙ্গের ন্যায় গ্রীবা বক্র করিয়া অল্পে অল্পে সুর ঊর্দ্ধে তুলিবে ও প্লুত-উদাত্ত স্বরে অ-কার উচ্চারণ করিবে। পরিশেষে ক্রমশঃ সুর নামাইয়া প্লুত-স্বরিৎ স্বরে অ-কার উচ্চারণ করিতে থাকিবে। এইরূপে নীচ-সুরের অ-কার হইতে অল্পে অল্পে সুর উপরে তুলিলে আপনা হইতেই "উ" উচ্চারিত হইয়া থাকে। পরে উপর হইতে সুর নামাইবার সময় স্বর পতন-কালে অনুনাসিক অ-কার আপনি উচ্চারিত হয়। যাঁহারা যোগীদিগের মুখে প্রণব-গীতি শুনিয়াছেন তাঁহারাই ঐ সুর-সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ প্রণব-সাধনের ফলে সাধকের মন একাগ্র হয়, অন্তরস্থ

বায়ু-পিত্ত ও শুক্র-শোণিত শোধিত হইয়া সাধক দীর্ঘজীবন লাভ করেন এবং সমাধির পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া পড়েন। একাগ্রতাই মুক্তির বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের প্রধান সাধক।

পুরাতন যোগ-শাস্ত্রের কথা লিখিলাম, বলিয়া হয় তো অনেক উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু এখন আর হাসিবার দিন নাই। পূর্ব্বে যে সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি এ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, এক্ষণে আবার তাঁহারাই ইহার তত্ত্বোদ্‌ঘাটনের জন্য ভাবিতে বসিয়াছেন। বৈদেশিক পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার পর্য্যন্ত এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনিও প্রণবের [illegible]খ্যা লিখিয়া গিয়াছেন—"...(প্রণব) জপ করিয়া দেখ প্রথমে ইহা অসার বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। যথানিয়মে পুনঃ পুনঃ...(প্রণব) উচ্চারণ করিলে, মনের একাগ্রতা সাধিত [illegible] ব্রহ্মরূপ মহা-কেন্দ্রে চিত্ত সন্নিবেশিত হয়।"

মনন দ্বারা অন্তঃকরণে নানা ভাবের উদয় হয়। ভাবের আবির্ভাবে ভাবানুরূপ হর্ষ অমর্ষ কাম ক্রোধ প্রভৃতি নানা ভাবের বহির্ব্বিকাশ মানবদেহে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং মনন[illegible]া যে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া বিকাশ হইবে, ইহা অসম্ভব বা [illegible]শ্য নহে।

প্রণবের ন্যায় দক্ষিণা কালিকাদি দেবতার মহাশক্তিশালী একাক্ষরী মন্ত্র সমূহেরও ঋষি, ছন্দ এবং তাল-লয়-স্বর সংযোগে

উচ্চারণের পদ্ধতি আছে। যথা—"অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষি-রুষ্ণিকচ্ছন্দঃ শ্রীমদ্দক্ষিণাকালী দেবতা" ইত্যাদি।—দক্ষিণা কালিকার বীজমন্ত্রের ভৈরব ঋষি (প্রকাশক মহাকাল ভৈরব), উষ্ণিক ছন্দ, দক্ষিণাকালী দেবতা। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন—একাক্ষরে আবার ছন্দ কি? কিন্তু সে ধারণা ভ্রমাত্মক, একটী অ-শব্দ উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ, প্লুতাদি স্বর—সংযোগে উচ্চারিত হইতে থাকিলে তাহাতেই ছন্দের বিকাশ হয়।

প্রত্যেক একাক্ষরী মন্ত্রেও তত্তৎ দেবতার স্বরূপ, শক্তি ইত্যাদি নিহিত আছে। মন্ত্রার্থ-পরিজ্ঞান ভিন্ন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অন্যান্য মন্ত্র অপেক্ষা বীজমন্ত্রের শক্তি অধিক, বীজমন্ত্র-মধ্যেও আবার একাক্ষরী মন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী। প্রত্যেক পদার্থের বীজে যেমন তজ্জাতীয় অনন্তত্ব সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, তদ্রূপ বীজমন্ত্রেও নিখিল-শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব অবস্থিত আছে। বহুশাখা-সমন্বিত বেদরূপ বৃক্ষের মূল গায়ত্রী, প্রণব তাহার বীজ। অর্থাৎ বেদ-তত্ত্বের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী মন্ত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। আবার একাক্ষরী বীজ প্রণব মন্ত্র—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতিপাদক। বৃহৎ পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রীভূত হইলে তাহার শক্তি বৃদ্ধি হয়; যেমন সূর্য্যালোকের তৈজস-পরমাণু কাচ-খণ্ডের সহায়তায় কেন্দ্রীভূত হইলে তদ্দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা যায়। কেন্দ্রীভূত

ঐশী শক্তি-রূপ বীজমন্ত্রের শক্তিও তদ্রূপ প্রখর। একাক্ষরী বীজমন্ত্রের শক্তিতে সাধক ব্রহ্মরূপ মহালক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হন। ইহার দৃষ্টান্ত মণ্ডুকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

প্রণবই ধনু, আত্মাই শর, ব্রহ্মই তাহার লক্ষ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিই সেই ব্রহ্মরূপ মহান্ লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ। অপ্রমত্তচিত্তে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়া শরবৎ লব্ধপ্রবিষ্ট আত্মা তন্ময় (ব্রহ্মময়) হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মন্ত্রার্থ-পরিজ্ঞান ও মন্ত্র-চৈতন্যের অভাবে মন্ত্র জপ দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যেরূপ প্রণব মন্ত্রের অর্থ কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রেরই অর্থ আছে। প্রত্যেক দেবতার প্রত্যেক মন্ত্রই তত্তৎ দেবতার গুণ ও স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছে। সমস্ত মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলে তদ্দ্বারাই একখানি বৃহৎ গ্রন্থ পূর্ণ হইতে পারে। তজ্জন্য দুই একটী একাক্ষরী মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিতেছি।—আদ্যা মহাবিদ্যা দক্ষিণা কালীকার একাক্ষরী মহামন্ত্রের অর্থ। যথা—

"ধর্ম্মার্থদঃ ক-কারস্য সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ।
ব্রহ্মরূপো ম-কারস্য সগুণো নির্গুণস্য সঃ।
তেজঃপুঞ্জো র-কারস্য ব্রহ্মহত্যাদি নাশকঃ।

দুর্গারূপা ঈ-কারস্থ চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদাঃ।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপিণী।"

(কুব্জিকাতন্ত্র।)

ক-কার ধর্ম্ম ও অর্থ দান করেন এবং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। মকার (ং) ব্রহ্মস্বরূপ সগুণ এবং নির্গুণ। র-কার তেজ-পুঞ্জ ব্রহ্মহত্যাদি-পাপ নাশক। দুর্গারূপা দীর্ঘ ঈ-কার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদায়িনী। এই বর্ণ চতুষ্টয় সংযুক্ত একাক্ষরী, কালীরূপা মহাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপিণী। স্থূলার্থে মহামন্ত্র গুণময়ী এবং গুণাতীতা ব্রহ্ম-স্বরূপিণী, তেজোময়ী ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশিনী। দুর্গারূপা কালিকাদেবী চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করেন। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপা মহাবিদ্যা কালী সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপিণী।

"হ-কারো যোগনিদ্রা চ হ-কারঃ পরমো বিভুঃ।
ঈ-কারঃ কামদা মায়া রেফঃ পরশিবো মতঃ।
রেফশ্চৈব মহাদেবি নাদবিন্দু-বিভূষিতঃ।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী।"

(কুব্জিকাতন্ত্র।)

হ-কার যোগনিদ্রা স্বরূপা এবং পরম বিভু স্বরূপ। ঈ-কার কামনা ফল প্রদায়িনী মহামায়া। রেফ পরম মঙ্গলময় শিবস্বরূপ, মহানাদবিন্দু বিভূষিত (ঁ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত) একাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপা। এই বীজের নাম মায়াবীজ, ভুবনেশ্বরী

দেবীর এই মায়াবীজ সর্ব্বসিদ্ধিদা মহাশক্তি সম্পন্না। এই বীজের শক্তিতে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক দেবতার বহুসংখ্যক মন্ত্র আছে; তন্মধ্যে রাশি, নক্ষত্র ও নামাক্ষরের সহিত চক্র বিচার করিয়া ষট্‌চক্র-পরিশোধিত মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়।

একটি রোগের দশটী ঔষধ আছে; রোগীর আকৃতি প্রকৃতি ও ধাতুগত পার্থক্যানুসারে যেমন এক এক রোগীর পক্ষে এক একটী ঔষধ ফলপ্রদ হয়, তদ্রূপ দীক্ষার্থীর ধাতু প্রকৃতি ভেদে এক এক মন্ত্র—এক এক ব্যক্তির পক্ষে ফলপ্রদ হয়। জন্মরাশি, নক্ষত্র, লগ্নাদি দ্বারাই মানবের ধাতু, প্রকৃতি, আকৃতি প্রভৃতি গঠিত হইয়া থাকে। জ্যোতিস্তত্ত্বের সহিত মানবের আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতির কিরূপ অভিন্ন সম্বন্ধ তাহা বিস্তারিত লিখিতে হইল গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃহৎ হইবে. অথচ. নীরস বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে, বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান ও উদয়াস্ত গতিবিধির সহিত কেবল মানব-দেহাদির কেন সমস্ত দৃশ্যমান জগতের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একটী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা একটী পত্রচ্যুতিও গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতির সহিত দৃঢ় সম্বন্ধে নিবদ্ধ। সূর্য্যের গতির প্রতি মুহূর্ত্তে মানবের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তে মানবদেহে বায়ু-পিত্ত-কফের আবির্ভাব যথানিয়মে

ঘটিতেছে। এবং ঐ পরিবর্ত্তনের সহিত মানবের মানসিক ক্রিয়ারও পরিবর্ত্তন হয়। যোগশাস্ত্রান্তর্গত স্বরোদয়শাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মানব-দেহে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে যে প্রধান নাড়ীত্রয় আছে, তন্মধ্যে বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর অবস্থান। ইড়া নাড়ীর সময়ে বাম নাসাতে, পিঙ্গলার সময়ে দক্ষিণ নাসাতে এবং সুষুম্নার সময়ে উভয় নাসাতে শ্বাস প্রবাহিত হয়। বাম, দক্ষিণ ও উভয় নাসাতে শ্বাস প্রবাহের সময় আবার ভূমি, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ, এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। তৎকালে যথানিয়মে নাসিকার অধঃ, ঊর্দ্ধ, উভয় পার্শ্ব ও মধ্যস্থল দিয়া শ্বাস-বায়ুর গতি লক্ষিত হয়। ঐ গতি অনুসারেই তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। তৎসঙ্গে মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। যথা,—বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে যদি কেহ ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে,—"তুমি একটি বর্ণের নাম কর"—তখন উত্তর দাতা "নীল বর্ণ" বলিবে। অর্থাৎ বায়ুতত্ত্বের বর্ণ "নীল।" তবে চেষ্টা করিয়া বলিলে উত্তরদাতা শ্বেত, রক্ত, পীতাদিও বলিতে পারে, কিন্তু প্রশ্নমাত্র উত্তর প্রদান করিলে সে নীলবর্ণই বলিবে। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি-বিধির সহিত বিশ্বের গতি-বিধি এক সূত্রে গ্রথিত। তজ্জন্য আমরা জ্যোতিস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি পদক্ষেপও করিতে সমর্থ নই। জড় পদার্থও ঐ নিয়মের অধীন। বক-পুষ্পাদি অনেক বৃক্ষের পত্র

সূর্য্যোদয়ের সময় বিকসিত হয়, আবার সূর্য্যাস্তের সময় মুদিত হয়। ঋতু-ভেদে পত্র-পুষ্প-ফলাদির উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসাদিও জ্যোতিশ্চক্রের নিয়মাধীন; সুতরাং বুঝিতে হইবে, জগতের সমস্ত ক্রিয়াই বিধি-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাশি-নক্ষত্রাদির গতির সহিত দৃঢ় নিয়মে নিবদ্ধ। তজ্জন্য যেমন বিবাহাদি কার্য্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে গণ, যোটকাদি মিল করিয়া দেখিতে হয়, তদ্রূপ দীক্ষাগ্রহণ কালেও রাশি-নক্ষত্রাদি ষট্‌চক্র দ্বারা—দের মন্ত্র পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

জন্মরাশি, নক্ষত্র, তিথি, লগ্ন ও গ্রহাদির সংস্থান অনুসারে যেরূপ জীবদেহ গঠিত হয়, তদ্রূপ দয়া, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভাদি হৃদয়ের বৃত্তি নিচয়ও জন্ম-নক্ষত্রাদির অনুগত। সেইজন্যই জীবের রুচিগত পার্থক্য; সুতরাং বুঝিতে হইবে, বিভিন্নরূপ ধাতু, প্রকৃতি ও রুচি-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে নানা বর্ণময় মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া একরূপ হইতে পারে না। অতএব দীক্ষার্থীর পক্ষে মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বে উপযুক্ত গুরুদ্বারা রাশি, নক্ষত্র ও নামাক্ষরের সহিত তন্ত্রোক্তবিধানে রাশ্যাদি ষট্‌চক্রের বিচার আবশ্যক।

তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের নাম,—রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, কুলাকুল-চক্র, সিদ্ধারিচক্র, ঋণীধনীচক্র, অকড়মচক্র। রাশিচক্র—মানবের জন্মরাশি যেমন বিভিন্ন, মন্ত্রবর্ণেরও রাশি তদ্রূপ বিভিন্ন। যথা,—"অ, আ, ই, ঈ ভবেন্মেষঃ"—ইত্যাদি। অ, আ, ই, ঈ—এই চারিবর্ণের মেষরাশি। দীক্ষার্থীর জন্মরাশির

সহিত রাশিচক্রের লিখিত মন্ত্ররাশির বিচার করিয়া যে মন্ত্র শুদ্ধ হয়, সেই মন্ত্র প্রদান করিবে। রাশিচক্রের গণনা যথা,—"স্বরাশের্মন্ত্র-রাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।" দীক্ষার্থীর নিজ জন্ম-রাশি হইতে মন্ত্রের রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিতে হয়।

"লগ্নং ধনং ভ্রাতৃ-বন্ধু-পুত্র-শত্রু-কলত্রকাঃ।
মরণং ধর্ম্ম-কর্ম্মৌ চ ব্যয়া দ্বাদশ-রাশয়ঃ॥"

জন্মরাশির প্রথম দ্বিতীয়াদি ক্রমে দ্বাদশ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া ফল নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"নামানুরূপমেতেষাং শুভাশুভ-ফলং লভেৎ।"

লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মরণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়, এই দ্বাদশটী সংজ্ঞার নামানুরূপ শুভ ও অশুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ,—এই তিনটী স্থান অশুভ এবং অবশিষ্ট শুভ।

নক্ষত্র-চক্র—প্রত্যেক শ্রেণীতে নয়টী করিয়া তিন শ্রেণীতে মোট ২৭টী কোষ্ঠ (ঘর) অঙ্কিত করিতে হইবে। প্রথম কোষ্ঠ হইতে শেষ কোষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কোষ্ঠে অশ্বিন্যাদিক্রমে রেবতী পর্য্যন্ত সপ্ত-বিংশতি নক্ষত্রের নাম লিখিতে হইবে। এবং এই সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, চক্রের বিহিত নিয়মানুসারে দেব, মানুষ ও রাক্ষস এই তিন শ্রেণীর "গণ" রূপে বিভক্ত হইবে। যথা, দেবগণ, মানুষগণ ও রাক্ষসগণ। তৎপর প্রত্যেক ঘরে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ—এইরূপে নক্ষত্র চক্রের নিয়মানুসারে স্বর ও ব্যঞ্জন সমস্তবর্ণ লিখিয়া দীক্ষার্থীর

জন্ম-নক্ষত্রের সহিত মন্ত্রবর্ণের প্রথম অক্ষর যে ঘরে পতিত হইয়াছে, সেই ঘরের লিখিত নক্ষত্রের যথানিয়মে বিচার করিতে হইবে।—

"জন্ম সম্পৎবিপৎ ক্ষেমঃ প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ।"

দীক্ষার্থীর জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র-নক্ষত্র পর্য্যন্ত জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র, পরম-মিত্র এই নিয়মে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি জন্ম নক্ষত্র হইতে মন্ত্র-নক্ষত্র প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম কিম্বা সপ্তম হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিবে। অবশিষ্ট ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বিতীয় চতুর্থ কিম্বা নবম হইলে নক্ষত্র-চক্রে মন্ত্র শুদ্ধ হইবে।

তৎপর দীক্ষার্থীর জন্ম-নক্ষত্র যে ঘরে পতিত হইয়াছে, ঐ ঘরের লিখিত "গণ" সহ মন্ত্রের প্রথম বর্ণ যে ঘরে আছে, ঐ ঘরের "গণ" মিলাইয়া যদি স্বজাতি হয়, তবে উত্তম, ভিন্ন জাতি হইলে মধ্যম এবং রাক্ষসগণের সহিত মানুষগণ হইলে মৃত্যু ও দেবগণের সহিত রাক্ষসগণের বৈরিতা সংঘটিত হয়। যথা,—

"স্বজাতৌ পরমা প্রীতির্মধ্যমা ভিন্নজাতিষু।
রক্ষ-মানুষয়োর্নাশো বৈরং দানব-দেবয়োঃ॥"

এইরূপে গণনা করিয়া দীক্ষার্থী ও মন্ত্রবর্ণের "গণ" মিল এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নক্ষত্রশুদ্ধ হইলে, নক্ষত্র-চক্রে পরিশুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্বরাশি ও স্বজন্ম-নক্ষত্র অপরিজ্ঞাত

থাকিলে, দীক্ষার্থীর নামের আদ্যক্ষর গ্রহণ করিয়া রাশিচক্র ও ও নক্ষত্র চক্র বিচার করিবে। যথা,—"স্বরাশিশ্চ নক্ষত্রা- জ্ঞানে স্বনামাদ্যক্ষর-সম্বন্ধি রাশি নক্ষত্রাদেব গণনীয়ং।"

কুলাকুলচক্র।—ছয়টী রেখাপাত করিয়া পাঁচটী ঘর অঙ্কিত করিবে। ঐ পাঁচ ঘরের উপরিভাগে, বায়ু, অগ্নি, ভূ, জল ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব লিখিয়া প্রত্যেক তত্ত্বের ঘরে যথাক্রমে পঞ্চাশৎ বর্ণ—দশ দশটী নিয়মে, লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যথা,—নিবন্ধে।—

"বায়্বগ্নি-ভূ-জলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ।
পঞ্চহ্রস্বাঃ পঞ্চদীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধিসম্ভবাঃ।
কাদয়ঃ পঞ্চ শ ষ ক্ষ ল স হান্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

বায়ু, অগ্নি, ভূ, জল, আকাশ,—এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশৎ বর্ণ যথাক্রমে পাঁচটী হ্রস্ব স্বর, পাঁচটী দীর্ঘস্বর, চারিটী সন্ধ্যক্ষর (এ ঐ ও ঔ) এবং অনুস্বার, তৎপর ককারাদি হকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ পঞ্চতত্ত্বের ঘরে লিপিবদ্ধ করিবে।

সাধকের নামের আদ্যক্ষর এবং মন্ত্রের আদ্যক্ষর দ্বারা কুলাকুল বিচার করিতে হইবে। যথা,—

"সাধকস্যাক্ষরং পূর্ব্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরং।
যদ্যেকভূত-দৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হিতং॥
ভৌমস্য বারুণং মিত্রং আগ্নেয়স্যাপি মারুতং।
মারুতং পার্থিবানাঞ্চ আগ্নেয়ঞ্চাম্ভসো রিপুঃ॥

এক কোষ্ঠস্থিত বর্ণ-সমূহকে একভূত বা একদৈবত বলে। মন্ত্রের আদ্যক্ষর ও সাধকের নামের আদ্যক্ষর যদি এক কোষ্ঠস্থিত (এক দৈবত) হয়, তবে স্বকুলহিত অর্থাৎ সাধকের অনুকূল বলিয়া জানিবে। যদি মন্ত্রাদ্যক্ষর ও সাধকের নামাদ্যক্ষর একদৈবত না হয়; তবে উক্ত বর্ণদ্বয়ে পরস্পর মিত্রতা থাকিলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু রিপুকোষ্ঠস্থিত মন্ত্র কখনও গ্রহণ করিবে না। বারুণ-বর্ণ, ভৌম বর্ণের মিত্র; মারুত-বর্ণ, আগ্নেয়-বর্ণের মিত্র। মারুত-বর্ণ, ভৌম-বর্ণের এবং আগ্নেয় বর্ণ, জলবর্ণের রিপু। আকাশ-বর্ণ, সর্ব্ববর্ণের মিত্র বলিয়া জানিবে। যথা,—রামচন্দ্র নামের আদ্যক্ষর 'র' আগ্নেয়-কোষ্ঠস্থিত কোন বীজ-মন্ত্রের আদ্যক্ষর "ক," মারুত-কোষ্ঠস্থিত; সুতরাং পরস্পর "এক ভূত" বা একদৈবত না হইলেও বায়ুর সহিত অগ্নির মিত্রতা হেতু রামচন্দ্র নামক দীক্ষার্থীর পক্ষে ঐ মন্ত্র শুদ্ধ।

ঋণীধনী-চক্র।

ক্রমে দ্বাদশটী রেখা অঙ্কিত করিয়া সপ্ত রেখা দ্বারা বিভাগ করিলে ছয়টি কোষ্ঠ সমন্বিত ঋণীধনী নামক চক্র অঙ্কিত হইবে। ঐ চক্রের উপরিভাগের একাদশ কোষ্ঠে ক্রমে—

"ষট্‌কালকালবিয়দগ্নিসমুদ্রবেদ্
খাকাশশূন্যদহনাং খলু সাধ্যবর্ণাঃ।"

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩

এই একাদশটী সংখ্যাবাচক অঙ্কপাত করিবে। ঐ অঙ্কের নিম্নলিখিত কোষ্ঠস্থিত বর্ণগুলি সাধ্যবর্ণ (মন্ত্রবর্ণ)। এবং সর্ব্বনিম্ন একাদশ কোষ্ঠে ক্রমে—

"যুগদ্বিপঞ্চবিয়দম্বরযুক্‌শশাঙ্ক
ব্যোমাব্ধি-বেদ-শশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ।"

২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

একাদশটী সংখ্যাবাচক অঙ্কপাত করিবে। ঐ অঙ্কের উপরিস্থ কোষ্ঠসমূহে যে সমস্ত বর্ণ লিখিত হয়; তাহাই সাধকার্ণ অর্থাৎ দীক্ষার্থীর বর্ণ।

মন্ত্রবর্ণগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিবে, এবং দীক্ষার্থীর নামের অক্ষরগুলিও স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়া মন্ত্রবর্ণগুলির পার্শ্বে উপরিস্থিত সংখ্যাবাচক অঙ্ক লিখিবে এবং দীক্ষার্থীর নামের অক্ষরগুলির পার্শ্বে নিম্ন-কোষ্ঠস্থিত সংখ্যাবাচক অঙ্কগুলি যথানিয়মে লিখিবে। তৎপর উভয় অঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন যোগ দিয়া ৮ দ্বারা ভাগ করিবে; ভাগ করার পর দেখিতে হইবে, মন্ত্রবর্ণ যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা অধিক কি দীক্ষার্থীর অবশিষ্ট বর্ণ অধিক। যদি মন্ত্রবর্ণ "ঋণী" অর্থাৎ অধিক হয়, তবে সেই

মন্ত্র শুদ্ধ বলিয়া জানিবে; আর যদি দীক্ষার্থীর নামের অবশিষ্ট বর্ণ অধিক হয়, তবে অশুদ্ধ বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবে না। যদি মন্ত্রবর্ণ ও দীক্ষার্থীর বর্ণ তুল্যসংখ্যক হয়, তবে তাহাও গ্রহণীয়; কিন্তু অবশিষ্ট কিছুই না থাকিলে তন্মন্ত্র গ্রহণে সাধকের মৃত্যু হয়। অতএব তাহা গ্রহণীয় নহে। যথা,—

"সাধ্যবর্ণান্ স্বরব্যঞ্জন ভেদেন পৃথক্ কৃতান্ ষট্
কালাঙ্কৈর্গুণিতান্ কৃত্বা, তথা সাধক নামাক্ষরান্
স্বরব্যঞ্জনরূপেণ পৃথক্ কৃতান্ যুগ্মাদ্যৈরঙ্কৈ
গুণিতান্ কৃত্বা, অষ্টসংখ্যাভির্হৃত্বোভয়োঃ
সাধ্য-সাধকয়োর্যদধিকং তদৃণং যন্ন্যূনং, তদ্ধনং।"

এই ভাবে ঋণী ধনী স্থির করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিবে। যথা,—তন্ত্রান্তরে—

"মন্ত্রংবহ্বধিকাঙ্কং স্যাৎ তদামন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
সমেঽপি চ জপেন্মন্ত্রং ন জপেত্তু ঋণাধিকে।
শূন্যে মৃত্যুং বিজানীয়াত্তস্মাচ্ছূন্যং বিবর্জ্জয়েৎ।"

ঋণীধনী চক্রের গণনা সম্বন্ধে তন্ত্রান্তরে আরও অনেকগুলি নিয়ম আছে। তাহাদের ফল প্রায় একরূপ বলিয়া বিস্তৃতি ভয়ে ঐ গণনার নিয়ম উদ্ধৃত করা হইল না।

"অ ক থ হ" বা সিদ্ধারি-চক্র।—

কল্পদ্রুমে,—যথা,—

"পূর্ব্বপরায়তং কৃত্বা পঞ্চসূত্রং প্রকল্পয়েৎ।
তথৈব দক্ষিণে দিব্য-ক্রমেণ পঞ্চসূত্রকং।

যথা ষোড়শ কোষ্ঠানি সম্পদ্যন্তে তথা লিখেৎ।"

পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বভাবে পাঁচটী রেখা অঙ্কন করিয়া, উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান পাঁচটী রেখা দ্বারা ষোড়শ কোষ্ঠ সমন্বিত একটী ক্ষেত্র (চক্র) সম্পাদন করিবে (বিশ্বসারে)—যথা,—

"দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ সুধীঃ।
যেনৈব লিখনং কুর্য্যাৎ তেনৈব গণনং স্মৃতং॥"

দক্ষিণাবর্ত্তে অকারাদি হকারান্তবর্ণসমূহ ষোড়শ কোষ্ঠে লিখিতে হইবে এবং যে নিয়মে লিখিত হইবে, সেই নিয়মে গণনা করিতে হইবে।

"নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং।
চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতিকোষ্ঠচতুষ্টয়ং॥
পুনঃ কোষ্ঠগ-কোষ্ঠেষু মধ্যতো নাম্ন আদিতঃ।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারিঃ ক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ॥"

দীক্ষার্থীর নামের আদ্যক্ষর যে কোষ্ঠে থাকে, সেই কোষ্ঠ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে "সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি,—" এই নিয়মে গণনা আরম্ভ করিয়া, মন্ত্রের আদ্যক্ষর যে কোষ্ঠে আছে, ঐ কোষ্ঠ পর্য্যন্ত গণনা করিতে হইবে। ষোড়শ কোষ্ঠের চারি কোষ্ঠকে এক কোষ্ঠ মনে করিয়া প্রথম গণনা করিবে। যদি কোষ্ঠগত চারি কোষ্ঠ মধ্যে সাধকের নামাদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদ্যক্ষর থাকে, তবে তাহাতেও দক্ষিণাবর্ত্তে "সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ. অরি,"—এইরূপে গণনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিবে।

পূর্ব্বেই প্রসঙ্গাধীন উক্ত হইয়াছে, সিদ্ধকোষ্ঠের মন্ত্র—কালে স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্য মন্ত্র জপ হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সিদ্ধ হয়, এবং অরিমন্ত্র গ্রহণে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব অরিমন্ত্র কখনও গ্রহণ করিবে না। অপরঞ্চ তন্ত্রান্তরে—

"সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তু সেবকাঃ স্মৃতাঃ।
সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ॥"

সিদ্ধমন্ত্র বান্ধব, সাধ্যমন্ত্র সেবক, সুসিদ্ধমন্ত্র পোষক এবং অরিমন্ত্র ঘাতক বলিয়া জানিবে। নানা তন্ত্রের মতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক বচন আছে, মূলতঃ এক বলিয়া বিস্তৃতি ভয়ে সে সব বচনাদি উদ্ধৃত করা হইল না।

অকড়ম-চক্র।—

"রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বাপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যকুবের ভেদাৎ মহেশ-রক্ষোধিপতি ক্রমেন তির্য্যক্ তথা বায়ু-হুতাশনেন, অকারাদি ক্ষকারান্তান্ ক্লীব-হীনান্ লিখেত্ততঃ।"

পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইটী রেখা অঙ্কন করিয়া তাহার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে আর দুইটী রেখা অঙ্কন করিবে। তৎপরে ঈশানাদি চতুষ্কোণে চারিটী রেখাদ্বারা একটি রাশিচক্র অঙ্কন করিবে। এই চক্রে মেষাদি মীন পর্য্যন্ত প্রত্যেক কোষ্ঠে অকারাদি এক একটী বর্ণ দক্ষিণাবর্ত্তে লিখিতে হইবে। কেবল ক্লীব-বর্ণ ঋ ৠ ঌ ৡ পরিত্যাগ করিবে। যথা,—

"ঋ ৠ বর্ণ দ্বয়ং ঌ ৡ তদ্বি ক্লীবং প্রচক্ষতে"

ঋ ৠ ও ঌ ৡ এই বর্ণ চতুষ্টয় ক্লীব সংজ্ঞায় অভিহিত।

অকারাদি ক্রমে প্রতি কোষ্ঠে এক একটী করিয়া বর্ণ লিখিলে মেষ রাশির ঘরে "অকড়ম" এই চারিটী বর্ণ লিখিত হয়, সেইজন্য—এই চক্রের নাম অকড়ম-চক্র।

"মেষাদি চাপি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ।

জপ্তুঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং॥" রত্নাবল্যাং—

"সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ।"

মেষ-রাশির কোষ্ঠ হইতে মীন-রাশির কোষ্ঠ পর্য্যন্ত সাধকের নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি,—এই নিয়মে গণনা করিবে। ঐ রূপ গণনায় মন্ত্রের আদ্যক্ষর যে কোষ্ঠে পতিত হইয়াছে, ঐ কোষ্ঠ যদি অরি গৃহ হয় তবে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ কোষ্ঠে মন্ত্রবর্ণ থাকিলে তন্মন্ত্র গ্রহণ করিবে। যথা,—

"নবৈক পঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়্দশযুগ্মকে।

সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তকে রুদ্রে, বেদাষ্টদ্বাদশে রিপুঃ॥"

এক, পঞ্চম ও নবম কোষ্ঠ সিদ্ধ; দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম কোষ্ঠ সাধ্য; তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ কোষ্ঠ সুসিদ্ধ; চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ কোষ্ঠ রিপু।

গোপাল বিষয়ে অকড়ম চক্র শুদ্ধিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। যথা,—"গোপালেঽকড়মঃ স্মৃতঃ।"—"শৈব-বিষয়েঽপি।" শৈব বিষয়েও অকড়ম চক্র শুদ্ধি আবশ্যক।

সংক্ষেপে ষট্‌চক্রের বিষয় বিবৃত হইল। ষট্‌চক্রেই মন্ত্র বিচার আবশ্যক। তন্মধ্যে বিষয় ভেদে এক একটী চক্রের প্রয়োজন অধিক। ষট্‌চক্রে শুদ্ধ না হইলেও যে যে বিষয়ে যে যে চক্রের প্রাধান্য ঐ ঐ চক্রে তত্তদ্বিষয়ে মন্ত্র বিচার করিয়া মন্ত্র শুদ্ধ করিতে হইবে।

দেবতা ভেদে চক্র বিচারের আবশ্যক, বারাহী তন্ত্রে জামলাদিতেও কথিত হইয়াছে—

"তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ।
রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকড়মঃ স্মৃতঃ।
অকড়মো রামচন্দ্রে গণেশে হরচক্রকং।
কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহালক্ষ্ম্যাঃ কুলাকুলং।
নামাদি চক্র সর্ব্বেষাং ভূতচক্রং তথৈবচ।
ত্রৈপুরং তারকে শুদ্ধং মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ।
... ...
কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারাচক্রং শুভাবহং।
... ...
হরচক্রে সর্ব্বমন্ত্রং ধনাধিক্যে ন চাশ্রয়েৎ॥"

সমস্ত চক্রেই মন্ত্রশুদ্ধি বিচার করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে বৈষ্ণবদিগের পক্ষে নক্ষত্র চক্রশুদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন। সিদ্ধারি (অ ক থ হ।) চক্র শিবমন্ত্রে, রাশিচক্র ত্রিপুরা বিষয়ে, অকড়ম চক্র গোপাল ও রামমন্ত্রে, ঋণীধনী চক্র গাণপত্যে, সিদ্ধচক্র বরাহ মন্ত্রে এবং কুলাকুল চক্র মহালক্ষ্মী

মন্ত্রে শুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। বিশেষতঃ নামের আদ্যক্ষর লইয়া যে যে চক্রের বিচার করিতে হয়, ঐ ঐ চক্র সমস্ত বিষয়েই শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কালী ও তারা বিষয়ে নক্ষত্র চক্রের প্রাধান্য। কিন্তু ঋণীধনী চক্র সমস্ত বিষয়েই বিচার করিতে হইবে। দীক্ষার্থী কখনও ধনাধিক্য (ধনীমন্ত্র) মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—দীক্ষার্থীর জন্ম-রাশি ও নক্ষত্র আছে, কিন্তু দেবতার বা মন্ত্রের আবার জন্ম-রাশি বা নক্ষত্র কি? ইহার উত্তর—বিশ্বাসীর পক্ষে কঠিন নহে। দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে এবং ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই ভগবান্ দেহ রচনা করিয়া আবির্ভূত হন। সুতরাং আবির্ভাবের দিন যে রাশি যে নক্ষত্র ছিল, তাহাই তত্তদ্রূপের জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্র। যথা,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে আবির্ভূত হন, তজ্জন্য ঐ তিথি "জন্মাষ্টমী" সংজ্ঞায় অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাশি "বৃষ" এবং জন্ম-নক্ষত্র "রোহিণী" এইরূপ সমস্ত মূর্ত্তিরই আবির্ভাবের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। তত্তাবৎ সাধারণের অপরিজ্ঞাত বলিয়া মন্ত্রের আদ্যক্ষর দ্বারা রাশি নক্ষত্র নির্ণয় করিতে হয়। যেহেতু মন্ত্রময় দেবতা, মন্ত্রার্থই দেবতার স্বরূপ প্রকাশক। অতএব মন্ত্র ও দেবতা অভেদ। এইরূপ অভেদ-জ্ঞানে জপ, হোম ও পূজাদির বিবরণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

এস্থলেও কেহ আপত্তি করিতে পারেন—নামাদ্যক্ষর দ্বারা কিরূপে জন্মরাশি ও নক্ষত্র স্থির হইবে? হিন্দুর পক্ষে ইহার উত্তর সহজ। প্রকৃত হিন্দু কোন কার্য্যেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করে না।—"নামকরণ" সময় যে গুপ্ত নাম রক্ষিত হয়, রাশি-নক্ষত্রানুসারে তাহার আদ্যক্ষর নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন দীক্ষার্থীর রাশি নক্ষত্র অপরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহার নামাদ্যক্ষর দ্বারা রাশি বা নক্ষত্র স্থিরীকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। সাধক ও সাধ্য উভয় সম্বন্ধেই এ যুক্তি প্রয়োজ্য।

হিন্দুগণ শাস্ত্রানুগামী। শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যই হিন্দুগণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। হিন্দুদিগের প্রত্যেক কার্য্যই বিজ্ঞানুমোদিত। কিন্তু সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা ঋষিগণ যোগবলে যে সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের কর্ত্তব্য-রূপে—শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি দ্বিধাবোধ বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হিন্দুর পক্ষে অকর্ত্তব্য। তথাপি যুক্তিবাদীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য দুই চারিটী যুক্তি প্রদর্শিত হইল।

এক্ষণ অধিকারি-ভেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। (ক) জগতের প্রত্যেক কার্য্যই স্থান, কাল, পাত্র ও প্রয়োজনানুসারে উৎকৃষ্ট অধিকারী দ্বারা প্রযুক্ত না হইলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না। কোন একটী সঙ্গীত, যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ সুকণ্ঠ গায়ক দ্বারা রাগরাগিণী ও তাললয়-

সংযোগে গীত হইলে শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ আত্মহারা হইয়া থাকেন। আবার সেই সঙ্গীত, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা অসময়ে গীত হইলে "শ্রোতুর্বিবতন্ত্রীরিব তাড্যমানা" কর্কশ বলিয়া শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করে। একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক স্থানকাল ও রোগীর ধাতু-প্রকৃতির অবস্থা বিবেচনায় রোগ নির্ণয় করিয়া যথাবিধি ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অতি সত্বর আরোগ্য-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আবার অনভিজ্ঞ চিকিৎসক স্থান, কাল বা পাত্রের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যথেচ্ছরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফলের পরিবর্ত্তে রোগীর জীবন-নাশ ঘটে।

(খ) অন্যান্য কার্য্যে যেরূপ স্থান, কাল, পাত্র ও উৎকৃষ্ট অধিকারীর প্রয়োজন, দীক্ষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ স্থান, কাল, পাত্র ও উৎকৃষ্ট অধিকারীর আবশ্যক। আমি বহুদিন পূর্ব্বে কোন মাসিক পত্রিকায়—"অধিকারি-ভেদ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম. এস্থলে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না, তবে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিব।

আমরা যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমরা উলঙ্গ অবস্থায় থাকি; যতদিন না লজ্জা এবং কামান্ধতা আমাদিগকে মোহাভিভূত করে, ততদিন আমরা নিঃসঙ্কোচে উলঙ্গাবস্থায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করি। তৎকালে যুবতী রমণীগণ ঐ নগ্ন মূর্ত্তির প্রতি আদর প্রকাশে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া লজ্জাস্থানে অসঙ্কোচে চুম্বন করিয়া থাকে।

আবার যখন আমাদের বাল্যাবস্থা অতীত হয়, যখন যৌবনের বিকট কামান্ধতা দেহকে কলুষিত করে, তখন আবার ঐ রমণীগণ আমাদিগকে দেখিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া স্থান ত্যাগ করে। এমন কি মাতা ভগ্নীগণও আর সেই নগ্ন-মূর্ত্তির প্রতি আদর প্রকাশ করেন না। কিন্তু আবার সাধন-সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যখন উলঙ্গাবস্থায় নির্ব্বিকার ভাবে বাস করেন, তখন আবার বহু যুবতী কুলনারী নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের চরণসেবা করিয়া কৃতার্থ হয়। মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু তুমি বা আমি যদি উলঙ্গ হইয়া রাজপথে বাহির হই, তবে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবে, বালকগণ ঢিল মারিবে, পুলিশ প্রহরী সাদরে কারাগৃহের আতিথ্য গ্রহণ করাইবে। ইহার কারণ—তুমি বা আমি উলঙ্গ হইবার অনধিকারী। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ উলঙ্গ থাকিবার অধিকারী।

এক্ষণ দীক্ষা প্রদানের উৎকৃষ্ট অধিকারী (সদ্‌গুরু) কে? তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। দীক্ষা তিন প্রকার,—বৈদিক দীক্ষা, পৌরাণিক দীক্ষা ও তান্ত্রিক দীক্ষা। যুগভেদে এক এক প্রকার দীক্ষার প্রাধান্য। বৈদিক দীক্ষা প্রদানের অধিকারী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—যথা—

"বিধিবদধীত বেদ-বেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল-বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জ্জন-পুরঃসরং

নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনাহনুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্ম্মল-স্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা অধিকারী।"

যথাবিধি বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়নপূর্ব্বক যিনি নিখিল বেদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন পুরঃসর নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার পাপ-বিমুক্ত হইয়া নিতান্ত শুদ্ধান্তঃকরণ এবং অণিমাদি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

সত্যাদি যুগে বৈদিক মন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবে সাধারণের যাহা অসাধ্য, তাহা অতি সহজে সাধন করিতেন। তজ্জন্য মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ "ভূদেব" পদবাচ্য। ব্রহ্মণগণ অদ্যাপি (কেহ কেহ) যে নামের অন্তে "দেবশর্ম্মা" পদ ব্যবহার করেন, তাহার কারণও মন্ত্রজ্ঞতা। যথা,—

"দেবাধীনা জগৎসর্ব্বে মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রাঃ ব্রাহ্মণা জ্ঞাতাঃ তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ দেবতাঃ॥"

সমস্ত জগৎ দেবতার অধীন, দেবতা মন্ত্রের অধীন, ব্রাহ্মণগণ সেই মন্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়া ব্রাহ্মণও দেবতা সংজ্ঞায় অভিহিত।

সত্যাদি যুগে বৈদিক মন্ত্র পূর্ণবীর্য্য-শালী ছিল, বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং কর্ম্মের অধিকারীরও অভাব ছিল

না; কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে যেমন বৈদিক ক্রিয়া লুপ্ত, তেমনি অন্য দিকে বেদোক্ত অধিকারীর অভাবে বৈদিক কৃচ্ছ্রসাধ্য যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া ও কঠোর যোগ-সাধনাদি অল্পায়ু হীনবীর্য্য ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বলিয়া, কলিতে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ তান্ত্রিক মন্ত্র, তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া এবং যোগ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন; যথা,—

"নির্ব্বীর্য্যা শ্রৌত-জাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকাঃ স্মৃতাঃ॥"
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র।)

সত্যাদি যুগে বৈদিক মন্ত্র পূর্ণফল-প্রদ ছিল; কলিকালে বিষহীন সর্পের ন্যায় তাহা শক্তিহীন, এবং মৃতপ্রায়।

আর একটি বচন উদ্ধৃত করিতেছি—

"কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণং ফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মেষু সর্ব্বেষু জপ-যজ্ঞ-ক্রিয়াদিষু॥"

অর্থ,—কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র অতি শীঘ্র সিদ্ধ ও ফলপ্রদ হয় এবং জপ-যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মেই তন্ত্রোক্ত মন্ত্র প্রশস্ত।

কলিতে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ও মত প্রশস্ত হইলেও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের প্রয়োগে এবং উপদেশে, উপযুক্ত অধিকারীর প্রয়োজন। তন্ত্রশাস্ত্রে তান্ত্রিক মন্ত্রোপদেষ্টার যোগ্যতা সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যে—

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥

আশ্রমী ধ্যান-নিষ্ঠশ্চ তন্ত্র-মন্ত্র-বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

শমাদি গুণযুক্ত, তপঃ ক্লেশাদি সহিষ্ণু, কৌলাচার-পরায়ণ, বিনয়শীল, পবিত্র-বেশধারী, শুদ্ধাচার-সম্পন্ন, যশস্বী, পবিত্র-চিত্ত, ক্রিয়াদক্ষ, সদ্‌বুদ্ধিযুক্ত, গৃহস্থাশ্রমী, ঈশ্বরচিন্তা-পরায়ণ, তন্ত্র-মন্ত্র-পারদর্শী, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করিবার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুপদবাচ্য।

উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরুর সংখ্যা বিরল হইলেও আজও এদেশে একবারে অভাব হয় নাই।

যেরূপ ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ অকর্ত্তব্য, তাহাও: তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখঃ শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽধিকাঙ্গিকঃ॥
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দোষৈর্বিনির্ম্মুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥"

শ্বেতকুষ্ঠ বা গলিতকুষ্ঠ রোগযুক্ত, নেত্ররোগী, বামন, কুনখী, শ্যাবদন্ত, স্ত্রৈণ, অধিকাঙ্গ, অঙ্গহীন, কপটাচারী, চিররুগ্ন, বহ্বাশী ও বহুভাষী ব্যক্তির নিকট দীক্ষিত হইবে না। এই সমস্ত দোষ পরিশূন্য ব্যক্তিই শিষ্যের—গুরু হইবার যোগ্য।

বৈশম্পায়ন সংহিতায় আছে—"অপুত্রো মৃতপুত্রশ্চ কুষ্ঠিকো বামনস্তথা"—ইত্যাদি বচনেও অপুত্রক ও মৃতপুত্রক (যাহার

বংশ রক্ষার সম্ভাবনা নাই) বামন ও কুষ্ঠরোগী ইত্যাদিও গুরুর অযোগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

নিন্দিত গুরুবিষয়ক আরও অনেক বচন নানা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সে সকল উদ্ধৃত করিতে হইলে পুস্তিকা বৃহৎ হইয়া যাইবে, তজ্জন্য তাহা পরিত্যক্ত হইল। যে যে স্থলে যে যে গুরু প্রসিদ্ধ এবং যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ অকর্ত্তব্য, তাহাই এক্ষণ আলোচনা করিব। যথা,—

কুলচূড়ামণিতে ;—

"উদাসীনোহ্যুদাসিনাং বনস্থঃ বনবাসিনঃ।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ।
শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ॥"

উদাসীন উদাসীনকে, বনবাসী বনবাসীকে, যতী যতীকে, গৃহস্থ গৃহীকে, গুরুপদে বরণ করিবে। বৈষ্ণবের পক্ষে বৈষ্ণব গুরু, শৈবের শৈব গুরু প্রশস্ত; শাক্ত গুরু—শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব, এই তিন প্রকার দীক্ষাতেই মন্ত্রদাতা হইতে পারেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক সন্ন্যাসি-বেশী বিজ্ঞাপনদাতা বক্তা, তরুণ-মস্তিষ্ক স্কুলের ছাত্র বা অজ্ঞ গৃহস্থকে বাগ্বিভূতিতে ভুলাইয়া শিষ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু অবধূতাশ্রমীর (সন্ন্যাসীর) নিকট গৃহস্থ দীক্ষিত হইতে পারে না।

রুদ্রজামলে কথিত হইয়াছে—

"ন পত্নীং দীক্ষয়েৎ ভর্ত্তা, ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাং।
ন পুত্রঞ্চ, তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥"

পতি স্বীয় ভার্য্যাকে, পিতা পুত্র ও কন্যাকে, ভ্রাতা সহোদর ভ্রাতাকে দীক্ষা প্রদান করিবে না। কিন্তু সিদ্ধমন্ত্র দান সম্বন্ধে এ নিষেধ বচন নহে। কারণ—

"সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে, ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥"

পতি যদি সিদ্ধমন্ত্রী হন, তবে স্বীয় পত্নীকেও দীক্ষা প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু স্বীয় পত্নীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেন, অন্যান্য শিষ্যার ন্যায় পুত্রিকা ভাবে গ্রহণ করিবেন না।

তারাদি বিদ্যা বিষয়ে স্বীয় কুলতিলক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দীক্ষা দেওয়ার বিধান আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা দেশাচার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচলন নাই। ব্রহ্মা স্বপুত্র বশিষ্ঠকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন; বশিষ্ঠও তাঁহার পুত্র পরাশরকে দীক্ষা দান করিয়াছেন। যথা,—

"ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে,
বশিষ্ঠোঽপি স্বপুত্রায় মৎপিত্রে দত্তবান্ স্বয়ং।

* * * * * *

কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্য্যপর্ব্বণি দত্তবান্।" ইত্যাদি
(বৈশম্পায়ন সংহিতায় শৌনকের প্রতি ব্যাসের বচন দ্রষ্টব্য।)

স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, বিনা বিচারে যথা নিয়মে সদ্‌গুরু হইতে গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ গুরু হইতে উপদিষ্ট না হইলে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রও ফলপ্রদ হয় না। যদি সদ্‌গুরু পাওয়া না যায়, তবে জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র লিখিয়া কলসস্থ জলে নিক্ষেপ করিবে। এবং পশ্চাৎ ঐ বটপত্র মহামন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং তাঁহা গ্রহণ করিলে দীক্ষা সিদ্ধ হইবে। "ইদন্তু গুরোরভাবে বোদ্ধব্যং"—এই নিয়ম গুরুর অভাবে বুঝিতে হইবে।

কলিযুগে স্ত্রীলোকের নিকটেও দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

"সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা॥
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা।"

অর্থ,—সাধ্বী, সদাচার-সম্পন্না, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রার্থের তত্ত্ব পরিজ্ঞাতা, সুশীলা এবং পূজাপরায়ণা নারী গুরুযোগ্যা; কিন্তু বিধবা যদি উক্তপ্রকার গুণশালিনীও হন, তথাপি তাহা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। এস্থলে বিধবা শব্দে অবিরা (পতিপুত্রহীনা) নারী বুঝিবে। যথা,—

"বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারো যতো নার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া॥"

যে হেতু, বিধবা নারী পুত্রের, কন্যা পিতার এবং সধবা পতির আদেশে দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে। "স্বাতন্ত্র্যেনাধিকারঃ" অর্থাৎ স্বতন্ত্রা হইয়া দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে না।

"স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ।"

স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক দীক্ষা শুভফল প্রদান করে, এবং মন্ত্রদানের অধিকারিণী মাতার নিকট দীক্ষিত হইলে অন্য স্ত্রী অপেক্ষা অষ্ট গুণ ফল অধিক হয়।

এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুত্রের নিকট পিতা এবং মাতা উভয়েই মহাগুরু, তবে পিতা হইতে দীক্ষিত হইতে পারে না কেন? এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতেই বা দীক্ষিত হওয়ার নিষেধ কেন?

ইহার প্রথম উত্তর এই যে, হিন্দুগণ শাস্ত্রানুগামী। শাস্ত্রের বিধি-নিষেধই হিন্দুর প্রতিপাল্য। তবে যুক্তি-বাদীর মনস্তুষ্টির জন্য বলিতে হইবে যে, পিতা পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করিলে অনেক স্থলে বিমাতার কুমন্ত্রণায় পূর্ব্বপক্ষের পুত্রাদির প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া দুর্ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং এই কলিযুগে সেরূপ আশঙ্কিত স্থল আছে বলিয়াই পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পূজনীয় বটে, কিন্তু স্বার্থ লইয়া এসময়ে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধের আশঙ্কা আছে, এই হেতুতেই বোধ হয় জ্যেষ্ঠ সহোদর দীক্ষা কার্য্যে পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

মাতার তুল্য পুত্রের শুভাকাঙ্খিণী জগতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। সাধারণ কথায় বলে "কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনও নয়,"—এই জন্যই মাতার দীক্ষা অষ্টগুণ ফলপ্রদ।

দীক্ষা বিষয়ে যেমন উৎকৃষ্ট অধিকারী—গুরুর প্রয়োজন, তদ্রূপ আবার সৎশিষ্যও আবশ্যক। কেবল উৎকৃষ্ট বীজ হইলেই যে শস্য উত্তম হয়, তাহা নহে; ক্ষেত্রের উৎকর্ষতাও উত্তম শস্যের কারণ। উর্ব্বর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ উপ্ত হইলে যেমন সুফল প্রসব করে, ঊষর ক্ষেত্রে তেমন হয় না; অতএব সদাচার সম্পন্ন, সচ্চরিত্র, ভক্তিমান্ শিষ্যই দীক্ষা গ্রহণের অধিকারী। যথা,—

"শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥"

আর এক স্থানে উক্ত হইয়াছে—

"পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো হি দান-ধ্যান পরায়ণঃ॥"

শমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, শুদ্ধান্তঃকরণ, শ্রদ্ধাবান্, ধারণাশীল, কর্ম্মক্ষম, সদ্বংশজাত, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সংযত, ধার্ম্মিক, পুণ্যবান্, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দাতা এবং ধ্যান-পরায়ণাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিই শিষ্যের যোগ্য।

যে সমস্ত ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণের অযোগ্য, নিম্নে তাহাও প্রদর্শিত হইল। যথা,—

"পাপিনে ক্রুর-চেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ।
দীনাত্মাচার-শূন্যায় মন্ত্র-দ্বেষ-পরায় চ।
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষ পরায় চ।
গুরুভক্তি-বিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ।"

তথাচ আগমসারে—

* * * *

"অসূয়া মৎসরগ্রস্তা সদা পরুষ-বাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিত-ধনাঃ পরদার-রতাশ্চ যে॥

* * * *

এবম্ভূতা পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ।"

উপরি উদ্ধৃত বচনের মর্ম্মার্থ এই যে,—

পাপাত্মা, ক্রূরকর্ম্মা, বঞ্চক, কৃপণ অতিদরিদ্র, আচারভ্রষ্ট, মন্ত্রদ্বেষী নিন্দুক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তিহীন এবং বিমর্ষ ব্যক্তিকে মন্ত্র প্রদান করিবে না। অসূয়া ও মাৎসর্য্যযুক্ত, কর্কশভাষী, পাপোপার্জ্জিত ধনে ধনবান্ এবং পরস্ত্রীরত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যথাযোগ্যকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে।

তথাচোক্তং সারসংগ্রহে—

"সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।"

কাহাকেও শিষ্য করিতে হইলে সদ্‌গুরু একবৎসর কাল শিষ্যের দোষগুণ পরীক্ষা করিবেন।

অন্যচ্চ,—

"গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসর-বাসতঃ।"

প্রথমে গুরু বা শিষ্য কল্পনা করিতে হইলে, উভয়ে এক বৎসর কাল একত্র বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই এ সমস্ত বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করে না। অন্যান্য সাধারণ কার্য্যের ন্যায় প্রৌঢ় বা প্রাচীন বয়সে, সামাজিক রীতি রক্ষার্থে অনেকেই যেন তেন প্রকারেন দীক্ষা গ্রহণ করিয়া একটা দায় এড়াইয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্র-গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য অনেকে দীক্ষা-গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না।

দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করিলে এবং গুরুর গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে না পারিলেও ভাষান্তর করিয়া গুরু কথাটাকে আর এক ভাবে এখনকার লোকে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন—

প্রত্যেক ধর্ম্মেই গুরুর প্রয়োজন, গুরু সকল ধর্ম্মেরই উপদেষ্টা এবং মাননীয়। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মযাজক বা গুরু বিশেষ মাননীয়; প্রত্যেক গির্জ্জাতেই এক একজন ধর্ম্ম-যাজক আছেন। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজধানীর (বর্ত্তমান বঙ্গের রাজধানী) লর্ড বিসপ প্রধান ধর্ম্মযাজক। তাঁহার সম্মান অসাধারণ, লর্ড বিসপ "হিজ্ এক্সেলেন্সি" সম্মান প্রাপ্ত হন, তাঁহার সাক্ষাতে কোন খৃষ্টান মস্তকে শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে সম্রাটের

ধর্ম্মযাজক কেণ্টারবেরীর আর্কবিসপ মহামান্য। রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া ও রাজমুকুট পরিধান আর্কবিসপ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন আইন তাঁহার অমতে বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় (বৃত্তি) রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজক "পোপ" সংজ্ঞায় অভিহিত। পাশ্চত্য সমাজে তাঁহার শক্তি অসীম।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান গুরু, সম্প্রদায় ভেদে নানা সংজ্ঞায় অভিহিত। তিব্বতের বৌদ্ধগুরু "লামা" অসীম শক্তিশালী। তিব্বতের শাসনদণ্ড লামার হস্তেই অর্পিত। চীন, জাপান ও তিব্বত প্রভৃতি দেশবাসী—কোটি কোটী বৌদ্ধ তাঁহাকে আজিও বুদ্ধদেবের স্থানীয় জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

মুসলমান-ধর্ম্মের গুরু "পীর" বা মোল্লা নামে অভিহিত। মোল্লাদিগের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সমস্ত মুসলমানজাতি পরিচালিত। সমস্ত মুসলমান জাতির গুরু "খলিফা" সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। টার্কীর সুলতান নিখিল মুসলমান-জাতির প্রধানতম গুরু বা খলিফা।

হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষাগুরু কেবল পূজনীয় বা মাননীয় নহে। হিন্দুধর্ম্মে গুরুর আসন ঈশ্বরের তুল্য উচ্চতম। হিন্দুগণ দীক্ষাদাতা গুরুকে নররূপী ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করেন।

যথা, জ্ঞানার্ণবে—

"জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রদর্শকঃ॥"

পিতামাতা জন্মদাতৃত্ব হেতু পূজনীয়, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রদর্শক গুরু বিশেষভাবে দেবতাবৎ পূজনীয়।

"গুরৌ মনুষ্য-বুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষর-বুদ্ধিকং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥"

গুরুকে সাধারণ মানব জ্ঞান, মন্ত্রকে বর্ণ-সমষ্টি মাত্র মনে করা এবং দেব-প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিলে, তাহার নরকে গমন হয়, অর্থাৎ নিম্ন-গতি হয়।

"গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দেবো গুরুর্গতিঃ।
শিবরুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরুরুষ্টে ন কশ্চন।"

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা দেবতা, ও গুরু সংসারসাগর হইতে একমাত্র উদ্ধর্ত্তা।

শ্রীক্রমে, যথা,—

"উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্ মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুং॥"

জন্মদাতা পিতা এবং ব্রহ্মদাতা পিতা উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। অতএব সর্ব্বদা পিতা অপেক্ষা গুরুদেবকে অধিক মনে করিবে।

"যস্য বক্ত্রাদ্বিনির্যাতং বর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ।
তারয়েন্নাত্র সন্দেহো নরকার্ণবতঃ ধ্রুবং॥"

যাহার বক্ত্রারবিন্দ হইতে বর্ণময় ব্রহ্মরূপ শরীর বিনির্গত হয়, তাঁহার কৃপায় সাধক যে—নরকার্ণব হইতে ত্রাণ পাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

"গুরুর্ব্বিশ্বেশ্বরোঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং॥"

গুরু সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং ত্রাণকর্ত্তা ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা নিশ্চিত।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা তন্ত্রে এবং গুরুগীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুশাস্ত্রে গুরুদেবকে অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ কল্পনা করিয়া আরাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,—গুরুকে ঈশ্বরবৎ আরাধনা করার প্রমাণগুলি গুরুতা ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। এই "প্রক্ষিপ্তবাদী" ক্ষিপ্তগণের জ্বালায় আজ কাল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস হ্রাস পাইতেছে। তজ্জন্য এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অলোচনার প্রয়োজন, নচেৎ শাস্ত্রানুগামী নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর পক্ষে শিব-শক্তির উক্তি-স্বরূপ বচন প্রমাণই যথেষ্ট।

কপিল, কণাদ, গোতম প্রভৃতি দর্শনকারগণ, ও বৃহস্পতি, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি ধর্ম্মসংহিতা প্রয়োজকগণ কেহই অভ্রান্ত পুরুষ নহেন। মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি-সম্পন্ন কীটানুকীটের নিকট তাঁহারা প্রত্যেকেই মহামহিমান্বিত আদর্শ পুরুষ হইলেও তাঁহাদের স্ব স্ব রচিত গ্রন্থে অপরের মত খণ্ডন পূর্ব্বক আত্মমত-সংস্থাপনের চেষ্টাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য ব্যক্তি ভিন্ন কাহাকেও গুরুপদে বরণ করা যায় না। একমাত্র ব্রহ্মাই ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য অদ্বিতীয় পুরুষ। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ইত্যাদি

শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মের তুল্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণের বিধান আছে। অতএব শিষ্য ব্রহ্মদ পিতা—গুরুদেবকে ঈশ্বর তুল্য জ্ঞান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। গুরুবাক্য বেদবাক্য তুল্য অভ্রান্ত মনে করিয়া গুরু-প্রদর্শিত মার্গে পরমাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানে রত হইবে। নরদেহ-ধারী গুরুর দৃশ্যমান তনু—চিন্ময় গুরুর যন্ত্রবিশেষ। নচেৎ—ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহোদরে (সহস্রদল কমলে) নিত্যোৎপন্ন দ্বাদশদল শ্বেতপদ্মে যে গুরুর স্থান কল্পিত হইয়াছে, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। যেমন মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ের অবস্থান, তদ্রূপ মানুষী তনুতে চিন্ময় গুরুর অধিষ্ঠান। দেহধারী গুরু লোকান্তরিত হইলেও শিষ্যের পক্ষে চিন্ময় গুরুর অভাব হয় না।

অদ্বৈতবাদী গুরুগীতায় আদ্যন্ত কেবল ব্রহ্মস্বরূপ গুরুতত্ত্বে পরিপূর্ণ; সুতরাং তাহা হইতে কোন একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া গুরুমাহাত্ম্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। পাঠক গুরুগীতা পাঠ করিলেই—গুরু যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যদি ব্যবসায়ী গুরু কর্তৃক শিষ্যের নিকট উচ্চস্থান-লাভের আশায় তন্ত্রশাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব প্রক্ষিপ্ত হইত, তবে "গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য-বিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভং সদ্‌গুরুর্দেবি! শিষ্য-সন্তাপ-হারকঃ।"

হে দেবি! শিষ্যের ধনাপহারী গুরু অনেক আছে, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারী সদ্‌গুরু অতি দুর্লভ। একথা গুরুগীতায় স্থান পাইত না।

বেদাদিশাস্ত্র, যে পরমাত্মার তত্ত্ব-নির্ণয়ে অসমর্থ, সে পথের প্রদর্শক ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না। সেজন্যই ভগবান্ নররূপী গুরুঘটে আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে গুরু, মন্ত্র ও আরাধ্য-দেবতাকে ঐক্যজ্ঞান করিয়া উপাসনার বিধান রহিয়াছে। যথা, মুণ্ডমালাতন্ত্রে—

"দেবতা-গুরু-মন্ত্রাণামৈক্যং সংভাবয়ন্ ধিয়া,

তদা সিদ্ধং ভবেন্মন্ত্রং প্রকটে হানিরেব চ।"

স্বীয় আরাধ্য-দেবতা, মন্ত্র এবং গুরুকে এক ভাবিয়া উপাসনা করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। নচেৎ ভেদজ্ঞানে সিদ্ধি-হানি হয়। এস্থলে পার্ব্বতী, শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো! গুরু নরাকৃতি, দেবতা ধ্যান-গম্য, মন্ত্র অক্ষররূপ, অতএব ইহাদের ভাবনায় ঐক্য বিধান কিরূপে হইবে? মহাদেব উত্তর করিলেন—হে দেবি! গুরু-মুখাম্বুজ হইতে বীজ-মন্ত্রের উৎপত্তি হয় এবং বীজমন্ত্র হইতে দেবতার প্রকাশ হয়; অতএব জন্মগত একজাতিত্বহেতু পরস্পরের ঐক্যভাব এবং সাধন একরূপ। যথা—

"গুরোর্জাতশ্চ মন্ত্রশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা।

এতেষাং ভাব-যোগে তু এক-সাধনমেবহি।"

গুরু শব্দের ব্যুৎপত্তি তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক প্রকার। একটী মাত্র বচন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। যথা,—(তন্ত্রার্ণবে)

"গু-শব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রু-শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার-নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

গু-শব্দ—অন্ধকার, রু-শব্দ—অন্ধকার নাশক, অন্ধকার নিরোধ করেন বলিয়া দীক্ষাদাতা "গুরু" শব্দে অভিহিত হন। অর্থাৎ অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে যিনি ব্রহ্মমন্ত্রোপদেশ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাষিত করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য।

অতি গোপনীয় আগমার্থ-তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা যিনি দেবতা ও মন্ত্রকে উদ্বোধিত করেন, রুদ্রাদি দেবস্বরূপে তিনি গুরু বলিয়া অভিহিত হন। শ্রী এবং মোক্ষ-দাতৃত্ব হেতু গুরু 'শ্রীনাথ' পদবাচ্য। গুরু, পরম গুরু, পরাপর গুরু এবং পরমেষ্টিগুরুকে প্রণাম করিয়া দেবতাগণের পূজা আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু গুরু, পরম গুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্টি গুরুর ভেদাভেদ অনেকে জ্ঞাত নহেন, সেই জন্য তৎসম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের মত প্রদর্শিত হইল। যথা—

"মন্ত্রদাতা গুরুপ্রোক্তো মন্ত্রস্তু পরমো গুরুঃ।
পরাপর-গুরুস্ত্বং হি পরমেষ্টি-গুরুরহং॥"

(বৃহন্নীল তন্ত্র।)

অর্থ—প্রকৃতি-পুরুষরূপ শিবশক্তির কথোপকথন-চ্ছলে উক্ত হইয়াছে—

মন্ত্রদাতা গুরুপদবাচ্য, মন্ত্রময় দেবতা পরম গুরু, শক্তি-রূপা পরাপর গুরু, এবং পরমাত্মারূপ আমি পরমেষ্টি গুরু।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—গুরু, পরমগুরু ইত্যাদি সংজ্ঞাভেদ থাকিলেও প্রকৃতিপুরুষাত্মক ঈশ্বর এবং উপাসিত দেবতার সহিত মন্ত্রদাতা গুরুকে অভেদ-জ্ঞানে তাঁহার বাক্য ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য মনে করিয়া সাধন-মার্গে অগ্রসর হইবে।

এক্ষণ বুঝিতে হইবে, গুরুকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ মনে করিয়া গুরুপ্রদর্শিত মার্গে সাধনাদি করিলে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নচেৎ মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

দীক্ষাগ্রহণের কাল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রত্যেক কার্য্যে স্থান, কাল পাত্র এবং অধিকারী ভেদে ফলের তারতম্য হয়।

দীক্ষার কাল সম্বন্ধে—জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা তন্ত্রানুগত। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষার কাল সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে এস্থলে প্রদর্শিত হইবে।

কাল-সম্বন্ধে সংস্কৃত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলে তাহা অনেক পাঠকের নিকট নীরস বোধ হইতে পারে। তজ্জন্য ঐ সমস্ত বচনের বঙ্গানুবাদ মাত্র এস্থলে লিখিত হইল।

চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ মঙ্গল-জনক বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে পূর্ণায়ু, ভাদ্রে সন্তান বিনষ্ট, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধা-বিবর্দ্ধন, ফাল্গুনে সর্ব্বকামনা-

সিদ্ধি। মতান্তরে—চৈত্রমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিলে দুঃখ হয়। চৈত্রমাস গোপাল-বিষয়ে নিষিদ্ধ নহে, অন্যত্র নিষিদ্ধ। মলমাসে দীক্ষাগ্রহণ করিবে না। দীক্ষা বিষয়ে সৌরমাস উক্ত, চান্দ্রমাস উক্ত নহে।

রবিবার, সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে দীক্ষা প্রশস্ত; শনি এবং মঙ্গলবারে দীক্ষাগ্রহণ করিলে যশঃ ও আয়ুঃহানি হয়।

তিথি-নিয়ম।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া. পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে দীক্ষাগ্রহণ করিলে শুভফল হয়। প্রতিপদ, চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী. নবমী, ত্রয়োদশী. চতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যা তিথিতে দীক্ষাগ্রহণে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং দীক্ষা-সম্বন্ধে পূর্ণিমাতিথি বিশেষ প্রশস্ত।

নক্ষত্র।

ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষাগ্রহণে মরণ, কৃত্তিকাতে দুঃখ, আর্দ্রাতে বন্ধুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পুত্রহানি, শ্রবণাতে দুঃখ এবং ধনিষ্ঠাতে দারিদ্র্য হয়। এতদ্ভিন্ন নক্ষত্র দীক্ষাগ্রহণে প্রশস্ত।

যোগ।

শুভযোগ, সিদ্ধযোগ, আয়ুষ্মান্-যোগ, ধ্রুবযোগ, প্রীতিযোগ, সৌভাগ্যযোগ, বৃদ্ধিযোগ ও হর্ষণযোগ দীক্ষা গ্রহণে প্রশস্ত। সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রগ্রহণেই এই সকল যোগ প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন যোগগুলি অপ্রশস্ত।

করণ-নির্ণয়।

বব, বালব, তৈতিল ও বণিজ্‌করণ দীক্ষাগ্রহণে প্রশস্ত। ইহা সর্ব্ব-তন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে।

লগ্ন-নির্ণয়।

বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীনলগ্নে তারা-চন্দ্র-শুদ্ধ দিনে দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য। বিষ্ণুমন্ত্রে স্থিরলগ্ন—অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভলগ্ন প্রশস্ত। শিবমন্ত্র-গ্রহণে চরলগ্ন—অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকরলগ্ন প্রশস্ত। শক্তিমন্ত্র-গ্রহণে দ্ব্যাত্মক লগ্ন—অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্ন প্রশস্ত। অগস্ত্য-সংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে,—ত্রি ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ ও লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম এবং পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে দীক্ষা গ্রহণে শুভফল হইবে। দীক্ষাগ্রহণে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

পক্ষ-নির্ণয়।

শুক্লপক্ষে দীক্ষাপ্রশস্ত, কৃষ্ণপক্ষেও পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষা-গ্রহণ করিতে পারে। অগস্ত্য-সংহিতায় শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কানোত্তরে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যকামী, তাহার পক্ষে শুক্লপক্ষ প্রশস্ত এবং মুমুক্ষুর পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষাগ্রহণ প্রশস্ত।

দীক্ষাবিষয়ে বিহিত কালাদি নির্ণয়।

উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে দীক্ষা গ্রহণ প্রশস্ত। ঐ সমস্ত দিনে বার,

তিথি, নক্ষত্রাদির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করিবে না। রবি-সংক্রান্তি, যুগাদ্যা-মন্বন্তরা এবং মহাপূজা (দুর্গোৎসবাদি) দিনে তিথি-নক্ষত্রাদির বিচার অনাবশ্যক। দীক্ষাগ্রহণ কার্য্যে সূর্য্য-গ্রহণের তুল্যকাল পৃথিবীতে আর নাই। শক্তি দীক্ষা গ্রহণে সূর্য্যগ্রহণ ও বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে চন্দ্রগ্রহণ প্রশস্ত নহে। কিন্তু ইহা গোপাল বিষয় ও শ্রীবিদ্যা বিষয়ের ইতর বলিয়া বুঝিবে।

সোমবারে অমাবস্যা তিথি ও মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী তিথি হইলে এবং সপ্তমী তিথি রবিবারে হইলে দীক্ষাদি কার্য্যে তাহা শত সূর্য্য-পর্ব্বের তুল্য ফলপ্রদ হয়। মঙ্গলবারে চতুর্থী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে, তাহা পর্ব্বের সমতুল্য হয়, অতএব তাহাতে দীক্ষা গ্রহণ প্রশস্ত। দুর্গোৎসবের সময় বিশেষতঃ মহাষ্টমী, অশোকাষ্টমী এবং রামনবমীতে দীক্ষাগ্রহণ প্রশস্ত। কৃপাপূর্ব্বক গুরু যদি শিষ্যকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন, তবে বার, তিথি, নক্ষত্রাদি বিচার করিবে না। গ্রহণ এবং মহাতীর্থেও কালাকালের বিচার নাই।

দীক্ষাস্থান-নির্ণয়।

গো-গৃহে, দেবালয়ে, কাননে, পুণ্যক্ষেত্রে, নদীতীরে, আমলকী ও বিল্বমূলে এবং পর্ব্বত-শিখরে দীক্ষাগ্রহণ করিবে। গঙ্গাতটে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কোটীগুণ ফললাভ হয়।

দীক্ষায় নিষিদ্ধ স্থান।

গয়াতীর্থে, ভাস্করক্ষেত্রে, বিরজে, চন্দ্র-পর্ব্বত চট্টলে, মতঙ্গে এবং কন্যাশ্রমে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। কালাশুদ্ধি সময়ে (অকালে) দীক্ষাগ্রহণ করিবে না।

দীক্ষা।

দীক্ষার পূর্ব্বদিনে বা দীক্ষা-দিনে শিষ্য জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপ-ক্ষয়ার্থ সঙ্কল্প করিয়া সহস্র গায়ত্রী মন্ত্র জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

তৎপর পুণ্যাহ বাচনাদি করিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষলাভের জন্য যথাবিহিত দীক্ষাগ্রহণ কার্য্যে বরণ করিবে। তৎপরে গুরুদেব দীক্ষা-পদ্ধত্যুক্ত ক্রমে যথাবিহিত ঘটস্থাপনাদি পূর্ব্বক অভীষ্ট দেবতার মহতী পূজা করিবেন। তৎপর দেয় মন্ত্রের দশসংস্কার করিয়া মন্ত্র-চৈতন্য করিয়া লইতে হইবে।

দশসংস্কার বিধান তন্ত্রশাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সার-মর্ম্ম এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

(গৌতমীয়ে) যথা—

"জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনন্তথা
অথাভিষেকেন বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্র-সংস্ক্রিয়াঃ।"

জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গোপন—এই দশটী সংস্কারকে "দশ-সংস্কার" বলে।

স্বর্ণ বা তাম্রপাত্রে মাতৃকাবর্ণ (অকারাদি হকারান্ত) কুঙ্কুম, চন্দন বা ভস্ম দ্বারা (বিষয়ভেদে) লিপি করিয়া তাহা হইতে দেয়মন্ত্রের বর্ণগুলি উদ্ধৃত করিয়া পাত্রান্তরে লিপি করিবে। ইহার নাম জনন। (১ম)

উদ্ধৃত মন্ত্রবর্ণগুলির প্রত্যেক বর্ণকে প্রণবান্তরিত করিয়া এক এক বর্ণ শতবার জপ করিবে। ইহার নাম জীবন। (২য়)

মন্ত্রের বর্ণ সকল পৃথক করিয়া চন্দনোদক দ্বারা কল্পোক্ত বীজমন্ত্রে প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণ তাড়ন করিবে। ইহাকে তাড়ন কহে। (৩য়)

মন্ত্রবর্ণ সকল পৃথকরূপে লিখিয়া রক্তকরবীপুষ্প দ্বারা প্রত্যেক বর্ণকে দশ দশবার কল্পোক্ত বীজমন্ত্রে হনন করিবে; ইহার নাম বোধন। (৪র্থ)

মন্ত্রবর্ণ সকল লিখিয়া, বর্ণ সংখ্যক রক্তকরবী পুষ্প দ্বারা যথাবিহিত বীজমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া তত্তন্মন্ত্রোক্ত বিধানে অশ্বত্থ-পত্র দ্বারা মন্ত্রবর্ণ সংখ্যায় অভিষিঞ্চন করিবে। ইহাই অভিষেক। (৫ম)

সুষুম্নার মূল ও মধ্যভাগে দেয়মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্মন্ত্র-দ্বারা মলত্রয় দগ্ধ করিবে। ইহা বিমলীকরণ। (৬ষ্ঠ)

মন্ত্রবর্ণ সকলকে স্বর্ণদ্বারা কুশজলে অথবা পুষ্পোদকে জ্যোতির্মন্ত্রে আপ্যায়ন করিবে। ইহা আপ্যায়ন। (৭ম)

পূর্ব্ব-কথিত জ্যোতির্ম্মন্ত্রে দেয়মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যায় জপদ্বারা তর্পণ করিবে। ইহা তর্পণ। (৮ম)।

তারা, মায়া ও রমা মন্ত্রে দেয়মন্ত্রের দীপন করিবে। ইহা দীপন। (৯ম)

তৎপরে দেয়মন্ত্র জপ করিয়া গোপন করিবে। কদাচ ইহা প্রকাশ করিবে না। ইহা গোপন। (১০ম)

এইরূপে দশ-সংস্কার-সংস্কৃত মন্ত্র গ্রহণ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট ফল লাভ করে।

তৎপরে কল্পোক্ত বিধানে হোমকর্ম্ম সমাপন করিয়া ঘৃতান্বিত তিলদ্বারা দীক্ষা-পদ্ধত্যুক্ত ক্রমে আট আট বার আহুতি প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যের শরীরের অধ্ব-বিশোধন করিবে। অর্থাৎ পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত "শোধয়ামি কলাধ্বানং" ইত্যাদি ক্রমে তত্ত্বাধ্বান, ভুবনাধ্বান, বর্ণাধ্বান, পাদাধ্বান ও মন্ত্রাধ্বান শোধন করিবে। এই অধ্ব-বিশোধনে পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত, পুনঃ মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত অনুলোম বিলোম শোধন করিতে হইবে।

তৎপরে গুরু, শিষ্য-শরীরে ভূতশুদ্ধি মাতৃকান্যাস, কলান্যাস করিয়া শিষ্য-হস্তে জল প্রদান পূর্ব্বক বলিবেন, "অমুক মন্ত্রং তে অহং দদানি" শিষ্য "দদস্ব" বলিবে। গুরু বলিবেন, "আবয়োঃ-স্তুল্যফলদো ভবতু"। তৎপরে শিষ্য গুরুর চরণ ধারণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবে। গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ঋষি-চ্ছন্দ-দেবতা এবং দেয়মন্ত্র তিন বার

ও বাম কর্ণে একবার শ্রবণ করাইবেন। মন্ত্র-প্রদানকালে শিষ্যের মস্তক বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতে হইবে।

শিষ্য গুরুর চরণ ধারণ পূর্ব্বক ভূপতিত হইয়া বলিবে,—

"ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়ামৃত্যু-মহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥"

হে দেব, আমি তোমার কৃপায় সর্ব্বপ্রকারে কৃতকৃত্য এবং মায়ামৃত্যু স্বরূপ মহাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া মঙ্গলময় হইলাম।

গুরু তৎকালে শিষ্যকে হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া বলিবেন, "উত্তিষ্ঠ বৎস! মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভবান, কীর্ত্তি-শ্রী-কান্তি-পুত্রায়ু র্বলারোগ্যং সদাঽস্তু তে।"

হে বৎস! উত্থিত হও তুমি মুক্ত হইয়া সম্যক্ আচারবান্ হও এবং কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, পুত্র, আয়ু, বল, আরোগ্য এবং কান্তি তোমাতে সদাকাল বিদ্যমান্ থাকুক।

মন্ত্র ঠিক্ হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য শিষ্য, গুরু-সমীপে তন্মন্ত্র জপ করিবে। তৎপর দক্ষিণাদি কার্য্য শেষ করিয়া, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।

অন্তর্যজন ও বাহ্যপূজায় প্রভেদ কি ?

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ
অধমো জপভাবস্তু বাহ্যপূজাধমাধমঃ।"

ব্রহ্ম সদ্ভাব সর্ব্বোত্তম, ধ্যানভাব মধ্যম জপভাব অধম এবং বাহ্যপূজা অধমাধম। যে অন্তর্যজন (মানস-পূজা) দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই মানস পূজা যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৎপরে ধ্যানভাব, ঈশ্বরে মনোবৃত্তির প্রবাহ উৎপাদন করার নাম ধ্যান, সেই মননকে মধ্যম বলা হইয়াছে। জপভাব অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ সেই জপভাবকে অধম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বাহ্যপূজা, গন্ধ পুষ্প, দূর্ব্বাক্ষতাদি দ্বারা সাকার রূপের অর্চ্চনা। সেই বাহ্যপূজা অধমাধম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে বুঝিতে হইতেছে যে, উত্তমভাব পরিত্যাগ করিয়া "অধমাধম" বাহ্যপূজার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই— অধম বা অধমাধম শব্দে নিকৃষ্ট নহে। কোন অট্টালিকার উপরে উঠিতে হইলে যেমন নিম্নতম নিম্নতর হইতে ক্রমোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে হয় তদ্রূপ সাধনের সোপানও নিম্নতম হইতে ক্রমোচ্চ। যেমন, অ, আ, ক, খ, শিক্ষা না

করিলে কাব্যালঙ্কার দর্শন বেদাদি অধ্যয়ন করা যায় না, তদ্রূপ বাহ্যপূজার দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত না হইলে ধ্যান বা মানস-পূজার অধিকার জন্মে না। সুতরাং গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে বাহ্যপূজা দ্বারা ক্রমে জ্ঞান সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। বাহ্যপূজাতেও ধ্যান এবং মানস-পূজার বিধান আছে। কিন্তু সে ধ্যান ও মানস পূজার বিধি, আমরা পড়া-পাখীর মত উচ্চারণ করিয়া থাকি মাত্র; আবার অনেকে ধ্যানের পর মানস-পূজার জন্য একবার চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয় বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন, মানস-পূজার বিধান অজ্ঞাত থাকা হেতু তাহা পাঠও করেন না। যাহা হউক আমি এস্থলে অন্তর্জনের বিধান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, সে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার—বাহ্যপূজার বিধানানুসারে মূল দেবতার ধ্যান করিয়া নিমীলিত নেত্রে মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবে যথা—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতে নাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্ব-বসনং গন্ধন্ত গন্ধতত্ত্বকং॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্ত দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিং॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনোভাবসিদ্ধয়ে।

অমায়মনহঙ্কার-মরাগমমদন্তথা ॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্প প্রকীর্ত্তিতং ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরং।
ইতি পঞ্চদশপুষ্পৈ র্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥

* * * *

কামক্রোধৌ বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্বা জপঞ্চরেৎ
মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী সূত্রযন্ত্রিতা।
সবিন্দুং মন্ত্রমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ
অকারাদি লকারান্তঃ অনুলোম ইতিস্মৃতঃ
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।

* * * *

সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া।
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃ পূজাং সমাচরেৎ॥"

স্বীয় হৃদয়পদ্ম আসন স্বরূপে প্রদান করিয়া শিরঃস্থিত সহস্রদল-কমল-বিগলিত অমৃতধারায় স্বেষ্টদেবতার (পরমেশ্বরীর) চরণযুগল বিধৌত করিবে এবং মনকে * অর্ঘ্যরূপ কল্পনা করিয়া নিবেদন করিবে। পুনঃ ঐ সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমনীয় এবং স্নানীয় প্রদান

* সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকান্তঃকরণ-বৃত্তির্মনঃ।

করিবে। আকাশতত্ত্বকে বসন এবং ভূম্যাত্মক গন্ধতত্ত্বকে গন্ধ কল্পনা করিয়া নিবেদন করিবে। যিনি বিশ্বরূপিণী বিশ্বাত্মা তাঁহাকে আকাশতত্ত্ব ভিন্ন আর কোন পদার্থে আবারিত করিতে পারে? সুতরাং আকাশই তাঁহার বসন-রূপে কল্পিত হইয়াছে। চিত্তকে * পুষ্পরূপ কল্পনা করিয়া পাদপদ্মে অর্পণ করিবে। পাদপদ্মে চিত্তার্পণ করাই প্রকৃত পুষ্পাঞ্জলি।

প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে ধূপরূপে কল্পনা করিয়া তেজস্তত্ত্বকে দীপ এবং অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা কল্পনা করিয়া আরতি করিবে। এস্থলে মহাত্মা নানকের মহাপূজার বিষয় মনে পড়িল, "গগনরূপ থালা, চন্দ্র সূর্য্য তারকা—দীপাবলী, অনাহতবাদন্ত ভেরী, কেয়সে আরতি তব্ হোয়ে ভবতারণ? যে, যে ধর্ম্মেই থাকুন না কেন মহাত্মাদিগের মূলতত্ত্ব এক।

বায়ুতত্ত্বকে চামর কল্পনা করিয়া ব্যজন করিবে। ইন্দ্রিয়-কর্ম্ম ও মনের চাঞ্চল্যকে নৃত্যরূপ কল্পনা করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত নানা ভাবরূপ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। সেই পুষ্পগুলি মায়া, অহঙ্কার, আসক্তি, মত্ততা, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, ক্ষোভ, কুটিলতা, লোভাদি-সাধন-পরিপন্থী এই দশবিধ অন্তরায় পরিত্যাগরূপ দশটী পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। আমরা ইহার একটি পুষ্পও কি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি

* নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণ-বৃত্তিশ্চিত্তঃ।

যে, আমরা অন্তর্যজনে অধিকার লাভ করিব? ইহার পর আবার পাঁচটি পরমপুষ্প দ্বারা পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। যথা,—অহিংসারূপ পরমপুষ্প, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ পরমপুষ্প, দয়া, ক্ষমা এবং জ্ঞানরূপ পরমপুষ্প, ইহার একটী পুষ্পও ত আমাদের নাই, মা! তবে কি দিয়া তোমার পূজা করিব? সুতরাং অধমাধম হইলেও বাহ্যপূজা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। তৎপরে বিঘ্নকারী কামরূপ ছাগ এবং ক্রোধরূপ মহিষকে বলিদান করিয়া জপ করিবে। অকারাদি লকারান্ত বর্ণময়ী কুণ্ডলী-সূত্র গ্রথিত পঞ্চাশৎ মালা অনুলোম বিলোমে এবং বর্গান্ত অষ্টবর্গের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া মানসে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। এই ত অন্তর্যজনের বিধান। আমরা কেহ কেহ এই বিধানটি, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাঠ করিয়া থাকি মাত্র। তবে কি আমরা মানস-পূজা করিব না? না, তাহা নহে। "ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়" আমরাও প্রতিদিন পাঠ করিতে করিতে অভ্যাস বশতঃ কিছু না কিছু লাভ করিতে পারিব।

বাহ্য-পূজা।

বাহ্যপূজা গন্ধপুষ্পাদি স্থূল পদার্থ দ্বারা সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব আধ্যাত্মিক। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি "বাহ্যপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধে "সাহিত্য-সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পুনরুল্লেখ এস্থলে না করিয়া সংক্ষেপে তাহার দুই একটি কথার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিব।

মানস-পূজার পর পুনর্ধ্যান করিয়া "দীপাদ্দীপান্তরমিব" একটি দীপ হইতে অন্য একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া স্থানান্তরে স্থাপন করার ন্যায় স্বহৃদয় হইতে পরমাত্মা-স্বরূপ ইষ্টদেবকে পুষ্পের সহিত পূজাযন্ত্রে স্থাপন করিবে। ইহার ভাব এই;—হৃদয় হইতে ইষ্টদেবকে পূজাযন্ত্রে সংস্থাপন করিলেও হৃদয়াগার শূন্য হয় না, হৃদয়ে পরমাত্মারূপ ইষ্টদেব যেমন ছিলেন, তেমনি রহিলেন। একটি প্রদীপ হইতে শত সহস্র প্রদীপ জ্বালিত হইলেও যেমন মূল প্রদীপের কোনরূপ অপচয় হয় না, অথচ প্রজ্জ্বালিত দীপাবলীর দাহিকা শক্তি বা ঔজ্জ্বল্যাদি গুণাংশেরও কোন তারতম্য ঘটে না, তদ্রূপ একমাত্র পরমেশ্বর প্রয়োজনানুসারে বহুরূপ পরিগ্রহ করিলেও প্রত্যেক রূপের ঐশ্বর্য্যগুণাদির কোন তারতম্য

হয় না। সেইজন্য এস্থলে দীপাদ্দীপান্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে।

শুম্ভাসুরের সহিত যুদ্ধের সময় দেবী স্বদেহ হইতে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী প্রভৃতি বহু শক্তি-মূর্ত্তি রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎকালে শুম্ভ দৈত্য বলিয়াছিল, হে দুর্গে! তুমি অন্যের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ, ইহাতে তোমার গর্ব্বের বিষয় কি? তখন দেবী হাসিয়া বলিলেন, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা, পশ্যৈতান্ দুষ্ট! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ" রে দুষ্ট! এজগতে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই, দেখ্ আমার বিভূতি-রূপ-সমূহ পুনঃ আমাতে প্রবিষ্ট হইল। তখন বহুরূপে বিরাজিতা দেবী একামাত্র যুদ্ধস্থলে রহিলেন।

(মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

বাহ্যপূজাতে "দীপাদ্দীপান্তরমিব" দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে।

বাহ্যপূজায় নানাবিধ সাকার রূপের ধ্যানেও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অভাব নাই। আমি "কালীর ধ্যানের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে "আরতি" পত্রিকায় তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলাম, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

ধ্যানের পর পীঠশক্তির পূজা। প্রত্যেক সাকার রূপের পীঠশক্তির পার্থক্য থাকিলেও প্রধানতঃ কয়েকটি পীঠশক্তির

পূজা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। যথা,—সত্ত্ব রজঃ তমঃ আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য। তন্মধ্যে ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য এই চারিটি পীঠশক্তি ভগবানের সিংহাসনের অদূরে ক্রমোচ্চভাবে অবস্থিত, এবং অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য্য এই চারিটি পীঠশক্তি ক্রমে নিম্নতর সোপানে অবস্থিত। ইহার আধ্যাত্মিকভাব এই,—ধর্ম্মের সাধনায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, জ্ঞানের সাধনা দ্বারা বৈরাগ্যের আবির্ভাব, বৈরাগ্যের সাধনায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয়। অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখীন সাধনা দ্বারা সাধকের ঊর্দ্ধগতি, এবং অধর্ম্মের সাধনায় অজ্ঞানতার উৎপত্তি, অজ্ঞানের প্রভাবে অবৈরাগ্য, অবৈরাগ্য দ্বারা অনৈশ্বর্য্য (সংসারাসক্ত ও জীবভাব) প্রাপ্তি; অর্থাৎ বহির্ম্মুখীন ক্রিয়া দ্বারা জীবের অধোগতি লাভ হয়।

নিরাকারবাদী বর্ত্তমান সমালোচকগণের ধারণা সাকারোপাসকগণ "পুতুল-পূজক" এবং অনন্ত অসীম সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহার অনন্তত্ব ভাবের অবমাননা করে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। যদি সাকারোপাসকগণ "পুতুল-পূজক" হইত তবে ঘটে পটে মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে চিন্ময়ের আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইত না। যন্ত্রে বা মূর্ত্তিতে আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা বাহ্যপূজার প্রধান অঙ্গ। কেহ কেহ হয়'ত বলিবেন, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের আবার আবাহন বিসর্জ্জন কেন? ইহার উত্তর

এই,—ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও ক্রিয়া ভিন্ন তাঁহার প্রকাশ হয় না। তাহা যদি হইত, তবে মৃতদেহে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার অস্তিত্ব সত্ত্বেও চৈতন্যাদি প্রাণের চিহ্ন প্রকাশ পায় না কেন? কাষ্ঠে অগ্নির অস্তিত্ব থাকিলেও কাষ্ঠদগ্ধ হয় না কেন? আবার ঘর্ষণাদি ক্রিয়াদ্বারা অগ্নির বিকাশ এবং ঐ অগ্নিতে কাষ্ঠখণ্ড ভস্মীভূত হয়। তদ্রূপ বুঝিতে হইবে, আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন জড় মূর্ত্তিতে দেবত্ব প্রকাশ পায় না।

সাকারোপাসকগণ যে কেবল ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গড়িয়া ঈশ্বরের অনন্তত্বের অবমাননা করে, তাহা নহে। সাকার-বাদীগণ পুরাণাদি শাস্ত্রে বহু বহুবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছে "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।" তিনি নিত্যা জগন্মূর্ত্তি, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার প্রকট (সাকার) রূপ। তাঁহার দ্বারাই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতেও অর্জ্জুন ভগবানের সাকার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ॥"

এই দৃশ্যমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার বিরাট সাকাররূপ, এবং বিশ্বস্থ চৈতন্যময় পরমাত্মাই তাঁহার নিরাকার ভাব।

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।" তিনি নিত্যবস্তু হইলেও দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নানারূপে আবির্ভূতা হন, তখন তাঁহাকে উৎপন্না বলা হয়।

গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি দুষ্টদিগের বিনাশ এবং সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য দেহ রচনা করিয়া থাকি।

এক্ষণ বুঝিতে হইবে, আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটে সে বিরাট বিশ্বরূপের ধারণা অসম্ভব; সেইজন্য তাঁহার উৎপন্নরূপের মধ্যে যেরূপ যাহার প্রিয়, সে সেই রূপের প্রতিরূপ গড়িয়া তাহাতে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া চিন্ময়ের অর্চ্চনা করে। ইহাই কি পুতুল-পূজা? কেহ কেহ পিতা মাতার প্রতিকৃতি চিত্র করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, তাহাতে কি পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হন? প্রতিচিত্র তদনুরূপ না হইলেও ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাহাতে অসন্তুষ্ট হন না, ভগবান্ কেবল হৃদ্গত ভক্তি-ভাব-টুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশ্বকোষ অভিধানে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের মত দেখিয়াছি যে,—ক্ষুদ্র সাকার বিগ্রহ কি অনন্ত বিশ্বের বীজ বা স্রষ্টা হইতে পারে? ইহার উত্তর এই,—"অতি ক্ষুদ্র বট-বৃক্ষের বীজে যদি বৃহৎ বট-বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, যদি অতি ক্ষুদ্র শুক্র বিন্দুতে অনন্ত মানবজগতের সত্ত্বা বিদ্যমান থাকিতে পারে, তবে পরিমিত বিশ্ববীজে অনন্ত বিশ্বের অস্তিত্ব অসম্ভব হইবে কেন? বরং পরমানুভূত সূক্ষ্মবীজে তজ্জাতীয় অনন্তত্বের সত্ত্বা লুক্কায়িত থাকাই স্বাভাবিক, এবং অভিব্যক্ত নিয়মে ক্রমবিকাশ প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত

সাকার চিন্ময় বিগ্রহের অর্চ্চনা (মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে) করা পুতুল-পূজা নহে।

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি বাহ্যবস্তুসমূহ বাহ্যপূজার উপকরণ হইলেও তান্ত্রিক উপাসকগণ তন্মধ্যে সূক্ষ্ম পঞ্চ-তত্ত্বের কল্পনা করিয়া থাকেন। নচেৎ বাহ্যপূজার আরতিতে ধূপ, দীপ, ঘণ্টা, জল, বস্ত্র এবং চামরের যে ব্যবস্থা আছে, তৎপরিবর্ত্তে মিষ্টান্নাদি দ্বারাও আরতির বিধান হইতে পারিত, কিন্তু সে বিধান নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ইহার সূক্ষ্ম ভাব পঞ্চতত্ত্বাত্মক। ধূপ. গন্ধ-গুণাত্মক ও ভূমি বা ক্ষিতিতত্ত্ব, জল অপ্‌তত্ত্ব, দীপ তেজস্তত্ত্ব, চামর বায়ুতত্ত্ব, যথা,—"বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং।" বস্ত্র এবং ঘণ্টা আকাশতত্ত্ব। যথা,—"আকাশতত্ত্বং বসনং।" শব্দগুণাত্মক ঘণ্টা, বাদনেও শব্দগুণাত্মক আকাশতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

পুষ্প প্রদান সময়ে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি, আরতির পর পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি, পূজা-অন্তে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের বিধান আছে। এতদ্দ্বারা অন্তর্যজনোক্ত অমায়াদি দশপুষ্প এবং অহিংসাদি পঞ্চ পরম পুষ্পের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

বাহ্যপূজান্তে যে আত্মসমর্পণের বিধান আছে, শ্রীমৎ ভগবদ্‌গীতোক্ত ফল-কামনা-পরিশূন্য নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত তাহার অভিন্ন-সম্বন্ধ। বৈদিক সন্ধ্যার আচমন মন্ত্রেও সেই নিষ্কাম কর্ম্মের ভাব পরিস্ফুট।

আত্মসমর্পণ মন্ত্রের অর্থ এই—"আমি ইহার পূর্ব্বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায়, প্রাণ, বুদ্ধি এবং দেহধর্ম্মের অধিকারে হস্ত দ্বারা, পদ দ্বারা, উদর দ্বারা এবং শিশ্নাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা, যাহা করিয়াছি, যাহা বলিয়াছি, যাহা মনের দ্বারা চিন্তা করিয়াছি, তৎসমস্তই ব্রহ্মে অর্পিত হউক, আমার আত্মাকে ও আমার সম্বন্ধীয় যাহা কিছু আছে তৎ সমস্ত সম্যকরূপে ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম।" পাঠকগণ! এক্ষণ বুঝুন, বাহ্যপূজা কেবল বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ বা আমান্ন মিষ্টান্নাদি প্রসাদ ভক্ষণের জন্য নহে। যে বাহ্য-পূজান্তে এরূপ নিষ্কাম আত্মোৎসর্গের বিধান, সে পূজা অধমাধম হইলেও সংসারাশ্রমী সাধকগণের পক্ষে তাহা অতীব বাঞ্ছনীয়।

তান্ত্রিক ত্রিসন্ধ্যা।

বৈদিকসন্ধ্যা ও তান্ত্রিকসন্ধ্যা দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পক্ষে যথানুক্রমে করিবার বিধান। ব্রাহ্মণেতর জাতি দীক্ষিত হইলে কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যার উপাসনাই করিয়া থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় প্রকার সন্ধ্যার অভিপ্রায় এক। বৈদিকসন্ধ্যা মন্ত্র বহুল, তান্ত্রিকসন্ধ্যা সংক্ষেপ। উভয় সন্ধ্যাতেই আচমন, মার্জ্জন, তীর্থাবাহন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদান, তর্পণ, ধ্যান, গায়ত্রী-জপ প্রাণায়ামাদি বিহিত হইয়াছে। কেবল ইষ্টমন্ত্র-জপ তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে অধিক দৃষ্ট হয়।

বৈদিক সন্ধ্যার আচমন, অন্যান্য বৈদিক ক্রিয়ার প্রারম্ভে যে মন্ত্রে হইয়া থাকে, সেই মন্ত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তান্ত্রিক ক্রিয়া সমস্তই তত্ত্বাত্মক। তান্ত্রিক সন্ধ্যার আচমনেও আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্বের উদ্বোধন বিহিত। তৎপর তীর্থাবাহন—হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে সূর্য্যমণ্ডলে সমস্ত দেব-দেবী এবং জৈবপরমাণুর অবস্থান এবং সূর্য্যতেজ ব্রহ্ম-তেজ বলিয়াই বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রে উপাসিত হয়।*

* গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে সূর্য্যতেজ ব্রহ্মজ্যোতিঃ শিব, শক্তি প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও ব্রহ্মতেজোরূপ সূর্য্যের তেজকেই বুঝায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদাদিত্য-গতং তেজঃ

* * * *

তত্তেজো বিদ্ধি মামকং"

আদিত্য মণ্ডলান্তর্গত যে তেজ, তাহা—আমার তেজ বলিয়া জানিবে।

ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণও সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী,—যথা—

"ধেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ"

সুতরাং গঙ্গাদি তীর্থ নদ নদীর জল-প্রবাহ, ভারতভূমির নানা প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছে বটে,—কিন্তু তীর্থাধিষ্ঠাত্রী-দেবীর অবস্থান সূর্য্যমণ্ডলে, সেইজন্য "সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য" বলিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাবাহন করিতে হয়।

তৎপরে—অঘমর্ষণ, বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক—কয়েকটি বীজ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, এবং গলিত জলধারা মূলমন্ত্রে সপ্তবার স্বীয় মস্তকে প্রদান করিতে হয়, ইহাই তান্ত্রিক মার্জ্জন। তৎপর অবশিষ্ট জল "ইড়য়াকৃষ্য" বামনাসা-দ্বারা আকর্ষণ করিয়া—"পিঙ্গলয়া বিরেচ্য" দক্ষিণ-নাসা দ্বারা রেচন করিবে। চিন্তা-যোগে দেহস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে একটি বীজমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পুরঃকল্পিত বজ্রশীলায় নিক্ষেপ করিবে; অর্থাৎ দেহস্থ পাপকে ধ্বংস করিবে। বৈদিক সন্ধ্যার অঘমর্ষণের প্রণালী অন্যরূপ হইলেও উভয় সন্ধ্যোপাসনার অঘমর্ষণের উদ্দেশ্য এক, অর্থাৎ দেহস্থ পাপ-রাশি ধ্বংস করা।

তৎপরে উভয় সন্ধ্যাতেই গায়ত্রী মন্ত্রে তিনবার জল প্রদানের বিধান। বৈদিক সন্ধ্যায় সর্ব্বশেষে সূর্য্যার্ঘ্য দান করিতে হয়, তান্ত্রিক সন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্রে জল প্রদানের পরেই সূর্য্যের বীজমন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দানের ব্যবস্থা। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলস্থ স্বেষ্টদেব বা দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়।

তৎপরে গায়ত্রী-ধ্যান। প্রাতেঃ, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে বৈদিক সন্ধ্যার ধ্যানের ন্যায় ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী এবং রুদ্রাণী রূপার ধ্যান করিতে হয়, অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণান্বিতা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণস্বরূপা পরাৎপরা পরমেশ্বরীর উপাসনাই ত্রিবিধ ধ্যানে পরিস্ফুট। ধ্যানের পর গায়ত্রী জপ, ইহাও উভয় সন্ধ্যাতেই একরূপ। বৈদিক সন্ধ্যাতে গায়ত্রী জপ দ্বারা সূর্য্যতেজ বা ব্রহ্মতেজের উপাসনা; আর তান্ত্রিক গায়ত্রী দ্বারা স্বেষ্টদেব বা দেবীর উপাসনা। "প্রচোদয়াৎ" এবং "ধীমহি" বৈদিক তান্ত্রিক উভয় গায়ত্রীর প্রাণ। গায়ত্রী-তন্ত্রে গায়ত্রীর প্রত্যেক বর্ণের স্বরূপ এবং ব্যাখ্যাদি যেরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে প্রকাশ করিতে হইলে পুস্তিকার কলেবর অতি বৃহৎ হইবে আশঙ্কায়—সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। গায়ত্রী জপান্তে প্রাণায়াম করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিবে। ইহাই তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অধিক।

বাহ্যপূজা, তান্ত্রিকসন্ধ্যা অথবা কাম্যজপাদির পূর্ব্বে প্রত্যেকবার প্রাণায়াম বিধেয়। বাহ্যপূজাদি অধমাধম

বলিয়া যতই হেয় জ্ঞান কেন করা হয় না, কিন্তু এই বাহ্য-পূজার বিধানে যে সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বাহ্যপূজা বা সন্ধ্যা তত অসার মনে হইবে না। সন্ধ্যা এবং বাহ্য পূজাদি-বিহিত প্রাণায়াম যোগ-সাধনের প্রধান অঙ্গ বা দ্বারস্বরূপ। যোগ-মার্গে প্রবেশ করিতে প্রাণায়াম-সাধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। প্রাণায়াম দ্বারা দেহ যোগ-সাধনের উপযোগী হয়; অধিক কি কেবল প্রাণায়াম দ্বারাই সাধক সিদ্ধি এবং মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রাণায়ামের বিধান যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও প্রাণায়ামের বিধান পরিস্ফুট। আমি এস্থলে তন্ত্রোক্ত প্রাণায়ামের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যার উপসংহার করিব।

"গমনাগমনং বায়োঃ প্রাণস্থ ধারণং তথা।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগশাস্ত্র-বিশারদৈঃ" ॥"

প্রাণবায়ুর গমনাগমন এবং ধারণ (কুম্ভক)-কে যোগশাস্ত্র-পারদর্শীগণ "প্রাণায়াম" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। অপিচ—

"প্রাণবায়ুরিতি খ্যাত আয়াম স্তন্নিরোধকঃ।
'প্রাণায়াম' ইতি প্রোক্তোযোগিনাং যোগমুত্তমং ॥"
(গৌতমীয়তন্ত্র।)

বায়ুই প্রাণ শব্দে খ্যাত, সেই বায়ু-নিরোধের প্রণালী—"প্রাণায়াম" বলিয়া অভিহিত, সেই 'প্রাণায়াম'ই যোগীদিগের উৎকৃষ্টতর যোগ। বায়ু-নিরোধের প্রণালী যথা—

"রেচয়েদ্দক্ষয়া বিদ্বান্ মাত্রা ষোড়শকেন চ।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়াপূর্য্য চতুঃষষ্ট্যা তু ধারয়েৎ॥"
(গৌতমীয়-তন্ত্র।)

জ্ঞানীগণ দক্ষিণ নাসা পথে ষোড়শমাত্রা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, দ্বাত্রিংশৎ মাত্রা দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে এবং চতুঃষষ্টিমাত্রা দ্বারা প্রাণ বায়ুকে ধারণ (কুম্ভক) করিবে। এই পূরণ কুম্ভক রেচকরূপ প্রাণায়াম দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। যথা,—

"প্রাণায়ামাৎ পরং যোগঃ প্রাণায়ামাৎ পরং ধনং।
প্রাণায়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ।
প্রাণায়ামাৎ পরং তত্ত্বং প্রাণায়ামাৎ পরং পদং।
নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি কথিতং তব সুব্রত!
বৎসরাভ্যাস-যোগেন ব্রহ্ম সাক্ষাদ্ভবেদ্ ধ্রুবং।"
(গৌতমীয়-তন্ত্র।)

হে সুব্রত! তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি. প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্ট যোগ উৎকৃষ্ট জ্ঞান, উত্তম তপস্যা, উত্তম ধন, উত্তম পদ এবং উৎকৃষ্টতম তত্ত্ব আর নাই, আর নাই, আর নাই!!! বৎসর কাল বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা সাধক নিশ্চয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

যে প্রণালীতে প্রাণবায়ু পূরণ, কুম্ভক ও রেচন করিতে হয়, তাহা যোগশাস্ত্রে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে বিশদ ভাবে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু বিনা গুরূপদেশে যোগাঙ্গ প্রাণায়ামাদি কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে না। গ্রন্থ দৃষ্টে এ সকল গূঢ় কার্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল প্রাপ্ত হইতে হয়

অনেকে ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া উৎকট রোগাক্রান্ত, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়াছে।

প্রাণায়াম দুই প্রকার, সগর্ভ এবং নিগর্ভ। সগর্ভ প্রাণায়াম মন্ত্র সংখ্যা জপ দ্বারা ও নিগর্ভ প্রাণায়াম মাত্রা সংখ্যা স্থির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

"প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগর্ভশ্চ নিগর্ভকঃ।
সগর্ভ মন্ত্র-জাপেন নিগর্ভো মাত্রয়া ভবেৎ॥"
(গৌতমীয়-তন্ত্র।)

প্রাণায়াম দ্বারা কামজ কর্ম্মজ সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয়। দেহস্থ কফ, পিত্ত ও বায়ুর সমতা হইয়া শরীর যোগোপযোগী হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত একাদশী-তত্ত্বে-উপবাসানুকল্প-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে,—দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিলে উপবাস সিদ্ধ হয়, সুতরাং বুঝিতে হইবে—যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য উপবাস না করিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য উপবাস করেন, প্রাণায়াম দ্বারা দেহস্থ রসক্ষয় জন্য তাঁহারাও যথাবিধি দ্বাদশ বার প্রাণায়াম করিলে উপবাসের ফললাভ করিতে পারেন।

যথা—"* * * জপেদ্বা প্রাণসংযমান্,
কুর্য্যাদ্দ্বাদশসংখ্যকান্ যথাশক্তি ব্রতে নরঃ॥"

প্রাণায়ামের পর মূলমন্ত্র জপ করিয়া তীর্থ প্রণাম করিবে।

সম্পূর্ণ

ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব।"

ইহাতে কি অভিনব বস্তু আছে? এবং কেনই বা ইহা হিন্দু মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে? ইহার "উত্তর বিজ্ঞাপক" স্বরূপ দেশপূজ্য শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলীর শতাধিক পত্র মধ্য হইতে কয়েকখানি পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"এই দুর্দ্দিনে এইরূপ পুস্তকেরই প্রচার একান্ত আবশ্যক। যিনি সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, আবাল্য ব্রাহ্মণোচিত সদাচার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রাহ্মণ-জাতির আদর্শ হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষ এই গ্রন্থের প্রণয়ন-কর্ত্তা। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বরের বাঙ্গালা ভাষার উপরেও যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে। পুস্তকের কোন স্থানেই অস্পষ্ট দোষ হয় নাই, তিনি জলের মত সমস্ত তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি সম্প্রতি অসুস্থ, ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। এই তত্ত্বে শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-যুক্তি ও লৌকিকযুক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের আস্তিক্য বুদ্ধি আছে তাঁহারা শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-যুক্তির বশবর্ত্তী হইবেন, যাঁহাদিগের আস্তিক্য বুদ্ধি কম তাঁহারাও লৌকিক যুক্তি পরিহার করিতে পারিবেন না। এই পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব নামক সঙ্কলিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। ইহা হইতে সঙ্কলয়িতার অধ্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পুস্তকখানি বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য শিরোমণি মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"ধর্ম্ম বিষয়ে এইরূপ দুই দশ খানা গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরচিত হইলে, এইরূপ হিন্দুধর্ম্মের মহা-প্রলয়ের দিনেও একটু উপকার হয় বলিয়া আমার মনে হয়।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"শ্রাদ্ধতত্ত্ব' পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। পুস্তক-খানির প্রতিপংক্তিতেই রাজাবাহাদুরের সনাতন-ধর্ম্মের প্রতি

পর্য্যাপ্ত শ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে অনেক জানিবার ও ভাবিবার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এজন্য তিনি সনাতনধর্ম্ম-বিশ্বাসী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ।”

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃত—

“বর্ত্তমান সময়ে এতাদৃশ গ্রন্থের বাহুল্য এবং বহুল প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। দুর্ব্বিদ্যা-বিদগ্ধ সন্দিগ্ধচেতাদিগের শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য লেখক এই গ্রন্থে নানা প্রদেশীয় প্রচলিত প্রথাগুলির উল্লেখ করতঃ বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন।”

পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামীজীর পত্র হইতে উদ্ধৃত—

“आद्योपान्तं पठितवानस्मि श्राद्धतत्त्वाभिधेयं पुस्तकं। पठित्वा चैतत् ग्रन्थकर्त्तारं राजाबाहादुरोपाख्य श्रीमच्छशिशेखरेश्वरं प्रदत्तो मया पुनःपुनः मान्तरिको धन्यवादः। प्रागाविर्भूय श्रीमच्छङ्कराचार्य्येण बौद्धविप्लवात् परित्रात आर्य्यसमाजः, अस्मिन् घोरे समाज-विप्लवकाले तु कदाचार-परिपूर्णस्यास्य आर्य्यसमाजस्य परित्राणाय तस्यैव महात्मनः पुनराविर्भवाशा दुराशैव, अतो वयमिदमेव प्रार्थयामहे श्रीमन्नारायण-समीपे यत्—स्वर्गलोकस्थेन तेन महात्मना प्रदत्तं शुभाशीर्व्वादराशिं विधृत्य स्वशिरसि वर्द्धितोत्साहोऽयमेव श्रीमान् शशिशेखरेश्वरो धृत्वा द्विगुणित-बलेन स्व-लेखनीं कदाचार-विप्लवात् आर्य्य-समाजस्य परित्राणाय समर्थो भवतु।”

ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার উদ্যোগে ও আনুকূল্যে সঙ্কলিত—শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব, ত্রিসন্ধ্যাতত্ত্ব, দীক্ষাতত্ত্ব, আহ্নিক-তত্ত্ব, শ্রীক্ষেত্রতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, বৈদিক-সংস্কারতত্ত্ব, আচার-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিলে, ঐ ঐ পুস্তকের বিষয়-সূচী-সংযুক্ত বিজ্ঞাপনী দ্রষ্টব্য।

দীক্ষাতত্ত্বের মূল্য ॥০ ডাকমাশুল /০; রেজেষ্টারী ডাকে লইলে ৵০ অতিরিক্ত। ১০ খানা দীক্ষাতত্ত্ব একযোগে লইলে ডাকব্যয় সহ মূল্য ৫৲ টাকা। ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার সহিত সহযোগিতা সম্বন্ধযুক্ত যে সকল ধর্ম্মসভা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং পাঠাগার বিনামূল্যে উক্ত সভার পুস্তকাদি পাইয়া থাকেন, তাঁহারা এক আনা ডাকমাশুলেই "দীক্ষা-তত্ত্ব" পাইবেন।

এতৎসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে, নাম ঠিকানাযুক্ত একখানি পোষ্টেল খাম বা রিপ্লাইকার্ড সহ কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত স্থানে পত্র লিখিবেন।

তত্ত্ব-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্।
১নং পঞ্চক্রোশী রোড্,
নাগোয়া, কাশী।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা—
কার্য্যাধ্যক্ষ।

১। দীক্ষাতত্ত্ব (১ম খণ্ড) পড়িয়া আমার মন্তব্য নিম্নে লিখিয়া পাঠাইলাম।

২। যে সংখ্যা "ত্রিশূল" পত্রে আমর জিজ্ঞাস্যের উত্তর প্রকাশ হইবে, ঐ সংখ্যা ত্রিশূল সহ দীক্ষাতত্ত্ব পুস্তকের ২য় খণ্ড, নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ভি, পি, রেজেষ্টারী ডাকে প্রেরণ করিলে বাধিত হইব। (বিনা-মূল্যে ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার পুস্তক পাইবার যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা "ভি, পি, রেজেষ্টারী" শব্দ কাটিয়া দিবেন এবং কেবল ডাকমাশুল পাঠাইবেন।)

(নাম)..

ঠিকানা..

....

শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার সম্পাদক।

পুস্তক-প্রকাশ বিভাগ।

১ নং পঞ্চক্রোশী রোড্।

নাগোয়া, কাশী।

BENARES. U. P.